এইচ এস সি বাংলা

বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ মাইকেল মধুসূদন দত্ত

প্রশ্ন ▶ ১ হাজার হাজার সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে থাকে। মোহনলাল ও মিরমর্দান প্রাণপণে যুদ্ধ করেও মিরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতার কাছে পরাজিত হয়। ব্রিটিশ সৈন্যরা অনায়াসেই বাংলা দখল করে নেয়। এভাবেই ১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন বাংলার স্বাধীনতার অবসান ঘটে।

[সি. বো.; কু. বো.; চ. বো.; ব. বো. ১৮ ॥ প্রশ্ন নম্বর-৫; বি এ এফ শাহীন কলেজ, ঢাকা ॥ প্রশ্ন নম্বর-৫]

ক. সৌমিত্রি কে? ১

খ. 'হায় তাত, উচিত কি তব এ কাজ?'— কে, কেন এ উক্তিটি করেছিল? ২

গ. উদ্দীপকের মিরজাফর 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার কোন চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করে? তুলনামূলক আলোচনা করো। ৩

ঘ. "উদ্দীপকের মূলভাব 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার মূলভাবের সাথে আংশিক সামঞ্জস্যপূর্ণ"— উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন করো। ৪

১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক সৌমিত্রি হলেন লক্ষ্মণ।

খ শত্রু লক্ষ্মণকে পথ দেখিয়ে লঙ্কায় নিয়ে আসা প্রসঙ্গে বিভীষণকে উদ্দেশ্য করে মেঘনাদ উক্তিটি করেছে।

'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার মেঘনাদ একজন দেশপ্রেমিক যোদ্ধা। রাম-রাবণের যুদ্ধে তাই সে স্বদেশ ও স্বজাতির পক্ষ অবলম্বন করে। কিন্তু ধর্ম ও ন্যায়ের অজুহাত দিয়ে তারই কাকা বিভীষণ রাম-লক্ষ্মণের পক্ষ নেয় এবং তাকে হত্যা করার জন্য লক্ষ্মণকে পথ দেখিয়ে নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে নিয়ে আসে। বিভীষণের এহেন কাজের জন্য মেঘনাদ খেদের সঙ্গে প্রশ্নোক্ত উক্তিটি করেছে।

গ 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় বিভীষণ চরিত্রে স্বজাতি বিদ্বেষের দিকটি বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে।

'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় মেঘনাদ চরিত্রের মধ্য দিয়ে কবি স্বদেশপ্রেমের স্বরূপ তুলে ধরেছেন। এছাড়া এ কবিতায় স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি বিভীষণের বিশ্বাসঘাতকতার চিত্রও অঙ্কিত হয়েছে। উদ্দীপকের মিরজাফর তেমনি এক বিশ্বাসঘাতক চরিত্র।

উদ্দীপকের অনুচ্ছেদে ঐতিহাসিক চরিত্র মিরজাফরের প্রসঙ্গ উপস্থাপিত হয়েছে। পলাশির যুদ্ধে সেনাপতি মিরমর্দান ও মোহনলাল বাংলার স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ন রাখতে প্রাণপণ চেষ্টা করেন। কিন্তু প্রধান সেনাপতি মিরজাফর ইংরেজ বাহিনীর সঙ্গে আঁতাত করে দেশবাসীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে। সে ও তার সহযোদ্ধারা যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়েও যুদ্ধ না করে পুতুলের মতো স্থির দাঁড়িয়ে থাকে। তাদের বিশ্বাসঘাতকতার পরিণামে ইংরেজ বাহিনী বাংলা দখল করে নেয়। 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার বিভীষণের আচরণেও একই ধরনের বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় মেলে। সহোদর রাবণের সঙ্গ ত্যাগ করে সে শত্রু রামের পক্ষ অবলম্বন করে। শুধু তাই নয়, ভ্রাতুষ্পুত্র মেঘনাদকে আক্রমণের জন্য লক্ষ্মণকে পথ দেখিয়ে নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে নিয়ে আসে সে। অর্থাৎ উদ্দীপকের মিরজাফর ও আলোচ্য কবিতার বিভীষণের আচরণ প্রায় একইরকম। সে বিবেচনায় উদ্দীপকের মিরজাফর 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার বিভীষণের চরিত্রকে প্রতিনিধিত্ব করে।

ঘ 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় বিভীষণের বিশ্বাসঘাতকতার বিপরীতে মেঘনাদের প্রগাঢ় দেশপ্রেমের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে।

'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' একটি কাহিনিমূলক কবিতা। এ কবিতার প্রধান দুই চরিত্র মেঘনাদ ও বিভীষণের আদর্শিক দ্বন্দ্বই কবিতাটির মূল বিষয়। তাদের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন দেশপ্রেমের অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে, অন্যদিকে প্রকাশ পেয়েছে ধর্মবোধ ও নৈতিকতা। উদ্দীপকের অনুচ্ছেদে এই বিষয়গুলো সম্পূর্ণ প্রকাশ পায়নি।

উদ্দীপকের অনুচ্ছেদটি পলাশির যুদ্ধের ঐতিহাসিক পটভূমি নিয়ে রচিত। সেখানে নবাব বাহিনীর সঙ্গে প্রধান সেনাপতি মিরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতা ও ইংরেজ বাহিনীর সঙ্গে তার আঁতাতের দিকটি প্রাধান্য পেয়েছে। তার এমন আচরণের কারণেই নবাব বাহিনীর পরাজয় হয় এবং ব্রিটিশদের দখলে চলে যায় বাংলা। এভাবে দেশবাসীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে শত্রুর পক্ষাবলম্বন 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতারও অন্যতম দিক।

'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় কাকা বিভীষণের সঙ্গে ভ্রাতুষ্পুত্র মেঘনাদের আদর্শের দ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে উঠেছে। কবিতাটির প্রধান চরিত্র মেঘনাদের আচরণে তার গভীর দেশাত্মবোধ, বিরোচিত আচরণসহ বিভিন্ন দিক উপস্থাপিত হয়েছে। উদ্দীপকের মীরমর্দান ও মোহনলালের আচরণের সঙ্গে তা অনেকটাই সাদৃশ্যপূর্ণ। এছাড়া এ কবিতায় বিভীষণের বিশ্বাসঘাতকতার দিকটিও পলাশির যুদ্ধে মিরজাফরের ভূমিকার প্রতিনিধিত্ব করে। তবে মিরজাফর যেখানে অর্থ ও ক্ষমতার লোভে শত্রুপক্ষ অবলম্বন করেছে বিভীষণ তা করেনি। সে ধর্ম ও নৈতিকতার দোহাই দিয়ে রামের পক্ষ নিয়েছে। এ কবিতায় আত্মপক্ষ সমর্থনে বিভীষণের যে যুক্তি উপস্থাপিত হয়েছে, উদ্দীপকে তার প্রতিফলন ঘটেনি। তাছাড়া গুরুজন বিভীষণের প্রতি মেঘনাদের বিনয় ও সংযমের দিকটিও সেখানে উপেক্ষিত রয়ে গেছে। এসব দিক বিবেচনায় "উদ্দীপকের মূলভাব 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার মূলভাবের সাথে আংশিক সামঞ্জস্যপূর্ণ"— উক্তিটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ২ বাবার ব্যবসায় দুর্দিন দেখা দিলে বড় ছেলে বাবার ব্যবসায়িক প্রতিপক্ষের সাথে হাত মেলায় ভবিষ্যতের আশায়। ছোট ছেলে বাবার ব্যবসায়িক দুর্দিন কাটানোর চেষ্টার অংশ হিসেবে বড় ভাইকে বাবার পাশে থাকার অনুরোধ করে, কিন্তু বড় ছেলের অভিযোগ— বাবার একগুঁয়ে মনোভাব আর ভুল সিদ্ধান্তের কারণে পারিবারিক ব্যবসা ডুবতে বসেছে। তাঁর ব্যর্থতার দায়ভার আমি নেব কেন? বড় ভাইয়ের সমর্থন না পেয়ে সুদিন ফিরিয়ে আনতে একা সংগ্রাম চালিয়ে যায় ছোট ছেলে।

[সি. বো. ১৭ ॥ প্রশ্ন নম্বর-৫]

ক. বাসবত্রাস কে? ১

খ. "লঙ্কার কলঙ্ক আজি ভঞ্জিব আহবে"— দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? ২

গ. উদ্দীপকের ছোট ছেলে 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার কোন চরিত্রের অনুরূপ? কীভাবে? ৩

ঘ. "উদ্দীপকের বড় ছেলে এবং 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার বিভীষণের আচরণ ভিন্ন উদ্দেশ্যপ্রসূত"— মন্তব্যটি বিবেচনা করো। ৪

২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক বাসবত্রাস হলো 'মেঘনাদ'।

Teachingbd24.com

খ নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে শত্রুসেনা লক্ষ্মণের অনাকাঙ্ক্ষিত অনুপ্রবেশ লঙ্কার ইতিহাসে যে কলঙ্ক লেপন করেছে, যুদ্ধজয়ের মধ্য দিয়ে মেঘনাদ তা মোচন করতে চায়। বিভীষণের সহায়তায় লক্ষ্মণ নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে প্রবেশ করে নিরস্ত্র মেঘনাদকে যুদ্ধে আহ্বান করে। এমন পরিস্থিতিতে স্বদেশের পরাজয়ের আশঙ্কায় দেশপ্রেমী মেঘনাদ বিচলিত হয়ে বিভীষণের কাছে যুদ্ধসাজ পরিধানের সুযোগ প্রার্থনা করে। পাশাপাশি শত্রু লক্ষণকে যুদ্ধে পরাজিত ও হত্যা করে লঙ্কার কলঙ্ক মোচন করতে চায় সে। প্রশ্নোক্ত উক্তিটির দ্বারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মেঘনাদের এ অভিপ্রায়ের কথাই বোঝানো হয়েছে।

গ উদ্দীপকের ছোট ছেলে 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার মেঘনাদ চরিত্রের অনুরূপ।

'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতাটি রচিত হয়েছে কাকা বিভীষণের সঙ্গে ভ্রাতুষ্পুত্র মেঘনাদের সম্পর্কের টানাপড়েন ও আদর্শের দ্বন্দ্ব নিয়ে। সেখানে ধর্ম ও নৈতিকতার প্রশ্নে বিভীষণ শত্রুপক্ষ অবলম্বন করলেও মেঘনাদ প্রাধান্য দিয়েছে স্বদেশ ও স্বজাতিকে। দেশ ও জাতির প্রতি তার এই দায়িত্বশীল আচরণের দিকটি উদ্দীপকে কিছুটা ভিন্নভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

উদ্দীপকে পারিবারিক সম্পর্কের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতার এক অনন্য উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। সেখানে বড় ছেলে ব্যক্তিস্বার্থকে প্রাধান্য দিলেও ছোট ছেলে যেকোনো পরিস্থিতিতেই পরিবারের পাশে থেকেছে। শুধু তাই নয়, ডুবতে বসা পারিবারিক ব্যবসার সুদিন ফিরিয়ে আনতে সে যথাসাধ্য চেষ্টা করে যাচ্ছে। আত্মস্বার্থে অন্ধ না হয়ে পারিবারিক মঙ্গলের কথা ভেবে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিয়েছে সে। একইভাবে, 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার মেঘনাদও ধর্মের বদলে দেশপ্রেম ও স্বাজাত্যবোধকে প্রাধান্য দিয়েছে। সংকটাপন্ন স্বজন, স্বজাতি ও স্বদেশকে নিয়ে তার এই অবস্থান উদ্দীপকের ছোট ছেলের ভূমিকাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। সে বিবেচনায় উদ্দীপকের ছোট ছেলেকে আলোচ্য কবিতার মেঘনাদ চরিত্রের অনুরূপ বলা যায়।

ঘ "উদ্দীপকের বড় ছেলে এবং 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় বিভীষণের আচরণ ভিন্ন উদ্দেশ্য প্রসূত"— মন্তব্যটি যথার্থ। 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় বিশ্বাসঘাতক পিতৃব্য বিভীষণের প্রতি অসহায় মেঘনাদের ক্ষোভ প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে বীর যোদ্ধা মেঘনাদ দেশাত্মবোধে উজ্জীবিত হয়ে স্বদেশ ও স্বজাতির পক্ষে অবস্থান নেন। কিন্তু ধর্ম ও ন্যায়ের অজুহাত দিয়ে তারই কাকা বিভীষণ শত্রু রামের পক্ষ অবলম্বন করেন। উদ্দীপকের ঘটনাবর্তে এ বিষয়টির আংশিক প্রতিফলন পাওয়া যায়।

উদ্দীপকে পারিবারিক ব্যবসাকে কেন্দ্র করে স্বজনের বিশ্বাসঘাতকতার এক নজির উপস্থাপিত হয়েছে। সেখানে পরিবারের বড় ছেলে নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাদের ব্যবসায়িক প্রতিপক্ষের সঙ্গে হাত মেলায়। পরিণতিতে তাদের পারিবারিক ব্যবসায় ডুবতে বসে। পরিবারের একজন হয়েও সে এরকম জঘন্য কাজের অংশীদার হয় শুধু নিজের স্বার্থের কথা ভেবে। 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় এমন কাহিনি বর্ণিত হলেও এর কারণ সম্পূর্ণ আলাদা।

'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার মেঘনাদ দেশাত্মবোধে উজ্জীবিত এক বীর যোদ্ধা। রাম-রাবণের যুদ্ধে তাই সে স্বদেশ ও স্বজাতির পক্ষ অবলম্বন করে। অন্যদিকে, বিভীষণ ভ্রাতা রাবণের পাপকর্মের বিরুদ্ধে ন্যায়নিষ্ঠ রামের আনুগত্য স্বীকার করে। তবুও দেশবৈরিতার কারণে প্রশ্নবাণে জর্জরিত হতে হয় তাকে। কেননা, ন্যায়ধর্মের পথ অনুসরণ করা কর্তব্য হলেও স্বদেশ ও স্বজাতির বিরুদ্ধাচরণ একেবারেই অনুচিত। আলোচ্য কবিতার বিভীষণের সঙ্গে উদ্দীপকের বড় ছেলের এই দিকটিতে মিল রয়েছে। তবে বিভীষণ ন্যায় ও ধর্মবোধকে প্রাধান্য দিলেও বড় ছেলে প্রাধান্য দিয়েছে ব্যক্তিস্বার্থকে। তাছাড়া উদ্দীপকের ছেলেটি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে জাগতিক সুখের কথা চিন্তা করে। কিন্তু বিভীষণের বিশ্বাসঘাতকতার কারণ ধর্ম ও নৈতিকতা। অর্থাৎ তারা বিশ্বাস ভঙ্গ করলেও এর কারণ ও উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। সে বিবেচনায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ৩ ১৭৫৭ সালে পলাশীর প্রান্তরে বাংলার স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হয়েছিল যাদের বিশ্বাসঘাতকতায় তাদের অন্যতম প্রধান সেনাপতি মীরজাফর। প্রধান সেনাপতি হয়েও সে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি। শুধু মীরজাফরই নয়; রাজবল্লভ, রায়দুর্লভ, উমিচাঁদ, জগৎশেঠও যুদ্ধে চরম অসহযোগিতা করেছে। কিন্তু মোহনলাল ও মীরমর্দান বাঙালি জাতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেননি। দেশের জন্য যুদ্ধ করেছেন এবং জীবন দিয়েছেন। পক্ষান্তরে মীরজাফর এবং তার দোসররা বাঙালি জাতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এবং জাতিকে প্রায় ২০০ বছর ইংরেজদের গোলামি করতে বাধ্য করেছে। *[ব. বো. ১৭। প্রশ্ন নম্বর-৫]*

ক. 'বিধু' শব্দের অর্থ কী? ১

খ. 'চণ্ডালে বসাও আনি রাজার আলয়ে?'— পঙ্‌ক্তিটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত বিশ্বাসঘাতকতা 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার বিষয়বস্তুতে কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে? আলোচনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকটি 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার আংশিক রূপায়ণ মাত্র— তোমার মতামতসহ উক্তিটি বিচার করো। ৪

৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক 'বিধু' শব্দের অর্থ— চাঁদ।

খ অধমকে মর্যাদাপূর্ণ আসন দেওয়ার কারণে ধিক্কার জানানো হয়েছে উল্লিখিত উক্তিটির মাধ্যমে।

মেঘনাদকে হত্যার জন্য লক্ষ্মণকে রাজপ্রাসাদে প্রবেশের সুযোগ করে দিলে বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ এ উক্তি করে। 'চণ্ডাল' বলতে নিকৃষ্ট বা অধমকে বোঝানো হয়েছে, যার স্থান রাজগৃহে হতে পারে না। মেঘনাদের মতে লক্ষ্মণ সেই নিকৃষ্টজন, যাকে মর্যাদার আসন দিয়ে জঘন্য অপরাধ করেছে বিভীষণ। 'চণ্ডালে বসাও আনি রাজার আলয়ে?'— উক্তিটির মাধ্যমে মূলত বিভীষণের প্রতি মেঘনাদের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত বিশ্বাসঘাতকতা 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় বিভীষণের কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে।

বিশ্বাসভাজন হয়েও অবিশ্বাসের কাজ করা হলে তা বিশ্বাসঘাতকতা হিসেবে পরিগণিত হয়। বিভীষণ চরিত্রটি বিশ্বাসঘাতকতার এক চরম উদাহরণ; জাতীয় সংকটে বৃহত্তর স্বার্থ ভুলে শত্রুর সঙ্গে আঁতাত করতে দ্বিধাবোধ করেনি সে। এমনকি আপন ভাই ও ভাতুষ্পুত্রের সঙ্গেও বিশ্বাসঘাতকতা করতে কুণ্ঠিত হয়নি সে।

উদ্দীপকে ঐতিহাসিক পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলার প্রধান সেনাপতি মীরজাফর ও তার সহযোগীদের বিশ্বাসঘাতকতার প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে। ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংঘটিত এ যুদ্ধে মীরজাফর, রাজবল্লভ, রায়দুর্লভ, উমিচাঁদ, জগৎশেঠ প্রমুখ অবিশ্বাস্যভাবে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। তৎকালীন বৃহত্তর বাংলার প্রতিনিধি হয়েও তারা ব্যক্তিস্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে শত্রুপক্ষের উদ্দেশ্য সাধনে সক্রিয় হয়। ফলস্বরূপ পলাশীর প্রান্তরে অস্তমিত হয় বাংলার স্বাধীনতা-সূর্য। প্রায় দু'শ বছর গোলামির মধ্য দিয়ে এ বিশ্বাসঘাতকতার চরম মূল্য দিতে হয়েছে বাঙালি জাতিকে। উদ্দীপকে বর্ণিত মীরজাফর প্রমুখের বিশ্বাসঘাতকতার সঙ্গে 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার বিভীষণের আচরণ সাদৃশ্যপূর্ণ। মীরজাফরেরা যেমন দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন হলে ভিনদেশি বেনিয়াদের দোসরের ভূমিকা পালন করেছে, বিভীষণও তেমনি নিজ ভূখণ্ড আক্রান্ত হলে শত্রুপক্ষকে সহযোগিতা করেছে। এমনকি ভ্রাতুষ্পুত্র মেঘনাদকে হত্যার জন্য শত্রু লক্ষ্মণের হাতে তুলে দিতেও দ্বিধান্বিত হয়নি সে। উদ্দীপক ও আলোচ্য কবিতায় প্রতিফলিত বিশ্বাসঘাতকতা এভাবেই একসূত্রে গ্রথিত।

https://teachingbd24.com

ঘ উদ্দীপকটি 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার আংশিক রূপায়ণ মাত্র— উভয়ের সাদৃশ্যগত বিচারে একথা বলা যুক্তিসঙ্গত।

'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় স্বজন, স্বজাতি ও স্বদেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার এক করুণ দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হয়েছে। বিভীষণের বিশ্বাসঘাতকতার প্রেক্ষাপটে মেঘনাদের দেশপ্রেমই এ কবিতার মূল প্রেরণা। এছাড়া প্রাসঙ্গিক নানা বিষয়ের সন্নিবেশ ঘটেছে এ কবিতায়, উদ্দীপকে যা নেই বললেই চলে।

উদ্দীপকে পলাশীর যুদ্ধের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে, যেখানে নিকটজনের বিশ্বাসঘাতকতার দিকটিই প্রাধান্য পেয়েছে। ঐতিহাসিক এ যুদ্ধে সিরাজউদ্দৌলার প্রধান সেনাপতি মীরজাফর ও তার সহযোগীরা তাঁর বিপক্ষে কাজ করে। পাশাপাশি মোহনলাল ও মীরমর্দানের দেশপ্রেমের দৃষ্টান্তও উপস্থাপিত হয়েছে এখানে। 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় বিভীষণও মীরজাফরের মতোই আপনজনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে রাম-রাবণের যুদ্ধে। তার এ ভূমিকায় বিস্মিত হয়ে দেশপ্রেমী বীর মেঘনাদ তীব্রভাবে ভর্ৎসনা করেছে তাকে। সেইসঙ্গে স্বদেশ ও স্বজাতির মাহাত্ম্য তুলে ধরেছে নৈতিক ও মানবিক দায়িত্ববোধ থেকে।

মূলভাবের সাদৃশ্য সত্ত্বেও উদ্দীপকের মতো এ কবিতায় কেবল দেশপ্রেম ও বিশ্বাসঘাতকতার স্বরূপই চিত্রিত হয়নি; পাশাপাশি মেঘনাদের বীরত্ব, সাহসিকতা, ব্যক্তিত্ব এবং স্বজাতির প্রতি মমত্ববোধের রূপায়ণ ঘটেছে। বিভীষণের আত্মপক্ষ সমর্থনের যুক্তিও বিবৃত হয়েছে এখানে। এছাড়া পৌরাণিক নানা চরিত্র, ঘটনা ও অনুষঙ্গের সমন্বয়ে বহুমাত্রিকতা লাভ করেছে কবিতাটি। এসব দিক বিবেচনায় বলা যায়, 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার আংশিক রূপায়ণ ঘটেছে উদ্দীপকে; সামগ্রিক প্রতিফলন ঘটেনি।

প্রশ্ন ▶ ৪ ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ কালরাতে পাক হানাদার বাহিনী বাংলার নিরস্ত্র বাঙালির ওপর বর্বরোচিত হামলা চালায়। এতে দখলদার পাক হানাদার বাহিনীকে সহযোগিতা করেছিল এ দেশীয় দোসর ঘরের শত্রু রাজাকার, আল-বদর, আল-শামস বাহিনী। যদিও যুদ্ধের নীতিতে নিরস্ত্র মানুষ হত্যা কাপুরুষোচিত। *[ঢা. বো. ১৬ | প্রশ্ন নম্বর-৪]*

ক. 'অরিন্দম' কে? ১

খ. 'স্থাপিলা বিধুরে বিধি স্থাণুর ললাটে' কথাটি বুঝিয়ে দাও। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত রাজাকার, আল-বদর বাহিনী এবং কবিতায় বর্ণিত বিভীষণের ভূমিকার সাদৃশ্য ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'নিরস্ত্র মানুষ হত্যা কাপুরুষোচিত' উদ্দীপক ও 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার আলোকে উক্তিটি বিচার করো। ৪

৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক 'অরিন্দম' বলতে মেঘনাদকে বোঝানো হয়েছে।

খ 'স্থাপিলা বিধুরে বিধি স্থানুর ললাটে' বলতে বোঝানো হয়েছে বিধাতা চাঁদকে নিশ্চল আকাশে স্থাপন করেছেন।

নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে মেঘনাদের সঙ্গে কথোপকথনে বিভীষণ নিজেকে রাঘবদাস হিসেবে অভিহিত করেন। একথা শুনে মেঘনাদ বিভীষণকে তাঁর নিজের বংশমর্যাদার কথা স্মরণ করিয়ে দেন। তাঁর মতে, বিধাতা যেমন চাঁদকে মাটি থেকে অনেক ওপরে নিশ্চল আকাশে স্থাপন করেছেন, তেমনই তাঁদের বংশমর্যাদা অনেকের চেয়ে উচ্চে অবস্থিত। এমন মর্যাদা ছেড়ে বিভীষণ কীভাবে নিজেকে রাঘবদাস বলেন তা মেঘনাদের কাছে বিস্ময়ের মনে হয়।

গ যুদ্ধনীতি ভঙ্গ করা, দেশদ্রোহিতা এবং নিরস্ত্র মানুষকে হত্যায় সহযোগিতা করার দিক থেকে উদ্দীপকের রাজাকার, আল-বদর বাহিনী এবং বিভীষণের ভূমিকা সাদৃশ্যপূর্ণ।

'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় বিভীষণ যুদ্ধনীতি ভঙ্গ করেছেন। তিনি লঙ্কারাজ রাবণের ভাই হওয়া সত্ত্বেও রাবণের শত্রু রামের পক্ষ নিয়েছেন। এমনকি নিজের নিরস্ত্র ভ্রাতুষ্পুত্র মেঘনাদকে হত্যায় লক্ষ্মণকে সহযোগিতা করেছেন। অর্থাৎ বিভীষণ একই সঙ্গে দেশদ্রোহী, বিশ্বাসঘাতক, যুদ্ধনীতি ভঙ্গকারী এবং নিরস্ত্র মানুষকে হত্যায় সহযোগী। উদ্দীপকে বর্ণিত এদেশীয় দোসররাও একই রকম বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।

উদ্দীপকে দেখি পাকিস্তানি দখলদার বাহিনী এদেশের নিরস্ত্র মানুষের ওপর যে নির্যাতন ও গণহত্যা চালিয়েছিল তাতে এদেশীয় দোসররা সহযোগিতা করে। রাজাকার, আল-বদর দলভুক্ত এসকল নরপশু সেদিন চূড়ান্ত পাশবিকতার পরিচয় দেয়। যুদ্ধনীতির বিরোধিতা করে তারা এদেশের নিরস্ত্র মানুষ হত্যাযজ্ঞে মেতে ওঠে। এদিক থেকে রাজাকার, আলবদর বাহিনীর কর্মকাণ্ড 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার বিভীষণের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ নিরস্ত্র মানুষের ওপর হামলা চালানো কাপুরুষোচিত— উদ্দীপক ও 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার আলোকে এ উক্তিটির যথার্থতা বিদ্যমান।

নিরস্ত্র মানুষের ওপর হামলা চালালে ওই নিরস্ত্র মানুষটির মৃত্যু অবধারিত। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে দুই পক্ষকেই সমান হতে হয়। একপক্ষ যদি অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত হয় আর অপরপক্ষ যদি অস্ত্রহীন হয় তাহলে সেখানে যুদ্ধ হয় না, হয় অন্যায়। আর অস্ত্রহীন মানুষের ওপর হামলা চালানো কোনো বীরোচিত কাজ নয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এদেশের কিছু বিশ্বাসঘাতক মানুষের সহায়তায় নিরস্ত্র বাঙালির ওপর হামলা চালায়। ১৯৭১ সালের যুদ্ধে পাকিস্তানিরা বাঙালির কাছে পরাজিত হয়েছিল। যদি তারা নিরস্ত্র মানুষের ওপর হামলা না চালাত তাহলে হয়তো ৩০ লক্ষ মানুষকে শহিদ হতে হতো না। প্রায় একই পরিস্থিতি দেখা যায় 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায়।

মেঘনাদ রাক্ষসদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বীর। রাম এবং রাবণের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হলে যুদ্ধে বিজয়লাভের জন্যে মেঘনাদ দেবতার আরাধনা করতে যজ্ঞালয়ে যান। তখন উপাসনারত মেঘনাদকে হত্যার উদ্দেশ্যে লক্ষ্মণ অস্ত্রসাজে সজ্জিত হয়ে এসে যুদ্ধের কথা বললে মেঘনাদ অসম্মত হন। লক্ষ্মণ বীরের আচরণ না করে যেকোনো প্রকারে মেঘনাদকে হত্যা করে তাঁর উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে চান, যা আসলে কাপুরুষের মতো কাজ। উদ্দীপকেও বলা হয়েছে যুদ্ধের নীতি অনুযায়ী নিরস্ত্র মানুষকে হত্যা কাপুরুষোচিত কাজ। সুতরাং, প্রশ্নোল্লিখিত উক্তিটি উদ্দীপক ও 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার আলোকে যথাযথ।

প্রশ্ন ▶ ৫ সাদ্দাম হোসেন ইরাকের লৌহমানব ছিলেন। ইরাককে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন। তিনি ন্যাটো বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে দ্বিধা করেননি। যদিও যুদ্ধে হেরেছেন তারপরও সামনের দিকে এগিয়ে গেছেন। তাঁর যুদ্ধ নিয়ে মতভেদ থাকলেও তিনি পৃথিবীর মানুষকে দেখিয়ে দিয়ে গিয়েছেন মাতৃভূমি রক্ষার জন্যে শত্রুর সঙ্গে কোনো আপস নয়।
[রা. বো. ১৬ | প্রশ্ন নম্বর-৪; আদর্শ মহাবিদ্যালয়, দিনাজপুর | প্রশ্ন নম্বর-৪]

ক. বিভীষণের মায়ের নাম কী? ১

খ. "শাস্ত্রে বলে, গুণবান— যদি পরজন,
গুণহীন স্বজন, তথাপি নির্গুণ স্বজন
শ্রেয়ঃ পরঃ পরঃ সদা"— বুঝিয়ে দাও। ২

গ. 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার সাথে উদ্দীপকের কোন দিকটির সাদৃশ্য রয়েছে তা আলোচনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের 'সাদ্দাম' হোসেনের সাথে 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় মেঘনাদের চরিত্রটি প্রতিফলিত হয়েছে— স্বীকার করো কী? আলোচনা করো। ৪

Teachingbd24.com

৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক বিভীষণের মায়ের নাম— নিকষা।

খ 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় মেঘনাদের জবানিতে প্রকাশ পেয়েছে। গুণবান পরজনের চেয়ে নির্গুণ স্বজনই শ্রেয়, কেননা পরজন গুণবান হলেও সর্বদা পরই থেকে যায়।

স্বজন চিরকালই আপন। বিপদে-আপদে স্বজনরা যদি গুণহীনও হয় তবু তারা আপনজনদের জন্যে ত্যাগ স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হয় না। অপরদিকে পরজন অনেক গুণে গুণান্বিত হলেও আপনজনের মতো অতটা স্বতফূর্তভাবে উপকার করে না বরং ক্ষেত্রবিশেষে ক্ষতির আশঙ্কা থাকে। তাই মেঘনাদ বিশ্বাস করেন গুণবান পরজন অপেক্ষা নির্গুণ স্বজন শ্রেয়।

গ মতভেদ থাকা সত্ত্বেও মাতৃভূমির প্রতি ভালোবাসা, বীরত্ব, সাহসিকতা এবং আপসহীনতার দিক থেকে 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতা এবং উদ্দীপকটি সাদৃশ্যপূর্ণ।

'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় মেঘনাদ মানবীয় গুণের অপূর্ব আধার। তিনি সৎ, নির্ভীক, বীর, দেশপ্রেমিক, ধার্মিক। কর্ম ও কাজ থেকে আমরা তাঁর বীরত্বের পরিচয় পাই। তিনি অরিন্দম, বাসববিজয়ী, লঙ্কাবাহিনীর সেনাপতি, দেশপ্রেমিক হিসেবেও তিনি অনন্য। যেকোনো মূল্যে তিনি লঙ্কার মান সমুন্নত রাখতে সচেষ্ট। আবার লক্ষ্মণ অনাকাঙ্ক্ষিত আক্রমণ করলে তিনি অস্ত্রাগার থেকে অস্ত্র এনে লক্ষ্মণের যুদ্ধের ইচ্ছা মেটানোর প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। উদ্দীপকের সাদ্দাম হোসেন অনেকটা তেমনই।

উদ্দীপকের সাদ্দাম হোসেনের যুদ্ধ নিয়ে মতভেদ রয়েছে সত্যি কিন্তু ইরাককে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দেশ করতে তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করে গেছেন, যা তাঁর দেশপ্রেমের অনন্য বহিঃপ্রকাশ। মেঘনাদের মতো তাঁর সাহসিকতাও অনন্য। একটি সাধারণ দেশ হওয়া সত্ত্বেও তিনি বিশাল ন্যাটো বাহিনীর মোকাবিলা করার সাহস দেখিয়েছেন। যুদ্ধে পরাজিত হয়েছেন কিন্তু আপস করেননি। এসব দিক থেকে তিনি মেঘনাদের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ উদ্দীপকের সাদ্দাম হোসেন চরিত্রটিতে 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার মেঘনাদ চরিত্রটির প্রতিফলনের বিষয়টি আমি স্বীকার করি।

'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় মেঘনাদ বীরত্বের প্রতিকৃতি। তিনি মানবিক গুণের ধারক। সততা, ধর্মনিষ্ঠা, বীরত্ব, সাহসিকতা, দেশপ্রেম তাঁর চরিত্রের প্রধান দিক। তার এ দেশাত্মবোধের দিকটি উদ্দীপকের সাদ্দাম হোসেনের মাঝেও লক্ষিত হয়।

উদ্দীপকে আমরা সাদ্দাম হোসেনের মাঝে মেঘনাদ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাই। সাদ্দাম হোসেন একজন দেশপ্রেমিক, তিনি ইরাককে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছেন। এছাড়া ন্যাটো বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ তাঁর সাহসিকতার পরিচয় বহন করে। অন্যদিকে দেশের স্বার্থকে গুরুত্ব দেওয়ায় তিনি কোনো অবস্থাতে শত্রুবাহিনীর সঙ্গে আপস করেননি। মেঘনাদ চরিত্রের সঙ্গে সাদ্দাম হোসেনের চরিত্রগত মিল তাই অনস্বীকার্য।

'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় মেঘনাদকে দেশাত্মবোধে উজ্জিবীত এক বীর হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। উদ্দীপক সম্পর্কিত উপর্যুক্ত আলোচনায় সাদ্দাম হোসেন ও মেঘনাদ চরিত্রের যে মিল লক্ষ করা যায় তা প্রশ্নোল্লোখিত বক্তব্যকে সমর্থন করে নিঃসন্দেহে।

প্রশ্ন ▶ ৬ "নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়
যখন শকুন নেমে আসে এই সোনার বাংলায়;
নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়
যখন আমাদের দেশ ছেয়ে যায় দালালেরই আলখাল্লায়;
নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়।" *[দি. বো. ১৬। প্রশ্ন নম্বর-৪]*

ক. 'স্থাণু' অর্থ কী? ১
খ. মেঘনাদ যজ্ঞাগারে বিষাদ অনুভব করেছিলেন কেন? ২
গ. উদ্দীপকের চতুর্থ পঙ্ক্তির সাথে 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার সম্পর্ক নির্ণয় করো। ৩
ঘ. 'নূরলদীন ও মেঘনাদ উভয়ের মধ্যে দেশপ্রেমিকের নিদর্শন রয়েছে।'— বিশ্লেষণ করো। ৪

৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক 'স্থাণু' অর্থ— নিশ্চল।

খ হত্যাকারী লক্ষ্মণের সঙ্গে নিজ পিতৃব্য বিভীষণকে দেখতে পাওয়ায় মেঘনাদ যজ্ঞাগারে বিষাদ অনুভব করেছিলেন।

নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে মেঘনাদ যখন যজ্ঞ করছিলেন তখন সেখানে অনুপ্রবেশ ঘটে লক্ষ্মণের। লক্ষ্মণের উদ্দেশ্য মেঘনাদকে হত্যা করা। নিরস্ত্র মেঘনাদকে যুদ্ধে আহ্বান করেন লক্ষ্মণ। এমন অবস্থায় মেঘনাদ যজ্ঞাগারে প্রবেশদ্বারে পিতৃব্য বিভীষণকে দেখতে পান। মুহূর্তে বিভীষণের ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাকতা মেঘনাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আর তাই মেঘনাদ যজ্ঞাগারে বিষাদ অনুভব করেছিলেন।

গ উদ্দীপকের চতুর্থ পঙ্ক্তিটি 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় বর্ণিত বিভীষণের বিশ্বাসঘাতকতা এবং দেশদ্রোহিতার বিষয়টির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

উদ্দীপকের চতুর্থ চরণটিতে বলা হয়েছে— 'যখন আমাদের দেশ ছেয়ে যায় দালালেরই আলখাল্লায়' কথাটিতে প্রতীকের মাধ্যমে আমাদের দেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় যারা দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে রাজাকার, আলবদর বাহিনী গড়ে তোলে, তাদেরকে দালাল হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে এদেশেরই কিছু মানুষ পাকিস্তানি বাহিনীর দালালি করে তাদের স্বদেশি মানুষকে হত্যা করে। এক কথায় একে বিশ্বাসঘাতকতা ও দেশদ্রোহিতা বলা যায়।

'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় বিভীষণও একজন দেশদ্রোহী ও বিশ্বাসঘাতক। নিজ রাজ্য লঙ্কার বিরুদ্ধে গিয়ে তিনি রামের পক্ষালম্বন করেন এবং নিজ ভ্রাতুষ্পুত্র মেঘনাদকে হত্যা করতে লক্ষ্মণকে সহযোগিতা করেছেন। এই বিশ্বাসঘাতকতা নিঃসন্দেহে উদ্দীপকে বর্ণিত দালালদের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের চতুর্থ পঙ্ক্তিটি বিশ্বাসঘাতকতা ও দেশদ্রোহিতার দিক থেকে 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

ঘ 'নূরলদীন ও মেঘনাদ উভয়ের মধ্যে দেশপ্রেমিকের নিদর্শন রয়েছে'— 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' ও উদ্দীপকের আলোকে উক্তিটি যথার্থ।

'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় রাবণপুত্র মেঘনাদ সকল মানবীয় গুণের ধারক রূপে উপস্থাপিত। জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতিসত্তার সংহতির প্রতি অনুরাগ লক্ষ করি তাঁর চরিত্রে। ধর্মবোধও তাঁর মাঝে স্পষ্ট। তবে সবকিছু ছাড়িয়ে তিনি স্মরণীয় হয়েছেন দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ও দেশদ্রোহিতার বিরুদ্ধে ঘৃণা প্রকাশের মাধ্যমে।

উদ্দীপকের নূরলদীনও তেমনি একজন দেশপ্রেমিক এবং দেশের জন্যে আত্মনিবেদনকারী ব্যক্তিত্ব। এজন্যে যখনই দেশের মানুষের ওপর শকুনরূপ পাকবাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে তখন নূরলদীনের কথা মনে পড়ে। আবার যখন দালালের আলখাল্লায় দেশ ছেয়ে যায়, তখনো মনে পড়ে নূরলদীনের বীরত্ব ও দেশপ্রেমের কথা। সর্বোপরি উদ্দীপকের নূরলদীন দেশাত্মবোধের চেতনাসঞ্চারী এবং ঐতিহাসিক চরিত্র।

উপর্যুক্ত আলোচনা শেষে বলা যায়, 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় মেঘনাদ একজন আদর্শ চরিত্র। যিনি একাধারে সৎ, নির্ভীক, বীর ও দেশপ্রেমিক। দেশমাতৃকার প্রশ্নে তাঁর আপসহীন মানসিকতার জন্যে তিনি নিজ পিতৃব্য বিভীষণকে পর্যন্ত ভর্ৎসনা করেন। অন্যদিকে উদ্দীপকের নূরলদীনও মেঘনাদের মতোই একজন দেশপ্রেমিক চরিত্র। তাই 'নূরলদীন ও মেঘনাদ উভয়ের মধ্যে দেশপ্রেমিকের নিদর্শন রয়েছে'— উক্তিটি সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ৭ স্বাধীনতার অগ্রনায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে সাড়া দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে এ দেশের আপামর জনতা। মুক্তিযুদ্ধের বীর সেনানীদের শৌর্য, বীর্য, সাহসিকতা, কর্তব্যনিষ্ঠা, দেশপ্রেম ও ত্যাগের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি স্বাধীনতা। মুক্তিযুদ্ধে শহিদ বীরযোদ্ধারা জীবনের বিনিময়ে আমাদের দিয়ে গেলেন লাল সবুজের পতাকা। *[ব. বো. ১৬। প্রশ্ন নম্বর-৪; নেত্রকোণা সরকারি কলেজ। প্রশ্ন নম্বর-৫]*

ক. লক্ষ্মণের মায়ের নাম কী? ১
খ. 'প্রফুল্ল কমলে কীটবাস?'— বুঝিয়ে দাও। ২
গ. উদ্দীপকের মুক্তিযোদ্ধাদের কোন কোন বৈশিষ্ট্য 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় মেঘনাদের চরিত্রের সঙ্গে তুলনীয়? আলোচনা করো। ৩
ঘ. 'দেশপ্রেম প্রকৃত বীরের ধর্ম'— উদ্দীপক ও 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতা অনুসরণে বিশ্লেষণ করো। ৪

৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক লক্ষ্মণের মায়ের নাম সুমিত্রা।

খ 'প্রফুল্ল কমলে কীটবাস' বলতে মনোহর লঙ্কাপুরীতে শত্রু লক্ষ্মণের অনাকাঙ্ক্ষিত প্রবেশ ও অবস্থানকে বোঝানো হয়েছে।

যুদ্ধযাত্রার পূর্বে মেঘনাদ নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে যজ্ঞ করতে গেলে লক্ষ্মণ তাঁকে নিরস্ত্র অবস্থায় হত্যা করতে উদ্যত হন। মেঘনাদ এও বুঝতে পারেন যে তাঁর কাকা বিভীষণই লক্ষ্মণকে যজ্ঞাগারে প্রবেশে সহযোগিতা করেছেন। তাই তিনি কাকাকে উদ্দেশ্য করে বিস্ময় প্রকাশ করেন যে, কীটতুল্য লক্ষ্মণ কীভাবে লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করলেন। তাঁর মতে, লক্ষ্মণের লঙ্কাপুরীতে অনুপ্রবেশ প্রফুল্ল কাননে কীটের বসবাসের সঙ্গেই তুলনীয়।

গ মাতৃভূমির প্রতি ভালোবাসা, বীরত্ব, সাহসিকতা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যে মুক্তিযোদ্ধারা 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার মেঘনাদের সঙ্গে তুলনীয়।

বাসববিজয়ী মেঘনাদ বীরত্বের এক অনুপম দৃষ্টান্ত। তিনি কথা ও কাজে মাতৃভূমির প্রতি ভালোবাসা ব্যক্ত করেছেন। জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব ও জাতিসত্তার সংহতির বিষয়টিও তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বিভীষণের দেশদ্রোহিতাকে মেঘনাদ তীব্রভাবে ঘৃণা করেছেন। তাছাড়া নিরস্ত্র অবস্থাতেও লক্ষ্মণের আক্রমণে সাহস না হারিয়ে তিনি লক্ষ্মণের এমন আক্রমণকে কাপুরুষোচিত বলে অভিহিত করেছেন। উদ্দীপকের মুক্তিযোদ্ধাদের মাঝেও এমন বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকে দেখি, মুক্তিযোদ্ধারা বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। নিজেদের শৌর্য, বীর্য, সাহসিকতা, কর্তব্যনিষ্ঠা, দেশপ্রেম ও ত্যাগের বিনিময়ে অর্জন করেছেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব। আর এ কারণেই মাতৃভূমির প্রতি ভালোবাসা, বীরত্ব, সাহসিকতার প্রেক্ষাপটে মুক্তিযোদ্ধাদের বৈশিষ্ট্য 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার মেঘনাদ চরিত্রের সঙ্গে তুলনীয়।

ঘ 'দেশপ্রেম প্রকৃত বীরের ধর্ম' উক্তিটি উদ্দীপক ও 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার আলোকে যথার্থ।

'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় মেঘনাদ একজন যথার্থ বীর। জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব ও জাতিসত্তার সংহতি তাঁর চরিত্রের অন্যতম দিক। দেশের প্রতি ভালোবাসায় তিনি উজ্জীবিত। দেশাত্মবোধের এ দিকটি আলোচ্য উদ্দীপকেও সমানভাবে লক্ষিত হয়।

উদ্দীপকে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের দেশপ্রেমের বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধারা বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে দেশপ্রেমে উজ্জীবিত হয়ে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এই বীর সেনানীদের শৌর্য, বীর্য, সাহসিকতা, কর্তব্যনিষ্ঠা, দেশপ্রেম ও ত্যাগের বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। মুক্তিযোদ্ধারা এমন সাহসিকতার পরিচয় দিতে পেরেছিলেন কারণ, তাঁদেরও ধর্ম ছিল দেশপ্রেম। দেশপ্রেমই তাঁদের উজ্জীবিত করেছে দেশের জন্যে প্রাণ ত্যাগে। প্রাণের বিনিময়ে তাঁরা অর্জন করেন লাল-সবুজের পতাকা।

'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় মেঘনাদ একজন যথার্থ দেশপ্রেমিক ও বীর। তাই পিতৃব্য বিভীষণকে দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র লিপ্ত দেখে ব্যথিত হন। নিজের দেশের গৌরবকে তিনি স্মরণ করিয়ে দেন। বিশ্বাসঘাতকতা ও দেশদ্রোহিতার বিরুদ্ধে প্রকাশ করেন ঘৃণা। উদ্দীপক ও 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় দেশপ্রেমই যে ওই সকল বীরের ধর্ম, তা প্রতীয়মান হয়। সেদিক বিবেচনায় 'দেশপ্রেম প্রকৃত বীরের ধর্ম'— উক্তিটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ৮ "স্বধর্ম যদি গুণহীনও হয়
তবু তা উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্মের চেয়ে শ্রেয়;
স্বধর্মে নিধনও ভালো, কিন্তু পরধর্ম ভয়াবহ।"
[ব. বো. ১৬। প্রশ্ন নম্বর-৪]

ক. "নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ, পরঃ পরঃ সদা!" উক্তিটি কার? ১
খ. গুণবান পরজন অপেক্ষা নির্গুণ স্বজন শ্রেয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকের বক্তব্যের সাথে 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার বক্তব্যের কী মিল পাওয়া যায় লেখো। ৩
ঘ. "উদ্দীপকের মূলভাব 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার মূলভাব একসূত্রে গাঁথা।" উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন করো। ৪

৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক 'নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ, পরঃ পরঃ সদা!'— উক্তিটি মেঘনাদের।

খ 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় মেঘনাদ স্বাজাত্যবোধের দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে গুণবান পরজন অপেক্ষা নির্গুণ স্বজনকে শ্রেয় বলেছেন।

স্বজন চিরকালই আপন। বিপদে-আপদে স্বজনরা যদি গুণহীনও হয় তবু তারা আপনজনের জন্যে সবকিছু করতে পারে। পক্ষান্তরে পরজন যদি অনেক গুণে গুণান্বিত হয় তবু দেখা যায় তার দ্বারা তেমন উপকার পাওয়া যায় না। বরং ক্ষেত্রবিশেষে ক্ষতির আশঙ্কা থাকে। তাই মেঘনাদ বিশ্বাস করেন, গুণবান পরজন অপেক্ষা নির্গুণ স্বজন শ্রেয়।

গ জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব ও জাতিসত্তার সংহতির পরিপ্রেক্ষিতে 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার সঙ্গে উদ্দীপকের বক্তব্যের মিল পাওয়া যায়।

'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় মেঘনাদ বিভীষণের প্রতি যে কথাগুলো বলেছেন তাতে স্বাদেশিকতার উপাদান বর্তমান। বিভীষণ নিজের রাজ্য লঙ্কার পক্ষ ত্যাগ করে রামের অনুসারী হন। এমনকি তিনি শত্রুপক্ষকে সহযোগিতা করে মেঘনাদকে হত্যা করতে লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে আসেন। তাঁর এমন কাজ দেখে মেঘনাদ বলেন— 'গুণবান্ যদি পরজন, গুণহীন স্বজন, তথাপি নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ, পরঃ পরঃ সদা!'

উদ্দীপকেও আমরা দেখি স্বধর্মের প্রতি একনিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। উদ্দীপক অনুসারে— উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্মের চেয়ে স্বধর্ম শ্রেয়। স্বধর্মে অটুট থেকে যদি কিছু ক্ষয়ক্ষতিও হয় তবুও তা পরধর্মের চেয়ে ভালো। কারণ কোনো মানুষের কাছে পরধর্ম ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারে। অর্থাৎ কবিতার মতো উদ্দীপকেও জ্ঞাতিত্ব ও ভ্রাতৃত্বের বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এ কারণেই আমরা দেখি জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, স্বাদেশিকতার পরিপ্রেক্ষিতে কবিতা ও উদ্দীপকের বক্তব্যের মিল বর্তমান।

ঘ কেন্দ্রীয় বক্তব্য অনুসারে "উদ্দীপকের মূলভাব এবং 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার মূলভাব একসূত্রে গাঁথা"— কথাটি যথার্থ।

'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় মেঘনাদ ও বিভীষণের কথোপকথনে দেশপ্রেম, স্বাদেশিকতা, ভ্রাতৃত্ব, জ্ঞাতিত্বের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত হয়েছে। স্বজাতি এবং স্বধর্মের প্রতি গুরুত্বারোপের এ দিকটি উদ্দীপকেও লক্ষিত হয়।

Teachingbd24.com

উদ্দীপকেও স্বধর্মের প্রতি তীব্র অনুরাগ ব্যক্ত হয়েছে। যেখানে বলা হয়েছে স্বধর্ম উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম অপেক্ষা ভালো। নিজ ধর্ম পালন করতে গিয়ে নিধনও মেনে নেয়া যায়। আপন ধর্ম ব্যতীত পরধর্ম পালন ভয়াবহ অপরাধ। অর্থাৎ এখানেও কবিতার মতো ধর্মের উদাহরণের মাধ্যমে জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতিসত্তার সংহতি প্রত্যাশা করা হয়েছে।

'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় বিভীষণ যদিও ধর্ম রক্ষার্থে রামের পক্ষ নিয়েছেন বলে মত দিয়েছেন, কিন্তু যুক্তিবাদী ও স্বদেশপ্রেমে উজ্জীবিত মেঘনাদ তা মানেননি। তাঁর মতে, কোনো ধর্ম জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব ইত্যাদিকে পরিত্যাগ করতে বলে না। তিনি বিশ্বাস করেন গুণবান পরজন অপেক্ষা গুণহীন স্বজন শ্রেয়! উদ্দীপকেও এমনটি বলা হয়েছে। অর্থাৎ উদ্দীপক ও 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় একই বক্তব্যের অনুরণন ফুটে উঠেছে। তাই আমরা বলতে পারি, "উদ্দীপকের মূলভাব ও 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার মূলভাব একসূত্রে গাঁথা"— উক্তিটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ৯ হউক সে মহাজ্ঞানী, মহা ধনবান,
অসীম ক্ষমতা তার অতুল সম্মান...
কিন্তু যে সাধেনি কভু জন্মভূমি হিত
স্বজাতির সেবা যেবা করেনি কিঞ্চিত,
জানাও সে নরাধমে জানাও সত্বর
অতীব ঘৃণিত সে পাষণ্ড বর্বর।

[মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ, টাঙ্গাইল। প্রশ্ন নম্বর-৫]

ক. 'মেঘের ডাক' কে এক কথায় কী বলা হয়? ১

খ. 'প্রফুল্ল কমলে কীটবাস' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২

গ. উদ্দীপকের সাথে 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার কোনো মিল খুঁজে পাও কী? বুঝিয়ে লেখো। ৩

ঘ. 'বিভীষণের রাক্ষসকুল ত্যাগ দেশ বৈরিতার পরিচয়বাহী' —উদ্দীপক ও 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার আলোকে উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক 'মেঘের ডাক' কে এক কথায় জীমূতেন্দ্র বলা হয়।

খ 'প্রফুল্ল কমলে কীটবাস' বলতে মনোহর লঙ্কাপুরীতে শত্রু লক্ষ্মণের অনাকাঙ্ক্ষিত প্রবেশ ও অবস্থানকে বোঝানো হয়েছে।

যুদ্ধযাত্রার পূর্বে মেঘনাদ নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে যজ্ঞ করতে গেলে লক্ষ্মণ তাঁকে নিরস্ত্র অবস্থায় হত্যা করতে উদ্যত হন। মেঘনাদ এও বুঝতে পারেন যে তাঁর কাকা বিভীষণই লক্ষ্মণকে যজ্ঞাগারে প্রবেশে সহযোগিতা করেছেন। তাই তিনি কাকাকে উদ্দেশ্য করে বিস্ময় প্রকাশ করেন যে, কীটতুল্য লক্ষ্মণ কীভাবে লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করলেন। তাঁর মতে, লক্ষ্মণের লঙ্কাপুরীতে অনুপ্রবেশ প্রফুল্ল কাননে কীটের বসবাসের সঙ্গেই তুলনীয়।

গ স্বদেশের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া ব্যক্তিদের ধিক্কার জানানোর দিক থেকে উদ্দীপকটি 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় মেঘনাদ কর্তৃক তারই পিতৃব্য বিশ্বাসঘাতক এবং স্বদেশ ও স্বজাতির সাথে বেঈমানি করা বিভীষণকে ধিক্কার জানানো হয়েছে। রাম-লক্ষ্মণের বাহিনী পুরো লঙ্কা নগরী ঘিরে ফেলে। একে একে বীরবাহু, কুম্ভকর্ণের মতো মহাবীররা রামের বাহিনীর হাতে পরাজিত ও নিহত হলে শেষ ভরসা হিসেবে আবির্ভূত হয় মেঘনাদ। কিন্তু বিভীষণের সহায়তায় রামানুজ লক্ষ্মণ যজ্ঞাগারে গিয়ে অসহায় অবস্থায় মেঘনাদকে হত্যা করে। মৃত্যুর আগে নিজের পিতৃব্যকে লক্ষ্মণের পাশে দেখে স্বজাতির সাথে বেঈমানি করা লোকটিকে সে চরম ঘৃণাভরে ধিক্কার জানায়।

উদ্দীপকে স্বদেশপ্রেমহীন মানুষের প্রতি ধিক্কার ফুটে উঠেছে। স্বদেশপ্রেমহীন ব্যক্তি জ্ঞানী-গুণী, ধনী-মানী যাই হোক না কেন, তার জীবনের কোনো সার্থকতা নেই। উদ্দীপকের কবিতাংশের কবি এহেন লোককে নির্দ্বিধায় পাষণ্ড ও বর্বর বলে আখ্যায়িত করেছেন। প্রায় একইভাবে রাবণের ভাই হওয়া সত্ত্বেও বিভীষণ কর্তৃক রামানুজ লক্ষ্মণের সহযোগী হিসেবে কাজ করাকে মেঘনাদ মানতে পারেনি। স্বীয় পিতৃব্যকে সে ঘৃণাভরে ধিক্কার জানায়।

ঘ বিভীষণের রাক্ষসকুল ত্যাগ দেশ বৈরিতার পরিচয়বাহী উক্তিটি যথার্থ।

'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় বিভীষণ লঙ্কার যুদ্ধে শত্রুর পক্ষ অবলম্বন করেন। তিনি ভ্রাতুষ্পুত্র মেঘনাদকে হত্যার জন্য শত্রুসেনার হাতে তুলে দেন। বিভীষণ তাঁর দেশ, জাতি, গোত্র সবকিছু ভুলে রামের আজ্ঞাবহ দাসে পরিণত হন। তিনি পথ দেখিয়ে লক্ষ্মণকে লঙ্কাতে নিয়ে আসেন মেঘনাদকে হত্যার জন্য। তাঁর সাহায্য ছাড়া হয়তোবা এত সহজে রাক্ষসপুরীতে ঢুকতে পারতেন না লক্ষ্মণ।

উদ্দীপকে স্বদেশপ্রেমহীন মানুষের কথা বর্ণিত হয়েছে। এখানে দেশপ্রেমহীন জ্ঞানী গুণী ও ধনসম্পদের অধিকারী মানুষকে ধিক্কার জানানো হয়েছে। স্বদেশের বিরুদ্ধে যারা অবস্থান নেন তারা অসীম ক্ষমতাবান হলেও তারা ঘৃণিত।

কবিতায় বিভীষণ রাক্ষসকুল ত্যাগ করে। নিজের স্বজনদের ত্যাগ করে শত্রুপক্ষ অবলম্বন করা মূলত দেশদ্রোহিতার সামিল। জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব ত্যাগ করে বিভীষণ তার মাতৃভূমির সাথেই বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। বিভীষণের সহায়তায় লক্ষ্মণ অসহায় অবস্থায় মেঘনাদকে হত্যা করে। স্বজাতির সাথে এ বেইমানির কারণেই লঙ্কার যুদ্ধে তার স্বজাতিরা পরাজয় লাভ করে। তাই মেঘনাদ তাকে দেশদ্রোহী বলে অত্যন্ত ঘৃণাভরে ধিক্কার জানান। যা উদ্দীপকেও দেখা যায়। সুতরাং বলা যায়, বিভীষণের রাক্ষসকুল ত্যাগ দেশ বৈরিতার পরিচয়বাহী।

প্রশ্ন ▶ ১০ প্রাচীন গ্রিস প্রজাতন্ত্রী নগর রাষ্ট্র ছিল। জুলিয়াস সিজার একজন সফল সেনাপ্রধান ছিলেন। কালক্রমে জুলিয়াস সিজার একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন। তার এ নীতির সমর্থন দেন তার স্নেহ ভাজন ব্রুটাস। পরবর্তীতে সিনেটররা রাষ্ট্রের কল্যাণার্থে সিজারকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করে। ব্রুটাস তখন ষড়যন্ত্রকারীদের সাথে যোগ দেয়। নিরস্ত্র সিজারকে সিনেটররা একের পর এক ছুরিকাঘাত করতে থাকে। যখন তার প্রিয় ব্রুটাস তাকে ছুরিকাঘাত করে তখন সিজার হতবাক হয়ে বলে, 'Et tu, Brute?' অর্থ: 'ও ব্রুটাস, তুমিও?'

[উৎস: https://unknownworldbd.wordpress.com]

[রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ। প্রশ্ন নম্বর-৫]

ক. 'সৌমিত্রি' কে? ১

খ. 'নাহি শিশু লঙ্কাপুরে শুনি না হাসিবে এ কথা!'— কোন কথা? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে প্রকাশিত ব্রুটাসের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সাথে 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় প্রকাশিত বিভীষণের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের তুলনা করো। ৩

ঘ. প্রমাণ কর, 'কিছুটা মিল থাকলেও সিজার মেঘনাদের প্রতিনিধি নয়।'— বিশ্লেষণ করো। ৪

১০ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক সৌমিত্রি হলেন লক্ষ্মণ।

খ অস্ত্রহীন যোদ্ধাকে যুদ্ধে আহ্বান করার কথা শুনলে লঙ্কাপুরের শিশুরাও হাসবে।

যুদ্ধযাত্রার পূর্বে মেঘনাদ নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে যজ্ঞ করতে আসে। এসে সে শত্রু লক্ষণেকে দেখতে পায় যে কীনা পিতৃব্য বিভীষণের সহায়তায় যজ্ঞাগারে প্রবেশ করতে পেরেছে। কপট লক্ষ্মণ সেখানেই নিরস্ত্র মেঘনাদকে যুদ্ধে আহ্বান করে বসে। তখন মেঘনাদ বিভীষণকে লক্ষ করে বলে যে নিরস্ত্র যোদ্ধাকে যুদ্ধে আহ্বান করার কথা শুনলে তো লঙ্কাপুরের শিশুরাও হেসে ফেলবে।

Teachingbd24.com

গ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে উদ্দীপকের ব্রুটাসের সাথে 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার বিভীষণের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য উভয়ই বিদ্যমান।

আলোচ্য কবিতার বিভীষণ রাবণের অনুজ এবং মেঘনাদের পিতৃব্য। রাম-রাবণের যুদ্ধে সে ভাইয়ের পক্ষ ছেড়ে রামের পক্ষ নিয়েছিলেন।

উদ্দীপকের জুলিয়াস সিজার গ্রিসে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে স্নেহভাজন ব্রুটাস তাকে সমর্থন জানায়। কিন্তু পরবর্তীতে সে সিজারের পক্ষ ত্যাগ করে সিনেটরদের সাথে সিজারকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রে যোগ দেয়। নিরস্ত্র সিজারকে সিনেটররা এলোপাতাড়ি ছুরিকাঘাত করার সময় ব্রুটাসও তাতে অংশ নেয়। এদিকে, আলোচ্য কবিতার বিভীষণও ব্রুটাসের মতো বিশ্বাসঘাতকতা করেন। তিনি ভ্রাতৃপুত্র মেঘনাদকে হত্যা করার জন্যে শত্রুপক্ষ লক্ষ্মণকে সহায়তা করেছিলেন। আপনজনের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার দিক থেকে সাদৃশ্য থাকলেও বিশ্বাসঘাতকতার মূলে তাদের যে ভাবনা কাজ করে তা ভিন্ন। ব্রুটাস দেশের কল্যাণের কথা চিন্তা করে সিজারের পক্ষ ত্যাগ করেছিল, এদিকে বিভীষণ ধর্ম ও রামের প্রতি ভক্তির দোহাই দিয়ে দেশের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন। এদিকটিই তাদেরকে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ করে।

ঘ 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার মেঘনাদের সাথে উদ্দীপকের সিজারের কিছু মিল থাকলেও তাকে মেঘনাদের প্রতিনিধি বলা চলে না।

আলোচ্য কবিতার রাবণপুত্র মেঘনাদ বীরযোদ্ধা। সে সাহসী ও দেশপ্রেমিক। সে এক ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে প্রাণ হারিয়েছিল।

উদ্দীপকের সিজার গ্রিসের একজন সফল সেনাপ্রধান ছিল। গ্রিসে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে সিনেটররা তাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করে। তার স্নেহভাজন ব্রুটাসও বিশ্বাসঘাতকতা করে এ ষড়যন্ত্রে যোগ দেয়। নিরস্ত্র অবস্থায় এলোপাতাড়ি ছুরিকাঘাতে তার মৃত্যু ঘটে। এদিকে, আলোচ্য কবিতার মেঘনাদ পিতৃব্য বিভীষণের বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হয়ে শত্রুপক্ষ লক্ষ্মণের হাতে নিহত হয়।

'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার মেঘনাদ দেশপ্রেমে উজ্জীবিত এক অসম সাহসী যোদ্ধা। মাতৃভূমি লঙ্কা যখন রামচন্দ্র কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে ক্ষতবিক্ষত, তখন সে সেই মহাযুদ্ধের সেনাপতি হিসেবে অবতীর্ণ হয়। যুদ্ধযাত্রার পূর্বে নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে পূজা করতে গেলে বিভীষণের ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতায় নিরস্ত্রভাবে সে লক্ষ্মণ কর্তৃক নিহত হয়। উদ্দীপকের সিজারও প্রিয়জনের বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হওয়ায় সে মেঘনাদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়। কিন্তু মেঘনাদের মাঝে যে দেশপ্রেম ছিল তা সিজারের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না। দেশের জন্যে যুদ্ধে নয়, সিজারের মৃত্যু হয়েছিল নিজের ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রত্যাশায় একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠাকে ঘিরে হওয়া ষড়যন্ত্রের ফলে। এসব দিক বিবেচনায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটিকে যথার্থ বলা যায়।

প্রশ্ন ▶ ১১ ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাতে পাকিস্তান হানাদার বাহিনী নিরস্ত্র বাঙালির উপরে অতর্কিত হামলা চালায়। পাকিস্তান হানাদার বাহিনীকে সহায়তা করেছিল রাজাকার-আলবদররা।

[রংপুর ক্যাডেট কলেজ; । প্রশ্ন নম্বর-৫]

ক. 'প্রগলভে' শব্দের অর্থ কী? ১

খ. 'স্থাপিলা বিধুরে বিধি স্থানুর ললাটে'— বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত রাজাকারের ভূমিকার সাথে 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ'-এর কার কর্মকাণ্ডের সাথে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'নিরস্ত্র মানুষ হত্যা কাপুরুষোচিত।'— উদ্দীপক ও 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার আলোকে পর্যালোচনা করো। ৪

১১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক 'প্রগলভে' শব্দের অর্থ নির্ভীক চিত্তে।

খ 'স্থাপিলা বিধুরে বিধি স্থানুর ললাটে' বলতে বোঝানো হয়েছে বিধাতা চাঁদকে নিশ্চল আকাশে স্থাপন করেছেন।

নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে মেঘনাদের সঙ্গে কথোপকথনে বিভীষণ নিজেকে রাঘবদাস হিসেবে অভিহিত করেন। একথা শুনে মেঘনাদ বিভীষণকে তাঁর নিজের বংশমর্যদার কথা স্মরণ করিয়ে দেন। তাঁর মতে, বিধাতা যেমন চাঁদকে মাটি থেকে অনেক ওপরে নিশ্চল আকাশে স্থাপন করেছেন, তেমনই তাঁদের বংশমর্যাদা অনেকের চেয়ে উচ্চে অবস্থিত। এমন মর্যাদা ছেড়ে বিভীষণ কীভাবে নিজেকে রাঘবদাস বলেন তা মেঘনাদের কাছে বিস্ময়ের মনে হয়।

গ যুদ্ধনীতি ভঙ্গ করা, দেশদ্রোহিতা এবং নিরস্ত্র মানুষকে হত্যায় সহযোগিতা করার দিক থেকে উদ্দীপকের রাজাকার, আল-বদর বাহিনী এবং বিভীষণের ভূমিকা সাদৃশ্যপূর্ণ।

'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় বিভীষণ যুদ্ধনীতি ভঙ্গ করেছেন। তিনি লঙ্কারাজ রাবণের ভাই হওয়া সত্ত্বেও রাবণের শত্রু রামের পক্ষ নিয়েছেন। এমনকি নিজের নিরস্ত্র ভ্রাতুষ্পুত্র মেঘনাদকে হত্যায় লক্ষ্মণকে সহযোগিতা করেছেন। অর্থাৎ বিভীষণ একই সঙ্গে দেশদ্রোহী, বিশ্বাসঘাতক, যুদ্ধনীতি ভঙ্গকারী এবং নিরস্ত্র মানুষকে হত্যায় সহযোগী। উদ্দীপকে বর্ণিত এদেশীয় দোসররাও একই রকম বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।

উদ্দীপকে দেখি পাকিস্তানি দখলদার বাহিনী এদেশের নিরস্ত্র মানুষের ওপর যে নির্যাতন ও গণহত্যা চালিয়েছিল তাতে এদেশীয় দোসররা সহযোগিতা করে। রাজাকার, আল-বদর দলভুক্ত এসকল নরপশু সেদিন চূড়ান্ত পাশবিকতার পরিচয় দেয়। যুদ্ধনীতির বিরোধিতা করে তারা এদেশের নিরস্ত্র মানুষ হত্যাযজ্ঞে মেতে ওঠে। এদিক থেকে রাজাকার, আলবদর বাহিনীর কর্মকাণ্ড 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার বিভীষণের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ নিরস্ত্র মানুষের ওপর হামলা চালানো কাপুরুষোচিত— উদ্দীপক ও 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার আলোকে এ উক্তিটির যথার্থতা বিদ্যমান।

নিরস্ত্র মানুষের ওপর হামলা চালালে ওই নিরস্ত্র মানুষটির মৃত্যু অবধারিত। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে দুই পক্ষকেই সমান হতে হয়। একপক্ষ যদি অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত হয় আর অপরপক্ষ যদি অস্ত্রহীন হয় তাহলে সেখানে যুদ্ধ হয় না, হয় অন্যায়। আর অস্ত্রহীন মানুষের ওপর হামলা চালানো কোনো বীরোচিত কাজ নয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এদেশের কিছু বিশ্বাসঘাতক মানুষের সহায়তায় নিরস্ত্র বাঙালির ওপর হামলা চালায়। ১৯৭১ সালের যুদ্ধে পাকিস্তানিরা বাঙালির কাছে পরাজিত হয়েছিল। যদি তারা নিরস্ত্র মানুষের ওপর হামলা না চালাত তাহলে হয়তো ৩০ লক্ষ মানুষকে শহিদ হতে হতো না। প্রায় একই পরিস্থিতি দেখা যায় 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায়।

মেঘনাদ রাক্ষসদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বীর। রাম এবং রাবণের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হলে যুদ্ধে বিজয়লাভের জন্যে মেঘনাদ দেবতার আরাধনা করতে যজ্ঞালয়ে যান। তখন উপাসনারত মেঘনাদকে হত্যার উদ্দেশ্যে লক্ষ্মণ অস্ত্রসাজে সজ্জিত হয়ে এসে যুদ্ধের কথা বললে মেঘনাদ অসম্মত হন। লক্ষ্মণ বীরের আচরণ না করে যেকোনো প্রকারে মেঘনাদকে হত্যা করে তাঁর উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে চান, যা আসলে কাপুরুষের মতো কাজ। উদ্দীপকেও বলা হয়েছে যুদ্ধের নীতি অনুযায়ী নিরস্ত্র মানুষকে হত্যা কাপুরুষোচিত কাজ। সুতরাং, প্রশ্নোল্লিখিত উক্তিটি উদ্দীপক ও 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার আলোকে যথাযথ।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ১২ হউক সে মহাজ্ঞানী, মহা ধনবান,
অসীম ক্ষমতা তার অতুল সম্মান।
হউক বৈভব তার সমসিন্ধু জল।
হউক প্রতিভা তার অক্ষুণ্ণ-উজ্জ্বল।
হউক তাহার বাস রম্য হর্ম্য মাঝে,
থাকুক সে মণিময় মহামূল্য সাজে।
কিন্তু যে সাধেনি কভু জন্মভূমি হিত,
স্বজাতির সেবা সে করেনি কিঞ্চিৎ,
অতীব ঘৃণিত সে পাষণ্ড বর্বর।

[সিলেট ক্যাডেট কলেজ । প্রশ্ন নম্বর-৫]

ক. রাজার আলয়ে কাকে বসানো হয়েছে? ১
খ. কিন্তু বৃথা গঞ্জি তোমা হেন সহবাসে/হে পিতৃব্য, বর্বরতা কেন না শিখিবে? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের সঙ্গে 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার বৈসাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি বর্ণনা করো। ৩
ঘ. 'অতীব ঘৃণিত সে পাষণ্ড বর্বর।'— উক্তিটি বিশ্লেষণ করো। —উদ্দীপক আর 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার আলোকে বর্ণনা করো। ৪

১২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক রাজার আলয়ে চণ্ডালকে বসানো হয়েছে।

খ উল্লিখিত উক্তিটি মেঘনাদ বিভীষণের উদ্দেশ্যে করেছেন।

মেঘনাদ বিভীষণকে বিভিন্নভাবে ভর্ৎসনা করলে সে জানায় যে, লঙ্কার রাজার কর্মদোষে আজ সোনার লঙ্কার এই পরিণতি। এ কথা শুনে মেঘনাদ জানতে চায় কোন ধর্মবলে সে দেশ-জাতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। পরবর্তীতে সে আক্ষেপ করে বলে বিভীষণকে ভর্ৎসনা করাটা বৃথা। লক্ষ্মণের মতো কপট ও হীন ব্যক্তির সাহচার্যে থাকার কারণেই বিভীষণ বিশ্বাসঘাতকতার মতো বর্বরতা শিখেছে।

গ 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় মেঘনাদের দেশাত্মবোধ তাকে সকলের কাছে বরণীয় করে তুললেও উদ্দীপকে দেশপ্রেমহীনতার কারণে ঘৃণিত চরিত্রের স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে।

বাসব বিজয়ী মেঘনাদ বীরত্বের এক অনুপম দৃষ্টান্ত। জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব ও জাতিসত্তার সংহতির বিষয়টিও তার চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় তিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করতেও দ্বিধাবোধ করেন না। কবিতায় মেঘনাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে গভীর দেশপ্রেম ও স্বজাতির প্রতি ভালোবাসা।

উদ্দীপকে স্বদেশপ্রেমহীন মানুষের প্রতি ধিক্কার ফুটে উঠেছে। স্বদেশপ্রেমহীন ব্যক্তি জ্ঞানী-গুণী, ধনী-মানী যাই হোক না কেন, তার জীবনের কোনো সার্থকতা নেই। উদ্দীপকে কবি এরূপ লোককে নির্দ্বিধায় পাষণ্ড ও বর্বর বলে আখ্যায়িত করেছেন। কিন্তু কবিতায় স্বদেশপ্রেমে উজ্জীবিত মেঘনাদের চরিত্র চিত্রায়ন করা হয়েছে। তিনি ছিলেন সত্যিকারের বীরযোদ্ধা। এ ধরনের মানুষ যে দেশপ্রেম ও স্বজাতির জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ করতে দ্বিধা করেন না সে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে কবিতায়। সুতরাং এ দিক থেকে উদ্দীপকের সঙ্গে 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

ঘ 'অতীব ঘৃণিত সে পাষণ্ড বর্বর'— উক্তিটি উদ্দীপক আর 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার আলোকে যুক্তিযুক্ত।

'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় মেঘনাদ কর্তৃক তারই পিতৃব্য বিশ্বাসঘাতক এবং স্বদেশ ও স্বজাতির সঙ্গে বেইমানি করা বিভীষণকে ধিক্কার জানানো হয়েছে। বিভীষণের সহায়তায় রামানুজ লক্ষ্মণ যজ্ঞাগারে গিয়ে অসহায় অবস্থায় মেঘনাদকে হত্যা করে। মৃত্যুর আগে নিজের পিতৃব্যকে লক্ষ্মণের পাশে দেখে স্বজাতির সঙ্গে বেইমানি করা লোকটিকে সে চরম ঘৃণাভরে ধিক্কার জানায়।

উদ্দীপকে উল্লিখিত উক্তিটিতে স্বদেশপ্রেমহীন মানুষের কথা বর্ণিত হয়েছে। এখানে দেশপ্রেমহীন জ্ঞানী-গুণী ও ধনসম্পদের অধিকারী মানুষকে ধিক্কার জানানো হয়েছে। স্বদেশের বিরুদ্ধে অবস্থানকারীদের ঘৃণিত ও বর্বর বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে উদ্দীপকে।

উদ্দীপকে স্বদেশপ্রেমহীন মানুষের কথা এবং তাদের প্রতি ধিক্কার জানানো হয়েছে। মেঘনাদের জবানিতে বিভীষণের সাথেও একই ঘটনা ঘটেছে। স্বদেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা পিতৃব্য বিভীষণের প্রতি তিনি কোনো সহানুভূতি প্রদর্শন করেননি। মেঘনাদ বিভীষণের প্রতি ঘৃণা ও ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে। মেঘনাদ বিভীষণের সন্তানতুল্য হলেও তিনি তার স্বজাতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে লক্ষ্মণের হাতে মেঘনাদকে তুলে দেন। তাই কবিতায় মেঘনাদের কণ্ঠে বিভীষণের প্রতি উচ্চারিত হয়েছে প্রচণ্ড ঘৃণা ও ক্ষোভ। উদ্দীপকেও স্বদেশের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ ঘৃণা ও ক্ষোভের প্রতিফলন ঘটেছে।

প্রশ্ন ▶ ১৩ সমস্ত দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে আপনারা ভেবে দেখুন কে বেশি শক্তিমান? একদিকে দেশের সমস্ত সাধারণ মানুষ-অন্যদিকে মুষ্টিমেয় কয়েকজন বিদ্রোহী। তাদের হাতে অস্ত্র আছে, আর আছে ছলনা এবং শঠতা। অস্ত্র আমাদেরও আছে, কিন্তু তার চেয়ে যা বড়, সবচেয়ে যা বড় আমাদের আছে সেই দেশপ্রেম এবং স্বাধীনতা সংকল্প।

[কুমিল্লা ক্যাডেট কলেজ । প্রশ্ন নম্বর-৫]

ক. রাজহংস কোথায় কেলি করে? ১
খ. মেঘনাদকে অরিন্দম বলা হয়েছে কেন? বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. উদ্দীপকটি 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার সাথে কীভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের মূলভাব এবং 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় স্বর্ণলঙ্কার প্রতি মেঘনাদের অনুরাগ একসূত্রে গাঁথা। মন্তব্যটি মূল্যায়ন করো। ৪

১৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক রাজহংস পঙ্কজ কাননে কেলি করে।

খ মেঘনাদ অরি বা শত্রুকে দমন করেছে বলে তাকে অরিন্দম বলা হয়েছে।

রাবণপুত্র মেঘনাদ একজন প্রকৃত বীরযোদ্ধা। সে অরিকে দমন করেছে। 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় মেঘনাদকে অরিন্দম বলা হয়েছে। সাহসী বীর মেঘনাদ যুদ্ধে ইন্দ্রকেও জয় করেছে। শত্রুকে দমন করতে মেঘনাদ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। ভ্রাতা কুম্ভকর্ণ ও পুত্র বীরবাহুর রাম-লক্ষ্মণের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যু হলে রাবণ পরবর্তী যুদ্ধে সেনাপতি হিসেবে মেঘনাদকে বরণ করে নেন। শত্রু হননে সিদ্ধহস্ত বলেই কবি তাকে অরিন্দম নামে আখ্যায়িত করেন।

গ বিদ্রোহীদের শক্তি ও ছলনার চাইতে দেশপ্রেমের শক্তি অনেক বড়— এমন চেতনায় উদ্দীপকটি 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

স্বদেশের প্রতি ভালোবাসা মানুষকে মহৎ ও শক্তিশালী করে তোলে। স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষায় একজন দেশপ্রেমিক প্রাণ বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠিত হয় না। আর স্বদেশকে যারা ভালোবাসে না তারা বিশ্বাসঘাতক, দেশদ্রোহী। উদ্দীপক ও আলোচ্য কবিতায়ও এ বিষয়টি প্রতীকায়িত হয়েছে।

উদ্দীপকে কে বেশি শক্তিমান তা নিরীক্ষাধর্মী দৃষ্টিকোণ থেকে নির্ণয় করা হয়েছে। দেশদ্রোহীদের হাতে অস্ত্র আছে, আর আছে ছলনা, শঠতা, বিশ্বাসঘাতকতা। কিন্তু দেশপ্রেমিক যোদ্ধাদের হাতে অস্ত্রের চাইতেও বড় শক্তি আছে। তা হলো দেশপ্রেম এবং স্বাধীনতা রক্ষার সংকল্প। এমন প্রকৃত দেশপ্রেম ও স্বাধীনতা রক্ষার সংকল্প উচ্চারিত হয়েছে 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায়ও। বিভীষণের মতো দেশদ্রোহীদের ছলনা, শঠতা সত্ত্বেও দেশপ্রেমে উজ্জীবিত হয়ে রাম-লক্ষ্মণের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে কুম্ভকর্ণ ও

https://teachingbd24.com

বীরবাহু। তারা স্বাধীনতা রক্ষায় আত্মবিসর্জন দিলে মেঘনাদ দেশপ্রেমের মহান শক্তিতে লঙ্কার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য দৃঢ় সংকল্পবন্ধ হয়। তার কাছে দেশপ্রেমের তুলনায় বিদ্রোহী শক্তি ও ছলনাকে তুচ্ছ মনে হয়। এমন অকৃত্রিম চেতনা প্রকাশের দিক বিচারে উদ্দীপকটি 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়ে ওঠে।

ঘ স্বদেশ ও স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষায় গভীর প্রেম ও দৃঢ় সংকল্প প্রকাশের দিক দিয়ে উদ্দীপকের মূলভাব এবং আলোচ্য কবিতায় স্বর্ণলঙ্কার প্রতি মেঘনাদের অনুরাগ একসূত্রে গাঁথা।

স্বদেশভূম বা মাতৃভূমির প্রতি ভালোবাসা, অনুরাগ মানুষের মৌলিক মানবীয় গুণ। এ গুণের অধিকারীরা স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষায় জীবন দিতেও দ্বিধাবোধ করে না। তাদের কাছে দেশদ্রোহীদের শক্তিসামর্থ্য, শঠতা, ছলনা, বিশ্বাসঘাতকতা তুচ্ছ মনে হয়। স্বদেশ রক্ষার গভীর অনুরাগে উজ্জীবিত হয়ে তারা কঠিন সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করে। এমন ভাবধারা ও অনুরূপ প্রকাশ পেয়েছে উদ্দীপক ও কবিতার মেঘনাদ চরিত্রে।

উদ্দীপকে দেশপ্রেম ও স্বাধীনতা রক্ষার সংকল্পকে বড় শক্তি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। দেশপ্রেমের শক্তিতে দেশের জনগণকে ঐক্যবন্ধ করে দেশদ্রোহীদের হীনশক্তি, শঠতা, ছলনা ও বিশ্বাসঘাতকতার মোকাবিলায় এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা জোগানো হয়েছে। 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায়ও মেঘনাদ নিজ জন্মভূমি স্বর্ণলঙ্কার প্রতি অনুরক্ত। স্বভূমকে রক্ষার জন্য সে সংকল্পবন্ধ হয়েছে। রাম-রাবণ যুদ্ধে কুম্ভকর্ণ ও বীরবাহুর মৃত্যু হলে রাবণ যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে চাইলে মেঘনাদ নিজেই স্বর্ণলঙ্কার স্বাধীনতা রক্ষার দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করে। এখন রাবণ তাকে সেনাপতি হিসেবে বরণ করে নেন। মেঘনাদের যুদ্ধ প্রস্তুতিকালে বিভীষণ বিশ্বাসঘাতকতা সূত্রে লক্ষ্মণকে স্বর্ণলঙ্কার অভ্যন্তরে নিয়ে আসে মেঘনাদকে হত্যা করার জন্য। তখন মেঘনাদ দেশদ্রোহীর শক্তি ও শঠতাকে তুচ্ছজ্ঞান করে লক্ষ্মণের বিরুদ্ধে লড়াই করার দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করে।

বিশ্বাসঘাতক চাচা বিভীষণ ও লঙ্কার চিরশত্রু লক্ষ্মণের কাপুরুষতার মোকাবিলায় বীরবিক্রমে প্রতিরোধ-সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে চেয়েছে মেঘনাদ। কিন্তু দেশদ্রোহী শক্তি নিরস্ত্র মেঘনাদকে কাপুরুষের মতো হত্যা করে। মেঘনাদের এই আত্মবিসর্জন কেবল নিজ মাতৃভূমি স্বর্ণলঙ্কার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য অকৃত্রিম প্রেম ও অনুরাগেই সম্ভব হয়েছে। যজ্ঞাগারে নিরস্ত্র মেঘনাদ শত্রুর সামনে মাথা নত করেনি। জীবন ভিক্ষা চায়নি। স্বর্ণলঙ্কার প্রতি গভীর অনুরাগে যুদ্ধ করার সংকল্প প্রকাশ করেই বিশ্বাসঘাতকতার চক্রান্তে জীবন বলি দিয়েছে। তাই যৌক্তিকভাবে বলা যায়, "উদ্দীপকের দেশপ্রেমের মূলভাব এবং 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় স্বর্ণলঙ্কার প্রতি মেঘনাদের অনুরাগ একসূত্রে গাঁথা।"— প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি ঐতিহাসিকভাবে সঠিক ও যথার্থ।

প্রশ্ন ▶১৪ পৃথিবীর প্রতিটি দেশে ও সমাজে যতই ন্যায়ধর্ম, ক্ষাত্রধর্ম, মানবিকতা, যুক্তিবাদ-এর আদর্শের কথা বলা হোক না কেন!— এগুলোর বাস্তব প্রকাশ বা কার্যক্রম খুঁজে পাওয়া দুর্লভ। সর্বত্র বিশ্বাসঘাতকতা, কূটকৌশল, অন্যায়-অত্যাচার আর মিথ্যার জয়-জয়কার।

[বরিশাল ক্যাডেট কলেজ। প্রশ্ন নম্বর-৫]

ক. মেঘনাদ কেন বিভীষণকে তিরস্কার করতে চান না? ১

খ. নিজেকে রামচন্দ্রের দাস বলায় মেঘনাদ বিভীষণকে কী কী বিষয় স্মরণ করিয়ে দেয়? তা লেখো। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত বক্তব্য 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কাব্যাংশের সাথে কী সাদৃশ্য বহন করে? বিশ্লেষণ করো। ৩

ঘ. 'সর্বত্র বিশ্বাসঘাতকতা, কূটকৌশল, অন্যায়-অত্যাচার আর মিথ্যার জয়-জয়কার।'— উদ্ধৃতিটি 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতাংশের আলোকে মূল্যায়ন করো। ৪

১৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক বিভীষণ গুরুজন এবং পিতৃতুল্য বলে মেঘনাদ তাঁকে তিরস্কার করতে চান না।

খ রক্ষকুলের ধীর পিতৃব্য বিভীষণ স্বজাতির বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে রামচন্দ্রের দাস বলায় মেঘনাদ তাঁকে পিতৃব্যের বংশমর্যাদাসহ বিভিন্ন বিষয় স্মরণ করিয়ে দেয়।

রাবণের বলিষ্ঠ সহোদর মেঘনাদের পিতৃব্য বিভীষণ নিজেকে রাঘব দাস হিসেবে পরিচয় দিচ্ছে। পিতৃব্যের মুখে এরূপ কথা শুনে সে তাঁকে তার বংশ পরিচয়ের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এছাড়া মর্যাদাসম্পন্ন কেউ যে নিচুস্তরের কারো প্রভুত্ব স্বীকার করে না সেটিও বলেন, মেঘনাদ বিভীষণকে স্মরণ করিয়ে দেন, লঙ্কার শ্রেষ্ঠ বংশে তাঁর জন্ম। এছাড়া মেঘনাদ আরও বলেন সিংহের কখনো শেয়ালের সাথে বন্ধুত্ব হয় না। অথচ রামের দাস বলে নিজেকে কলঙ্কিত করছে সে।

গ উদ্দীপকটি বিশ্বাসঘাতকতা এবং স্বজাতি বিদ্বেষের দিক থেকে 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কাব্যাংশের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় মেঘনাদ এক বীর যোদ্ধা। তিনি ষড়যন্ত্রের শিকার। এই ষড়যন্ত্র বাইরের কোনো শত্রুর নয়। বরং স্বজনেরাই চক্রান্ত করেছে। স্বজাতি লোকদের বিশ্বাসঘাতকতাই তাকে বিপদাপন্ন করেছে।

উদ্দীপকে বিশ্বাসঘাতকতা, কূটকৌশল, অন্যায়-অত্যাচারের বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। মানুষ মুখে আদর্শের কথা বললেও বাস্তবে এসব খুঁজে পাওয়া যায় না। মানুষে-মানুষে হানাহানি, বিশ্বাসঘাতকতা, সর্বত্র বিরাজমান। 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায়ও আমরা এমন পরিস্থিতি দেখতে পাই। সেখানে বিভীষণ স্বজাতির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে বহিঃশত্রু রামের পক্ষ অবলম্বন করে। তার ষড়যন্ত্রেই বীরযোদ্ধা মেঘনাদ পরাজিত হয়। জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব ও জাতিসত্তার সংহতির গুরুত্ব এবং এর বিরুদ্ধে পরিচালিত ষড়যন্ত্র উদ্দীপক ও 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কাব্যাংশের আলোচ্য বিষয়। তাই এ দিক থেকে উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য প্রতীয়মান হয়।

ঘ দেশ ও জাতির বিশ্বাসঘাতকতার সূত্রে উক্ত উদ্ধৃতিটি যৌক্তিক।

আলোচ্য কবিতায় স্বজনের বিশ্বাসঘাতকতার দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হয়েছে। নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে মেঘনাদ যজ্ঞ করতে গেলে বিভীষণ তাঁকে হত্যার জন্য শত্রুসেনা লক্ষ্মণকে সহযোগিতা করে। বিভীষণের এই ষড়যন্ত্রের কারণেই মেঘনাদের নিরস্ত্র অবস্থানের কথা শত্রুপক্ষ জানতে পারে। বিভীষণের এ বিশ্বাসঘাতকতা শুধু মেঘনাদকে মৃত্যুর মুখেই ঠেলে দেয় নি, লঙ্কার পরাজয়কেও ঘনীভূত করেছে।

উদ্দীপকে ন্যায়ধর্ম ও মানবিকতা নিয়ে আমাদের প্রত্যাশা ও বাস্তবতা বর্ণিত হয়েছে। একটি মানবিক ও যুক্তিবাদি সমাজের স্বপ্ন দেখে পৃথিবীর মানুষ। কিন্তু বাস্তবে এগুলো খুঁজে পাওয়া যায় না। উদ্দীপকে তাই আক্ষেপ করে বলা হয়েছে, পৃথিবীর সব জায়গায় বিশ্বাসঘাতকতা, কূটকৌশল, অন্যায়-অত্যাচার এবং মিথ্যের ছড়াছড়ি।

বিভীষণের স্বদেশ ও স্বজাতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার মূল বিষয়। তিনি ন্যায় ও ধর্মের দোহাই দিয়ে নিজের স্বজনের সাথেই বিশ্বাসভঙ্গ করেছেন। এমনকি ভ্রাতুষ্পুত্র মেঘনাদকে পরাজিত ও হত্যা করার জন্য তিনি লক্ষ্মণকে পথ দেখিয়ে মেঘনাদের কাছে নিয়ে যায়। এক্ষেত্রে আত্মপক্ষ সমর্থন করার জন্য বিভীষণ ধর্ম ও নৈতিকতার দোহাই দিলেও মূলত তারই কারণে লঙ্কার পরাজয় ত্বরান্বিত হয়েছে। একইভাবে উদ্দীপক ও পৃথিবীর মানুষের আশাভঙ্গের পেছনে লোভ, বিশ্বাসঘাতকতা ও অন্যায়-অত্যাচারের কথা বলা হয়েছে। এদিক থেকে 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় উল্লিখিত উদ্ধৃতিটির যথার্থতা খুঁজে পাওয়া যায়।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶১৫ একটি আংটির মতো তোমাকে পরেছি স্বদেশ
আমার কনিষ্ঠ আঙুলে, কখনো উদ্ধত তলোয়ারের মতো
দীপ্তিমান ঘাসের বিস্তারে, দেখেছি তোমার ডোরাকাটা
জ্বলজ্বলে রূপ জ্যোৎস্নায়। তারপর তোমার উন্মুক্ত প্রান্তরে,
কাতারে কাতারে কতো অচেনা শিবির, কুচকাওয়াজের ধ্বনি,
যার আড়ালে তুমি অবিচল, অটুট চিরকাল
যদিও বধ্যভূমি হলো সারাদেশ-রক্তপাতে আর্তনাদে
হঠাৎ হত্যায় ভরে গেল বাংলার বিস্তীর্ণ প্রান্তর—

[হলি ক্রস কলেজ, ঢাকা ▌প্রশ্ন নম্বর-৫]

ক. মেঘনাদ রামানুজকে কোথায় পাঠাবে? ১
খ. 'স্থাপিলা বিধুরে বিধি স্থাণুর ললাটে'— কথাটির অন্তর্নিহিত অর্থ বিশ্লেষণ করো। ২
গ. উদ্দীপকের ও 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কাব্যাংশের সাদৃশ্য বর্ণনা করো। ৩
ঘ. 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কাব্যাংশ মাইকেলের নবজাগরণ চেতনার স্বরূপ— উদ্দীপকের আলোকে তুলে ধরো। ৪

১৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক মেঘনাদ রামানুজকে শমন ভবনে পাঠাবে।

খ সৃজনশীল প্রশ্নের ৪(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ দেশপ্রেম, দেশাত্মবোধও জাতিসত্তার একাত্মতার দিক থেকে উদ্দীপক ও 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কাব্যাংশের সাদৃশ্য রয়েছে।

'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় মেঘনাদ একজন দেশপ্রেমিক বীর। দেশের প্রতি ভালোবাসায় তিনি উজ্জীবিত। দেশাত্মবোধের চেতনায় তাড়িত হয়ে তিনি লঙ্কার যুদ্ধে শামিল হন। যেকোনো মূল্যে তিনি লঙ্কার মান সমুন্নত রাখতে সচেষ্ট ছিলেন।

উদ্দীপকেও দেশপ্রেমিক চেতনার চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। স্বদেশপ্রেমে জাগ্রত হয়ে দেশকে শত্রুমুক্ত করতে উদ্ধত তলোয়ারের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে শত্রুর বিরুদ্ধে। 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায়ও মেঘনাদের স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি একনিষ্ঠতা, বিশ্বস্ততার কথা বলা হয়েছে। কবিতার মতো উদ্দীপকেও স্বদেশপ্রেম, সাহসিকতা, ত্যাগের রূপটি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। দেশমাতৃকার জন্য আপসহীন মনোভাব ও স্বদেশের প্রতি অনুরাগ উদ্দীপক ও কবিতার মধ্যে সাদৃশ্যের দিক।

ঘ 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কাব্যাংশে মাইকেল নবজাগরণের চেতনার স্বরূপ বলতে মানবকেন্দ্রিকতা বুঝিয়েছেন।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত উনিশ শতকের বাংলার নবজগারণের বাহক। তিনি 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কাব্যাংশে বাল্মীকি-রামায়ণকে নবমূল্য দান করেছেন। নবজাগরণের প্রেরণাতেই তিনি রাক্ষস রাজ রাবণ ও তার পুত্র মেঘনাদকে উচ্চরূপে এবং রাম-লক্ষ্মণকে হীনরূপে উপস্থাপন করেছেন। তিনি রাবণ ও তার পুত্র মেঘনাদকে যাবতীয় মানবীয় গুণের অধিকারী হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। দেশপ্রেমিক নিরস্ত্র মেঘনাদের মাতৃভূমির প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা তা তুলে ধরেছেন। সে মৃত্যুকে পরোয়া করে না স্বদেশের কল্যাণে।

উদ্দীপকটিতে নবজাগরণের চেতনা দেখা যায়। নবজাগরণের প্রধান বিষয় যেমন মানুষ তেমনি উদ্দীপকটিও মানবকেন্দ্রিক। মানবিক বিপর্যয়ের বিষয়টি ফুটে উঠেছে এখানে। অপশক্তির অত্যাচারের মানুষের যে হাহাকার তার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে উদ্দীপকে।

উদ্দীপক ও 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কাব্যাংশে নবজাগরণের প্রেরণা ফুটে উঠেছে। রামায়ণের রাম-লক্ষ্মণকে বিশ্বাসঘাতক হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। অন্যদিকে রাবণ ও তার পুত্র মেঘনাদকে দেশপ্রেমিক এবং নিজের জাতির প্রতি ভালোবাসার ধারকরূপে উপস্থাপন করা হয়েছে। উদ্দীপকেও দেশপ্রেম, ভ্রাতৃত্ব এবং অপশক্তির নৃশংসতার মধ্যেই স্বদেশ অটুট চিরকাল, এসব মানবীয় গুণাবলিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। কবি দেবতাদের আনুকূল্যপ্রাপ্ত রাম-লক্ষ্মণের প্রতি ক্ষমতা ও শ্রদ্ধা না দেখিয়ে পুরাণের রাক্ষসরাজ রাবণ ও তার পুত্র মেঘনাদের প্রতি মমতা ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন। আর এসব দিক থেকেই 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কাব্যাংশ মাইকেলের নবজাগরণের চেতনার স্বরূপ।

প্রশ্ন ▶১৬ বুমি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া এক তরুণ। সামনে তার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। এমন সময় দেশে শুরু হয়ে গেল মুক্তিযুদ্ধ। এ যেন বাঙালির অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই। দেশের এমন অবস্থায় চুপ করে বসে থাকেনি বুমি। দেশমাতৃকার আহ্বানে সাড়া দিয়ে সে যোগ দেয় মুক্তিযুদ্ধে। প্রাণপণ যুদ্ধ করে হানাদারদের বিরুদ্ধে।

[মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, ঢাকা ▌প্রশ্ন নম্বর-৫]

ক. মাইকেল মদুসূদন দত্ত কত সালে মৃত্যুবরণ করেন? ১
খ. 'পরদোষে কে চাহে মজিতে?' ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের বুমির মধ্যে 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কাব্যাংশের কোন বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকটি 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কাব্যাংশের সমগ্র ভাব ধারণ করে কী? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক মাইকেল মধুসূদন দত্ত ১৮৭৩ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

খ 'পরদোষে কে চাহে মজিতে?' বিভীষণ এই উক্তিটির দ্বারা বুঝিয়েছেন যে, রাবণের ভুলের কারণে সে বিপদগ্রস্ত হতে চায় না বলেই রামের সাথে হাত মিলিয়েছে।

রাবণ কর্তৃক সীতা অপহরণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাম-রাবণের যুদ্ধ শুরু হয়। এই যুদ্ধে বিভীষণ রামের পক্ষাবলম্বন করে। কারণ সে মনে করে রাবণের ভুলের কারণেই এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। তাই সে নিজে নিরাপদ থাকার জন্য রামের সাথে যোগ দিয়েছে।

গ উদ্দীপকের বুমির মধ্যে 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কাব্যাংশের দেশপ্রেমের বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে।

'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কাব্যাংশে এক অনন্য দেশপ্রেমের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। রাবণপুত্র মেঘনাদ দেশের ক্রান্তিকালে চুপ করে বসে না থেকে জন্মভূমিকে শত্রুমুক্ত করতে চেয়েছে। আর এর জন্য সে নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে যজ্ঞ করতে শুরু করে। কিন্তু চাচা বিভীষণের বিশ্বাসঘাতকতায় এক অন্যায়যুদ্ধে তিনি লক্ষ্মণের কাছে পরাস্ত হন।

উদ্দীপকে বুমি বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া এক তরুণ দেশপ্রেমিক। দেশে পাকিস্তানি সেনারা আক্রমণ করলে তিনি চুপ করে বসে থাকেননি। দেশের প্রতি গভীর ভালোবাসায় সে দেশকে শত্রুমুক্ত করতে সচেষ্ট হয়। আর তাই সে যোগ দেয় মুক্তিযুদ্ধে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের বুমির মধ্যে 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কাব্যাংশের দেশপ্রেমের বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকটি 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কাব্যাংশের সমগ্র ভাব ধারণ করে না।

'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কাব্যাংশে মাতৃভূমির প্রতি ভালোবাসা এবং বিশ্বাসঘাতকতা ও দেশদ্রোহিতার বিরুদ্ধে ঘৃণা প্রকাশিত হয়েছে। মেঘনাদের ভাষ্যে জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব ও আপন জাতিসত্তার সংহতির প্রতি গুরুত্বের কথা যেমন ব্যক্ত হয়েছে তেমনি স্বদেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকে অভিহিত করা হয়েছে নীচতা ও বৈরিতা বলে। কাব্যাংশটিতে বিশ্বাসঘাতক বিভীষণের প্রতি মেঘনাদের তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে। অন্যায় যুদ্ধে বিভীষণের সহায়তায় লক্ষ্মণ কর্তৃক দেশপ্রেমিক মেঘনাদের করুণ পরিণতি কাব্যাংশটির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক।

Teachingbd24.com

উদ্দীপকে বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া দেশপ্রেমিক রুমির কথা বলা হয়েছে। ১৯৭১ সালে দেশে যুদ্ধ শুরু হলে সে চুপ করে বসে থাকতে পারেনি। দেশমাতৃকার প্রতি অপরিসীম ভালোবাসার টানে সে যুদ্ধে যোগ দিয়েছে এবং শত্রুসেনাদের সাথে প্রাণের বাজি রেখে লড়াই করেছে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কাব্যাংশটিতে মেঘনাদের দেশপ্রেম ও বীরত্ব, স্বদেশের প্রতি বিভীষণের বিশ্বাসঘাতকতা, লক্ষ্মণ কর্তৃক মেঘনাদকে অন্যায় যুদ্ধে আহ্বান ও তার করুণ পরিণতির বিষয়গুলো বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু উদ্দীপকে কেবল দেশপ্রেমের বিষয়টি ফুটে উঠেছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকটি 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কাব্যাংশের সমগ্র ভাব ধারণ করে না।

প্রশ্ন ▶ ১৭ হোসেন শয্যা হইতে উঠিয়া অতিশয় রোষভাবে দুঃখিত স্বরে বলিতে লাগিলেন, "আমার প্রাণের ভ্রাতাকে যে নরাধম বিষপান করাইয়াছে সে কি অমনি বাঁচিয়া যাইবে? আমি কি কিছুই করিব না? আমি কি এমনই দুর্বল, আমি কি এমনই নিঃসাহসী, আমি কি এমনই কাপুরুষ, আমার হৃদয়ে কি রক্ত নাই, ভ্রাতৃস্নেহ নাই, যে ভ্রাতার প্রাণনাশক বিষদানকারীকে প্রতিশোধ লইতে পারিব না? সেই পাপাত্মা বিজনবনে, পর্বতগুহায়, অতলজলে, সপ্ততল মৃত্তিকা মধ্যে যেখানেই হউক, হোসেনের হস্ত হইতে তাহার পরিত্রাণ নাই। হয় আমার প্রাণ তাহাকে দিব, নয় তাহার প্রাণ আমি লইব।

[বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা ▌প্রশ্ন নম্বর-৫]

ক. 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতাটি কোন গ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে? ১

খ. বিভীষণ মেঘনাদকে অস্ত্রাগারে যেতে বাধা দেয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকের হোসেন 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার কোন চরিত্রের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? আলোচনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের বিষদানকারী চরিত্রটি 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতা অনুসরণে মূল্যায়ন করো। ৪

১৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতাটি 'মেঘনাদবধ' কাব্যগ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে।

খ বিভীষণ মেঘনাদের শত্রু লক্ষ্মণের পক্ষ সমর্থন করছিলেন বলেই মেঘনাদকে অস্ত্রাগারে যেতে বাধা দেন।

যুদ্ধযাত্রার পূর্বে মেঘনাদ নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে যজ্ঞ করতে যান। বিভীষণের সাহায্যে লক্ষ্মণ যজ্ঞাগারে ঢুকে মেঘনাদকে আক্রমণ করতে উদ্যত হন। এমতাবস্থায় নিরস্ত্র মেঘনাদ অস্ত্রাগার থেকে অস্ত্র নিয়ে আসতে চাইলে বিভীষণ তাকে বাধা দেন। রাবণ ও রামের মহাযুদ্ধে রাবণের ভ্রাতা বিভীষণ শুরু থেকেই রাম-লক্ষ্মণের পক্ষ সমর্থন করছিলেন। মূলত ভ্রাতুষ্পুত্র মেঘনাদকে বিপদগ্রস্ত করতেই তাঁকে বাধা দিয়েছিলেন বিভীষণ।

গ উদ্দীপকের হোসেন 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার দেশপ্রেমিক ও স্বজাতির প্রতি ভালোবাসায় ঋদ্ধ মেঘনাদ চরিত্রের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় মেঘনাদ চরিত্র দেশপ্রেম ও স্বজাতির মুক্তির প্রয়াসে দৃঢ় এক চরিত্র। বীর এ চরিত্রটিকে ষড়যন্ত্র ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হিসেবে রূপায়ণ করা হয়েছে। উদ্দীপকের হোসেনও স্বজাতির প্রতি ভালোবাসায় পূর্ণ ও বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ স্পৃহায় উজ্জ্বল এক চরিত্র।

উদ্দীপকের হোসেন প্রতিশোধ পরায়ণ দৃঢ়চেতা এক অনুপম চরিত্র। তার ভাই ইমাম হাসানকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করা হয়। তিনি সে সংবাদ শুনে প্রতিশোধের নেশায় অস্থির হয়ে ওঠেন। ভাইকে হত্যা করে শত্রু তাঁর হাত থেকে কোনভাবেই রক্ষা পেতে পারে না বলে তিনি ঘোষণা দেন। তিনি যে কোনো মূল্যে ভাইয়ের হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার অঙ্গীকার করেন।

ঘ রামচন্দ্র কর্তৃক দ্বীপরাজ্য স্বর্ণালঙ্কা আক্রান্ত হলে এবং ভ্রাতা কুম্ভকর্ণ ও পুত্র বীরবাহুর মৃত্যু হলে রাজা রাবণ তাঁকে পরবর্তী দিবসের সেনাপতি নিযুক্ত করেন। মেঘনাদ স্বদেশ ও স্বজাতির প্রয়োজনে সে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিলে চাচা বিভীষণের ষড়যন্ত্রে লক্ষ্মণ তাকে হত্যা করতে আসে। তখনও মেঘনাদ বিভীষণকে জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব বিসর্জন দিয়ে এমন বিশ্বাসঘাতকতার তিরস্কার করেন। সেখানে মেঘনাদের বক্তব্যে তাঁর দেশপ্রেম ও জাতির মুক্তির জন্য প্রতিশোধের তীব্রতা প্রকাশ পায়। যা উদ্দীপকের হোসেনের মাঝেও লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকের বিষদানকারী চরিত্রটি 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার পাপাত্মা বিভীষণের স্বার্থের মোহে আপনজনের বিরুদ্ধে ঘৃণ্য চক্রান্তকে ধারণ করে আছে। 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় বিভীষণ একজন ষড়যন্ত্রকারী হীন চরিত্রের অধিকারী। যে স্বার্থের জন্য তার আপন রক্তের সাথে বেঈমানি করে। উদ্দীপকের বিষদানকারীও হোসেনের ভাইকে বিষপ্রয়োগ করে ঘৃণিত ও জঘন্যচরিত্র হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

উদ্দীপকের ইমাম হোসেনের ভাইকে বিষপ্রয়োগ করে হত্যা করা হয়। ঘরের লোকই এ জঘন্য কাজটি করেছে। স্বার্থ উদ্ধার ও লোভের বশবর্তী হয়ে আপন লোককে এভাবে হত্যা করা নীচ ও পাপাত্মা ছাড়া সম্ভব নয়। বিবেক, নৈতিকতা, জ্ঞাতিত্ব সব বিসর্জন দিয়ে এমন কর্ম সম্পাদন চরম নিন্দনীয় ও ক্ষমার অযোগ্য। হোসেন ভাইয়ের প্রতি এমন অন্যায় সহ্য করতে না পেরেই বিষপ্রয়োগকারীর প্রতি কঠোর প্রতিশোধের ঘোষণা দেন। কারণ হোসেনের মাঝে সবকিছুর ঊর্ধ্বে ছিল ভ্রাতৃত্ব ও সম্পর্ক। বিষপ্রয়োগকারী সে বিষয়টিকে অগ্রাহ্য করে স্বার্থের মোহে বিষপ্রয়োগ করেছে।

'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার বিভীষণ একটি বিশ্বাসঘাতক, শঠ, প্রতারক ও লোভী চরিত্র। তার মাঝে দয়া-মায়া, ভালোবাসা, দেশপ্রেমের মতো গুণগুলো অনুপস্থিত। সে শুধু ক্ষমতার লোভে মত্ত এক নিষ্ঠুর চরিত্রের অধিকারী। তা না হলে আপন ভাতিজার বিরুদ্ধে সে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে পারতো না। মেঘনাদকে সেনাপতি নিযুক্ত করা হয়েছিল স্বদেশের মুক্তির নিমিত্তেই। তাই তাকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করাই ছিল বিভীষণের কর্তব্য। সেই কর্তব্যবোধ জাগ্রত না হয়ে বিভীষণ শত্রুর সাথে আঁতাত করে। নিজের ভাতিজা হওয়া সত্ত্বেও মেঘনাদকে হত্যার উদ্দেশ্যে দুর্মতি লক্ষ্মণকে নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে নিয়ে আসে। শত শত প্রহরীকে ফাঁকি দিয়ে তার সহযোগিতায় লক্ষ্মণ যজ্ঞাগারে প্রবেশ করে এবং নিরস্ত্র মেঘনাদকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। বিভীষণের এই জঘন্য ষড়যন্ত্র তাকে ইতিহাস ধিকৃত চরিত্র হিসেবে পরিচিতি দিয়েছে। সে এবং উদ্দীপকের বিষপ্রয়োগকারী স্বজাতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে নিন্দিত চরিত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

প্রশ্ন ▶ ১৮ ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে
দেখ দেশবাসীগণে
প্রেমপূর্ণ নয় মেলিয়া
কতরূপ স্নেহ করি
দেশের কুকুর ধরি
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া।

[ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ ▌প্রশ্ন নম্বর-৫]

ক. 'সৌমিত্রি' কে? ১

খ. 'পড়ি কি ভূতলে শশী যান গড়াগড়ি ধূলায়?'— চরণটিতে কী বোঝানো হয়েছে? ২

গ. উদ্দীপকে যে ভাবটি ফুটে উঠেছে 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় তার বিপরীত চরিত্র কোনটি এবং কেন তা বর্ণনা করো। ৩

ঘ. "উদ্দীপকে 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার মেঘনাদের দেশপ্রেমের চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে"— মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

Teachingbd24.com

১৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক সৌমিত্রি হলো লক্ষ্মণ।

খ 'পড়ি কি ভূতলে শশী যান গড়াগড়ি ধূলায়'— চরণটিতে বিভীষণের উচ্চ বংশকে প্রতীকায়িত করেছেন কবি।

নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে মেঘনাদের সঙ্গে কথোপকথনে বিভীষণ নিজেকে রাঘবদাস হিসেবে অভিহিত করেন। একথা শুনে মেঘনাদ বিভীষণকে তাঁর নিজের বংশমর্যাদার কথা স্মরণ করিয়ে দেন। তাঁর মতে, বিধাতা যেমন সূর্যকে মাটি থেকে অনেক ওপরে নিশ্চল আকাশে স্থাপন করেছেন, সূর্য যেমন কখনো মাটিতে গড়াগড়ি করে না, তেমনই তাঁদের বংশমর্যাদা অনেকের চেয়ে উচ্চে অবস্থিত।

গ উদ্দীপকে প্রকাশিত ভ্রাতৃভাবের বিপরীতে 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় চরিত্রটি হলো বিভীষণ।

'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় বিভীষণ তার ভাই রাবণের পাপকর্ম মেনে নিতে পারেননি বলে ধর্মরক্ষার্থে রামের পক্ষাবলম্বন করেছেন। বিভীষণের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে বিপদে পড়তে হয়েছে মেঘনাদকে। বিভীষণ এখানে বিশ্বাসঘাতকতা ও দেশদ্রোহী চরিত্র হিসেবে রূপায়িত।

উদ্দীপকের কবিতাংশে জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব ও জাতিসত্তার সংহতির গুরুত্বের কথা ব্যক্ত হয়েছে। দেশপ্রেমবোধের কারণেই কবি বিদেশের ঠাকুর ফেলে দেশের কুকুর ধরতে আগ্রহী। এখানে মূলত ভ্রাতৃত্ববোধই প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু কবিতায় বিভীষণের বিশ্বাসঘাতকতার কারণেই সে বিশ্বাসঘাতক ও দেশদ্রোহী। বিভীষণ ধর্ম ও নৈতিকতাকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে দেশ ও জাতির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। রাম-রাবণের যুদ্ধে তাই সে স্বদেশ ও স্বজাতির পক্ষ ত্যাগ করে। এদিকটিই উদ্দীপকের সাথে 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার পার্থক্য নির্দেশ করে।

ঘ জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব ও জাতিসত্তার প্রতি সংহতি মেঘনাদের দেশপ্রেমের চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ— যা উদ্দীপকেও প্রতিফলিত হয়েছে।

'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় রাবণপুত্র মেঘনাদ সকল মানবীয় গুণের ধারকরূপে উপস্থাপিত। ধর্মবোধ তাঁর মাঝে স্পষ্ট। তবে সবকিছু ছাড়িয়ে তিনি স্মরণীয় হয়েছেন দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ও দেশদ্রোহিতার বিরুদ্ধে ঘৃণা প্রকাশের মাধ্যমে।

উদ্দীপকেও দেশপ্রেম প্রকাশ পেয়েছে। স্বাজাত্যবোধের কারণে মানুষ দেশের কুকুরকেও আপন মনে করে। বিদেশের ঠাকুরও তার কাছে ততটা আপন হয় না। দেশপ্রেম মানুষকে যেকোনো ত্যাগ স্বীকার করতে উদ্বুদ্ধ করে। দেশপ্রেমই মানুষকে করে তোলে মহান।

আলোচ্য কবিতায় মেঘনাদ একজন আদর্শ চরিত্র। যিনি একাধারে সৎ, নির্ভীক, বীর ও দেশপ্রেমিক। দেশ-মাতৃকার প্রশ্নে তাঁর আপসহীন মানসিকতার জন্য তিনি নিজ পিতৃব্য বিভীষণকে পর্যন্ত ভর্ৎসনা করেন। বিভীষণ যদিও ধর্ম রক্ষার্থে রামের পক্ষ নিয়েছেন বলে মত দিয়েছেন, কিন্তু যুক্তিবাদী ও স্বদেশপ্রেমে উজ্জীবিত মেঘনাদ তা মানেননি। তাঁর মতে, কোনো ধর্ম জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব ইত্যাদিকে পরিত্যাগ করতে বলে না। তিনি বিশ্বাস করেন, গুণবান পরজন অপেক্ষা গুণহীন স্বজন শ্রেয়। উদ্দীপকেও দেশপ্রেম প্রকাশ পেয়েছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় মেঘনাদের দেশপ্রেমের চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

প্রশ্ন ▶ ১৯ সময় ১৯৭১। হাসান ও মিজান দুই বন্ধু একই সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়। কিন্তু তাদের যেকোনো অপারেশনের আগাম সংবাদ জেনে যাওয়া, মুক্তিযোদ্ধার অবস্থান, সব সংবাদ যখন পাকিস্তানিরা আগেই বুঝে যাচ্ছিল তখন হঠাৎ একদিন প্রকাশ পেল মিজান মূলত পাকিস্তানিদের অনুচর, বিশ্বাসঘাতক। সব কিছু জানার পর হাসানের প্রচণ্ড কষ্ট ক্রোধে পরিণত হলো। প্রতিজ্ঞা করলো হাসান, দেশের জন্য সে একাই লড়ে যাবে। *[ঢাকা সিটি কলেজ। প্রশ্ন নম্বর-৬]*

ক. 'স্থানু' শব্দের অর্থ কী? ১

খ. 'প্রফুল্ল কমলে কীটবাস'— বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২

গ. উদ্দীপকের মিজানের বিশ্বাসঘাতকতা 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার কোন চরিত্রের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ তা আলোচনা করো। ৩

ঘ. 'দেশপ্রেম প্রকৃত বীরের ধর্ম'— উদ্দীপক ও 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

১৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক 'স্থানু' শব্দের অর্থ নিশ্চল।

খ সৃজনশীল প্রশ্নের ৭(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ স্বজাতির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার দিক থেকে 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার বিভীষণের সাথে উদ্দীপকের মিজানের সাদৃশ্য রয়েছে।

'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় স্বজনের বিশ্বাসঘাতকতার দৃষ্টান্ত মর্মস্পর্শীভাবে তুলে ধরা হয়েছে। নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে মেঘনাদ যজ্ঞ করতে গেলে বিভীষণ তাকে হত্যার জন্য শত্রু লক্ষ্মণকে সাহায্য করেন। আপনজন ছাড়া মেঘনাদের এই নিরস্ত্র অবস্থানের কথা শত্রুর পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না। বিভীষণের এ বিশ্বাসঘাতকতা মেঘানদকে মৃত্যুমুখে ঠেলে দিয়েছে।

উদ্দীপকে মুক্তিযোদ্ধা হাসানের সাথে তার বন্ধু মিজানের বিশ্বাসঘাতকতার প্রেক্ষাপট উপস্থাপিত হয়েছে। পাকবাহিনীর অত্যাচারের প্রতিবাদে মুক্তিযোদ্ধাদের অপারেশন কার্যক্রমে মিজান বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় দিয়েছে। অপারেশনের আগাম সংবাদ, মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থান এসব খবর পাকবাহিনীর কাছে প্রকাশ করতো সে। 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় মেঘনাদকেও প্রিয়জনের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে অতর্কিত আক্রমণের শিকার হতে হয়। এভাবে উদ্দীপকের হাসান এবং আলোচ্য কবিতার মেঘনাদ উভয়কেই স্বজনের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে বিপদে পড়তে হয়েছে। এদিক থেকে উদ্দীপক এবং কবিতার মাঝে সাদৃশ্য নির্মিত হয়েছে।

ঘ মাতৃভূমির প্রতি ভালোবাসা মানুষকে করে তোলে মহীয়ান যা উদ্দীপক ও 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার আলোকে যথার্থ।

'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় মেঘনাদ একজন যথার্থ বীর। জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব ও জাতিসত্তার সংহতি তার চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। দেশের প্রতি ভালোবাসায় তিনি উজ্জীবিত। সবকিছু ছাড়িয়ে তিনি স্মরণীয় হয়েছেন দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ও দেশদ্রোহিতার বিরুদ্ধে ঘৃণা প্রকাশের মাধ্যমে।

উদ্দীপকের মুক্তিযোদ্ধা হাসানের দেশপ্রেমের বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। দেশমাতৃকাকে পরাধীনতার হাত থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতার পরেও একাই যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করে। তার দেশপ্রেমই তাকে উজ্জীবিত করেছে দেশের প্রতি আত্মত্যাগ স্বীকারে। নিজ প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার মনোভাব কেবল দেশপ্রেমের কারণেই সম্ভব।

'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় মেঘনাদ একজন যথার্থ দেশপ্রেমিক ও বীর। তাই পিতৃব্য বিভীষণকে দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত দেখে ব্যথিত হন। নিজের দেশের গৌরবকে তিনি স্মরণ করিয়ে দেন। বিশ্বাসঘাতকতা ও দেশদ্রোহিতার বিরুদ্ধে প্রকাশ করেন ঘৃণা। উদ্দীপকের হাসানও বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করেছে। শুধু তাই নয়, একাই যুদ্ধে যাওয়ার সংকল্প করেছে এমন প্রত্যয় গ্রহণে দেশপ্রেমই তাকে উজ্জীবিত করেছে । উদ্দীপক ও আলোচ্য কবিতায় দেশপ্রেম যে ওই সকল বীরের ধর্ম, তা প্রতীয়মান হয়। সেদিক বিবেচনায় 'দেশপ্রেম প্রকৃত বীরের ধর্ম'— উক্তিটি যথার্থ।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶২০ গ্রামের মোড়লের পরামর্শে জমি-জমা সংক্রান্ত বিরোধে জড়িয়ে বশর তাঁর বড় ভাই কালামের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে। সালিশের মাধ্যমে মোড়ল বশরকে তার অংশের জমিটুকু বুঝিয়ে দিলে কৃতজ্ঞতাবশত সে মোড়লের সহচর হয়ে ওঠে। কিন্তু সরলতার সুযোগে এ মোড়ল বশরের সমস্ত সম্পত্তি নিজের নামে করে নেয়। তখন আশ্রয়হীন বশরকে কাছে নেয় তার ভাই কালাম। *[সাভার ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ। প্রশ্ন নম্বর-৫]*

ক. 'রাবণ-আত্মজে' বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে? ১

খ. 'কহ, মহারথী, এ কি মহারথীপ্রথা'?— মেঘনাদ কেন এই উক্তিটি করেছে? ২

গ. উদ্দীপকের বশরের সাথে 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার কোন চরিত্রের কী সাদৃশ্য রয়েছে? ৩

ঘ. উদ্দীপকে আলোচ্য কবিতার কোন ভাবটি প্রকাশ করেছে তা আলোচনা করো। ৪

২০ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক 'রাবণ-আত্মজে' বলতে মেঘনাদকে বোঝানো হয়েছে।

খ 'কহ, মহারথী, এ কি মহারথীপ্রথা' বলতে যুদ্ধের রীতি ভঙ্গ করে মেঘনাদের ওপর লক্ষ্মণের অতর্কিত আক্রমণকে বোঝানো হয়েছে।

যুদ্ধের নিয়ম অনুযায়ী অস্ত্রহীন অবস্থায় কারো ওপর আক্রমণ করা যায় না। কিন্তু বিভীষণের সহায়তায় প্রহরীদের চোখ ফাঁকি দিয়ে লক্ষ্মণ নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে গিয়ে উপনীত হন এবং অস্ত্রহীন মেঘনাদকে যুদ্ধে আহ্বান করেন। এমন পরিস্থিতিতে মেঘনাদের পথ রোধ করে তাকে অস্ত্র আনতে বাধা দিলে মেঘনাদ বিভীষণকে যুদ্ধরীতির কথা স্মরণ করিয়ে দেন। প্রশ্নোক্ত চরণটিতে বিভীষণের কাছে মেঘনাদের যুদ্ধরীতি সম্পর্কিত এ অনুযোগের বিষয়টিই ব্যক্ত হয়েছে।

গ উদ্দীপকের বশরের সাথে 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার বিভীষণ চরিত্রের সাদৃশ্য। আছে।

'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় ভ্রাতৃ সম্পর্ক ছিন্নকারী বিভীষণের প্রতি অসহায় ভ্রাতুষ্পুত্র মেঘনাদের বক্তব্য উপস্থাপিত হয়েছে। বিভীষণ ভাইয়ের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে ভাইয়ের শত্রুর সহচর হয়ে ওঠে। এমন ঘটনা উদ্দীপকেও দেখানো হয়েছে।

উদ্দীপকে বশর ও কালাম দুই ভাইয়ের কথা বলা হয়েছে। গ্রামের মোড়লের পরামর্শে জমি-জমা সংক্রান্ত বিরোধে জড়িয়ে বশর তার বড় ভাই কালামের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে। সালিশের মাধ্যমে মোড়ল বশরকে তার অংশের জমিটুকু বুঝিয়ে দিলে কৃতজ্ঞতাবশত সে মোড়লের সহচর হয়ে ওঠে। এখানে বশরের অন্যের পরামর্শে নিজ ভাইয়ের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে শত্রু সহচর হয়ে ওঠার দিকটি প্রকাশ পেয়েছে। 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায়ও বিভীষণ ভাইয়ের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে ভাইয়ের শত্রু রাম-লক্ষ্মণের সহচর হয়ে যায়। তাই আমরা দেখতে পাই যে উদ্দীপকের বশরের সাথে 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার বিভীষণের স্বজন ত্যাগ করে পরজনের পক্ষ নেয়ার দিক থেকে সাদৃশ্য আছে।

ঘ 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় বর্ণিত স্বজনের পক্ষ ত্যাগ করে পরজনের পক্ষ সমর্থনের দিকটি উদ্দীপকে প্রকাশ পেয়েছে।

'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় দেখা যায় বিভীষণ সহোদর ভাই রাবণের বিপক্ষে চলে যায়। রাম ও রাবণের যুদ্ধে বিভীষণ ভাইয়ের পক্ষ না নিয়ে রামের পক্ষে গিয়ে রামের সহচর হয়ে যায়। এভাবে সে নিজের স্বজন ও জাতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল।

উদ্দীপকে দেখা যায় একটি গ্রামের মোড়ল দুই ভাই বশর ও কালামের মধ্যে জমি-জমা সংক্রান্ত বিরোধ বাঁধিয়ে দেয়। মোড়ল সালিশের মাধ্যমে বশরকে তার জমিজমা বুঝিয়ে দিলে বশর মোড়লের সহচর হয়ে ওঠে। এভাবে বশর নিজ ভাইকে ত্যাগ করে পরজনের সমর্থনকারী হয়ে উঠেছিল। এমন চিত্র আমরা 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায়ও দেখতে পাই।

আলোচ্য কবিতায় জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক ত্যাগের দিকটি আলোচিত হয়েছে। রাবণের ভাই বিভীষণ নীতি ও ধর্মের কথা বলে স্বজনের পক্ষ ত্যাগ করে যুদ্ধে শত্রুপক্ষের সাথে যুক্ত হয়। তার এ আচরণে বীর মেঘনাদের করুণ পরিণতি নেমে আসে। কবিতায় গুণহীন স্বজনকে গুণবান পরজন অপেক্ষা শ্রেয় বলা হয়েছে। কিন্তু বিভীষণের আচরণে এ মনোভাবের ব্যত্যয় ঘটেছে। উদ্দীপকের ঘটনায়ও স্বজন ত্যাগ করে এমন পরজনের পক্ষ নেয়ার ভাবটিই ফুটে উঠেছে।

প্রশ্ন ▶২১ হউক সে মহাজ্ঞানী মহা ধনবান,
অসীম ক্ষমতা তার অতুল সম্মান।
হউক বৈভব তার সমসিন্ধু জল,
হউক প্রতিভা তার অক্ষুণ্ণ উজ্জ্বল।
হউক তাহার বাস রম্য-হর্ম্য মাঝে,
থাকুক সে মণিময় মহামূল্য সাজে।
কিন্তু যে সাধেনি কভু জন্মভূমি হিত,
স্বজাতির সেবা যে করেনি কিঞ্চিত।
জানাও সে নরাধমে জানাও সত্বর,
অতীব ঘৃণিত সে পাষণ্ড বর্বর।

[সেন্ট. জোসেফ হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল, ঢাকা। প্রশ্ন নম্বর-৫]

ক. মধুসূদন-পূর্ব হাজার বছরের বাংলা কবিতার যে ছন্দ ছিল তার নাম কী? ১

খ. 'প্রফুল্ল কমলে কীটবাস' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন? ২

গ. কবিতাংশের ভাব 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার কার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "উক্ত ভাবের বিপরীত ভাব প্রতিষ্ঠাই 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার উদ্দেশ্য"— মন্তব্যটি মূল্যায়ন করো। ৪

২১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক মধুসূদন-পূর্ব হাজার বছরের বাংলা কবিতার ছন্দ ছিল 'পয়ার'।

খ সৃজনশীল প্রশ্নের ৭(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ কবিতাংশের ভাব 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার বিভীষণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় বিভীষণ তার ভাই রাবণের পাপকর্ম মেনে নিতে পারেননি বলে ধর্ম রক্ষার্থে রামের পক্ষাবলম্বন করেছেন। তা সত্ত্বেও জ্ঞাতির ভ্রাতৃত্ব ও আদর্শকে জলাঞ্জলি দিয়ে শত্রুর সাথে হাত মেলানোর দায়ে তাকে প্রশ্নবানে জর্জরিত হতে হয়েছে। এমনকী নিজ ভ্রাতুষ্পুত্র মেঘনাদকে পরাজিত ও হত্যা করার জন্য তিনি লক্ষ্মণকে পথ দেখিয়ে লঙ্কায় নিয়ে আসেন।

উদ্দীপকের কবিতাংশে স্বজাতির প্রতি একনিষ্ঠতার কথা বলা হয়েছে। যে যত বড় জ্ঞানী ধনী হোক না কেন স্বজাতির প্রতি, স্বভূমির প্রতি দেশাত্মবোধ সবকিছুর উর্ধ্বে। এটা ছাড়া মানুষ কখনো সিদ্ধি লাভ করতে পারে না। এটা ছাড়া মানুষ হয় অধম, নীচ। মাতৃভূমির প্রতি মানুষের এই আত্মিক সম্পর্কের দিকটি উপলব্ধি করে মাতৃভূমির প্রতি বিদ্বেষকারীদের ধিক্কার জানিয়েছেন কবি। আলোচ্য কবিতার বিভীষণ এমনই এক চরিত্র, যিনি ধর্ম ও ন্যায়ের দোহাই দিয়ে স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। উদ্দীপকের কবিতাংশটি মূলত বিভীষণের মতো দেশদ্রোহী ব্যক্তিদের উদ্দেশ্য করেই রচিত হয়েছে। এ বিবেচনায় উদ্দীপকটি 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার বিভীষণ চরিত্রকেই নির্দেশ করে।

ঘ 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হিসেবে স্বদেশপ্রেমের দিকটিকেই ইঙ্গিত করেছেন কবি।

দেশপ্রেম মানুষের সহজাত বৈশিষ্ট্য। দেশের মাটিতে জন্মগ্রহণ করে সেখানকার অন্ন-জলে লালিত হওয়ায় সে মাটির সজো আমাদের আত্মিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তাই মানবিকবোধসম্পন্ন যেকোনো ব্যক্তির কাছেই নিজের দেশ সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব পায়।

https://teachingbd24.com

উদ্দীপকের কবিতাংশে স্বদেশের প্রতি, স্বজাতির প্রতি যার মমত্ববোধ ও ভালোবাসা নেই তাকে অধম বলা হয়েছে। স্বদেশ ও জাতির বিপদে যার প্রাণ কাঁদেনা তাকে মানুষ হিসেবে গণ্য করা যায় না। বস্তুত প্রত্যেক ব্যক্তিরই স্বদেশ ও স্বজাতির কল্যাণে এগিয়ে আসা কর্তব্য।

আলোচ্য কবিতায় দেশপ্রেমের এক অনন্য নজির উপস্থাপন করা হয়েছে। এ কবিতায় আমাদেরকে দেশাত্মবোধে উজ্জীবিত করা হয়েছে। পাশাপাশি বিভীষণ চরিত্রের মধ্য দিয়ে দেশদ্রোহিতার বিরুদ্ধেও সোচ্চার হয়েছেন কবি। বিভীষণের কঠোর সমালোচনার মধ্য দিয়ে কবি মূলত মেঘনাদের মতো দেশপ্রেমিক হওয়ারই ইঙ্গিত প্রদান করেছেন। উদ্দীপকের ভাবে যে দেশদ্রোহী নবাবের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে তার বিপরীতে দেশপ্রেমিক সত্তার জাগরণ ঘটেছে মেঘনাদ চরিত্রটির মাধ্যমে। তাই বলা যায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ২২ সোহরাব ও রুস্তমের মধ্যে লড়াই চলাকালে সোহরাব রুস্তমকে দুবার পরাস্ত করেও হত্যা করেননি। কারণ, ইরানের যুদ্ধনীতি অনুযায়ী তিনবার পরাস্ত না করে কাউকে হত্যা করা যায় না। কিন্তু রুস্তম সোহরাবকে একবার পরাস্ত করেই বুকের ওপর তরবারি বসিয়ে দেয়। সোহরাব আর্তনাদ করে বলেন, 'তুমি অন্যায়ভাবে আমাকে হত্যা করছ।'

[ঢাকা কমার্স কলেজ। প্রশ্ন নম্বর-৫]

ক. 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় 'সৌমিত্রি' কে? ১

খ. 'নন্দন-কাননে ভ্রমে দুরাচার দৈত্য'— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের রুস্তমের সাথে 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার কোন চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে? আলোচনা করো। ৩

ঘ. 'যারা যুদ্ধের ধর্ম মেনে চলে, তারা ষড়যন্ত্রকারীদের কাছে পরাজিত হলেও তাদের কথাই জনগণ শ্রদ্ধার সাথে মনে রাখে'— উদ্দীপক ও 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার আলোকে আলোচনা করো। ৪

২২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় 'সৌমিত্রি' হলো লক্ষ্মণ।

খ প্রশ্নোক্ত চরণটির মাধ্যমে লক্ষ্মণের রাক্ষসপুরীতে অনুপ্রবেশের প্রতি মেঘনাদের সীমাহীন ঘৃণা প্রকাশ পেয়েছে।

লক্ষ্মণ বীর হলেও মেঘনাদের দৃষ্টিতে কাপুরুষ। দেবতা হয়েও রাক্ষসজাতির তুলনায় হীন। এ কারণে বিভীষণের সহায়তায় রাক্ষসপুরীতে তাঁর উপস্থিতি দেখে মেঘনাদ অত্যন্ত বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হয়। মনোহর লঙ্কাপুরীতে লক্ষ্মণের এই অনাকাঙ্ক্ষিত আগমন তার কাছে স্বর্গীয় কাননে দুরাচার দৈত্য প্রবেশ করার মতোই অস্বাভাবিক মনে হয়। প্রশ্নোক্ত চরণটিতে একথাই প্রকাশ পেয়েছে।

গ উদ্দীপকের রুস্তম 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার লক্ষ্মণ চরিত্রটিকে নির্দেশ করে।

স্বদেশপ্রেম একটি মানবীয় গুণ। দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় দেশপ্রেমিকরা নিজের জীবন উৎসর্গ করতেও দ্বিধাবোধ করে না। রাবণ-লঙ্কারাজ্যের স্বাধীনতা রক্ষায় পুত্র মেঘনাদকে সেনাপতি নির্বাচন করে।

রাবণের চিরশত্রু লক্ষ্মণের গোপনে লঙ্কার যজ্ঞাগারে পৌঁছে নিরস্ত্র মেঘনাদকে হত্যা করার ঘৃণ্যতম যুদ্ধরীতির প্রকাশ ঘটেছে উদ্দীপক ও 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায়।

'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় রাবণের চিরশত্রু রাম ও লক্ষ্মণ। রাবণ তার লঙ্কারাজ্যের স্বাধীনতা রক্ষায় প্রাণপণ চেষ্টা করে। নিজ পুত্র মেঘনাদকে সেনাপতি নিযুক্ত করে রাম-লক্ষ্মণের সঙ্গে লড়াই করার জন্য। কিন্তু রাবণের আপন ভাই বিভীষণ বিশ্বাসঘাতকতা করে রাম-লক্ষ্মণের সাথে হাত মেলায়। বিভীষণের সহায়তায় লক্ষ্মণ লঙ্কাপুরীর যজ্ঞাগারের সামনে গিয়ে পৌঁছায়। যেখানে মেঘনাদ অগ্নিদেবতার পূজায় নিবেদিত। এমন সময় লক্ষ্মণ নিরস্ত্র মেঘনাদকে অন্যায়ভাবে অস্ত্রাঘাতে হত্যা করে যুদ্ধনীতিকে কলুষিত করে। তেমনিভাবে উদ্দীপকেও দেখা যায়, ইরানের যুদ্ধনীতি অনুসারে সোহরাব রুস্তমকে দুই বার পরাস্ত করার পরও হত্যা করেনি। কিন্তু রুস্তম কোনো নীতির তোয়াক্কা না করে সোহরাবকে একবার পরাস্ত করেই অন্যায়ভাবে তার বুকের ওপর তরবারি বসিয়ে দেয়। এভাবে ঘৃণ্যতম যুদ্ধরীতির দিক থেকে উদ্দীপকের রুস্তম 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার লক্ষ্মণ চরিত্রটিকে নির্দেশ করে।

ঘ 'যারা যুদ্ধের ধর্ম মেনে চলে তারা ষড়যন্ত্রকারীদের কাছে পরাজিত হলেও তাদের কথাই জনগণ শ্রদ্ধার সাথে মনে রাখে'— উদ্দীপক ও 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার আলোকে উক্তিটি যথার্থ।

'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় বিভীষণ লক্ষ্মণকে নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে নিয়ে আসে। লক্ষ্মণের একার পক্ষে সেখানে পৌঁছানো অসম্ভব ছিল। দৈব সহায়তা ও বিভীষণের পথ নির্দেশনার কারণেই তা সম্ভব হয়েছে। যজ্ঞাগারে নিরস্ত্র মেঘনাদ ইস্টদেবতা অগ্নিদেবকে সন্তুষ্ট করতে যজ্ঞ করছিলেন। সেখানে লক্ষ্মণ নিরস্ত্র মেঘনাদকে যুদ্ধের আহ্বান করে। মেঘনাদ অস্ত্রাগারে গিয়ে অস্ত্র আনতে চাইলে তাকে বিভীষণ বাধা দেয়। যুদ্ধের নিয়ম ভঙ্গ করে এভাবে লক্ষ্মণ মেঘনাদকে হত্যা করে।

উদ্দীপকে ইরানের বীর সোহরাব ও রুস্তমের যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে। সোহরাব ও রুস্তমের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধে রুস্তমকে দুইবার পরাজিত করেও সোহরাব তাকে হত্যা করেনি। কারণ ইরানের যুদ্ধনীতিতে তিনবার পরাজিত না করে তাকে হত্যা করা যায় না। সোহরাব যুদ্ধের এই নিয়ম মানলেও রুস্তম তা না মেনে তাকে একবার পরাস্ত করেই সোহরাবকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে।

উপর্যুক্ত আলোচনার যুক্তিযুক্ত যে, উদ্দীপকের সোহরাব এবং 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় মেঘনাদ যুদ্ধের নিয়ম মেনেছে কিন্তু রুস্তম ও লক্ষ্মণ তা না মেনে প্রতিপক্ষকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে। সোহরাব এবং মেঘনাদ যুদ্ধের নিয়ম মান্য করায় মানুষের কাছে আজও অনুসরণীয়। আর রুস্তম ও লক্ষ্মণ যুদ্ধের নিয়ম ভঙ্গ করায় আজও মানুষের কাছে ঘৃণিত হয়। সুতরাং মন্তব্যটি উদ্দীপক ও 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার আলোকে যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ২৩ আমি ক্ষমা করি নাই ঘাতক। পৃথিবী শুদ্ধ যদি তোমায় ক্ষমা করে, আমি করব না। আমি তোমায় অভিশাপ দিচ্ছি। সে অভিশাপের ভৈরব ছায়া যেন একটা আতঙ্কের মতো তোমায় আহারে বিহারে তোমার পিছনে পিছনে ফিরে। তুমি বিশ্বাসঘাতক, সন্তান হয়ে পিতাকে কৌশলে হত্যা করে সাম্রাজ্য অধিকার করেছ। আমি অভিশাপ দেই যেন তুমি দীর্ঘকাল বাঁচো। সাম্রাজ্য তোমার কালস্বরূপ হয়। যেন সেই পাপ থেকে কেবল গাঢ়তর পাপে তোমারে নিক্ষেপ করে, যাতে মরবার সময় তোমার ঐ উত্তপ্ত ললাটে ঈশ্বরের করুণার এক কণাও না পাও।

[মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নম্বর-৫]

ক. কৃষ্ণকুমারী কী জাতীয় রচনা? ১

খ. 'প্রফুল্ল কমলে কীটবাস' উক্তিটি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. 'আমি তোমায় অভিশাপ দিচ্ছি' উদ্দীপকের এ আমি তোমার পঠিত কবিতার কোন চরিত্রকে নির্দেশ করে তা বিশ্লেষণ করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে ঘৃণা ও ক্ষোভ তোমার পঠিত 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় চিত্রিত হয়েছে— মন্তব্যটির যৌক্তিকতা তুলে ধরো। ৪

২৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক 'কৃষ্ণকুমারী নাটক জাতীয় রচনা।

খ সৃজনশীল প্রশ্নের ৭(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ 'আমি তোমায় অভিশাপ দিচ্ছি'— উদ্দীপকের এই 'আমি' 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার মেঘনাদ চরিত্রকে নির্দেশ করে।

'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় মেঘনাদ ষড়যন্ত্রের শিকার এক বীর যোদ্ধা। এই ষড়যন্ত্র বাইরের কোনো শত্রুর নয়, বরং স্বজনের চক্রান্তই মেঘনাদকে বিপদাপন্ন করেছে। কেননা, তার পিতৃব্য বিভীষণই শত্রু লক্ষ্মণের সাথে আঁতাত করে তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকে ত্বরান্বিত করেছিল।

teachingbd24.com

'আমি তোমাকে অভিশাপ দিচ্ছি' বাক্যের মধ্য দিয়ে উদ্দীপকটিতে তীব্র ক্ষোভ ও যন্ত্রনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। বস্তুত, কাছের মানুষ যখন ক্ষতি করে, ক্ষমতার লোভে আত্মিক ও মানবিক সম্পর্ককে উপেক্ষা করে, তখন সে কষ্ট সীমাহীন ঠেকে। উদ্দীপকটিতে প্রকাশিত এ ক্ষোভ ও যন্ত্রণার দিকটিই যেন 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার মেঘনাদ চরিত্রের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। স্বাজাত্যবোধ, ভ্রাতৃত্ব, জ্ঞাতিত্ব বিসর্জন দিয়ে পিতৃব্য বিভীষণ যখন ষড়যন্ত্র করেছে তখন মেঘনাদের কণ্ঠে অভিশাপ ধ্বনিত হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। কেননা, বিভীষণের সহায়তার কারণেই মেঘনাদকে নিজ ভূমিতে শত্রুর আক্রমণের শিকার হতে হয়। অর্থাৎ উদ্দীপকের বক্তার মতো 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার মেঘনাদকেও আপনজনের বিশ্বাসঘাতকতার কারণেই বিপদাপন্ন হতে হয়। এ দিক বিবেচনায় উদ্দীপকের 'আমি' তথা বক্তা আলোচ্য কবিতার মেঘনাদ চরিত্রকেই প্রতিনিধিত্ব করে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লেখিত বিশ্বাসঘাতকতার পরিপ্রেক্ষিতে প্রকাশিত ঘৃণা ও ক্ষোভ 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায়ও একইভাবে উচ্চারিত হয়েছে।

ভ্রাতুষ্পুত্র মেঘনাদের সঙ্গে কাকা বিভীষণের আদর্শ ও নৈতিকতার দ্বন্দ্বই 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার মূল বিষয়। এ কবিতায় দেশ ও জাতির সঙ্গে বিভীষণের বিশ্বাসঘাতকতার পরিপ্রেক্ষিতে দেশপ্রেমিক মেঘনাদ তাঁর প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করে ভর্ৎসনা করে। উদ্দীপকের ঘটনাবর্তেও বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে।

উদ্দীপকের বক্তার কণ্ঠে ঘাতকের প্রতি অভিশাপ ধ্বনিত হয়েছে। তবে সে ঘাতক কোন বহিঃশত্রু নয়, বরং ঘরেরই শত্রু। ক্ষমতার মোহ তাকে এতটাই অন্ধ করে দিয়েছে যে, সন্তান হয়ে পিতাকে হত্যা করতেও কুণ্ঠাবোধ করেনি সে। আর তাই যন্ত্রনাদগ্ধ হৃদয়ে ঘাতকের সাম্রাজ্যলাভের মোহ যেন তার কাল হয়ে দাঁড়ায় এমন অভিশাপ দিয়েছেন তিনি। একইভাবে 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার মেঘনাদও আপনজনদের সঙ্গে বৈরীতার দায়ে বিভীষণের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করেছে।

'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় বিভীষণ তার ভাই রাবণের পাপকর্ম মেনে নিতে পারেনি বলে ধর্ম রক্ষার্থে রামের পক্ষাবলম্বন করেছে। তা সত্ত্বেও জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব ও আদর্শকে জলাঞ্জলি দিয়ে শত্রুর সাথে হাত মেলানোর দায়ে প্রশ্নবাণে জর্জরিত হতে হয়েছে তাকে। যে ধর্মপথের দোহাই দিয়ে সে এহেন কর্মে প্রবৃত্ত হয়েছে সে আদর্শ বা নীতিধর্মের প্রতিও প্রশ্ন উপস্থাপন করা হয়েছে কবিতাটিতে। কেননা, প্রাচীন শাস্ত্রসমূহেও জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব ও দেশাত্মবোধকে পরম ধর্ম বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। উদ্দীপকের ঘাতকের আচরণ ঘৃণ্য ও নিকৃষ্ট হলে একই বিবেচনায় বিভীষণের আচরণও অত্যন্ত গর্হিত। এমন হীন আচরণের কারণেই আলোচ্য কবিতা ও উদ্দীপকে তাদের প্রতি তীব্র ক্ষোভ প্রকাশিত হয়েছে। সে বিবেচনায় প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি সত্য প্রতিপন্ন হয়।

প্রশ্ন ▶ ২৪ বুদ্ধদেব বসু তার কাব্যনাটক 'প্রথম পার্থ' রচনা করেন মহাভারতের চরিত্র কর্ণ, শ্রীকৃষ্ণ, দ্রৌপদী, কুন্তীকে নিয়ে। এ নাটকের সকল চরিত্র পৌরাণিক হলেও বুদ্ধদেব বসু তাদেরকে আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে আধুনিক মানুষের মতো করে পুনর্নির্মাণ করেছেন।

[মুমিনুন্নিসা সরকারি মহিলা কলেজ, ময়মনসিংহ। প্রশ্ন নম্বর-৪]

ক. লক্ষ্মণের মায়ের নাম কী? ১

খ. 'নিজ কর্মদোষে, হায়, মজাইলা এ কনক-লঙ্কা রাজা, মজিলা আপনি!'— উক্তিটিতে বিভীষণ কী বোঝাতে চেয়েছেন? ২

গ. 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার সঙ্গে উদ্দীপকের 'প্রথম পার্থ' নাটক রচনার সাদৃশ্য দেখাও। ৩

ঘ. 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতা এবং 'প্রথম পার্থ' নাটক উভয়ই আধুনিক শিল্পদৃষ্টির পরিচয়বাহী'— উদ্দীপক ও 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার আলোকে উক্তিটি বিচার করো। ৪

২৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক লক্ষ্মণের মায়ের নাম সুমিত্রা।

খ 'নিজ কর্মদোষে, হায় মজাইলা এ কনক-লঙ্কা রাজা, মজিলা আপনি'— এ পঙ্ক্তিটিতে বিভীষণ লঙ্কাবাসীর দুর্ভোগের জন্যে রাবণের দুষ্কৃতিকে দায়ী করেছেন।

বিভীষণ রামের অনুগত ও ধর্মানুসারী। তাঁর মতে, সীতাকে অপহরণ করে রাবণ রামের সঙ্গে যে অন্যায় করেছেন তা ক্ষমার অযোগ্য। তাঁর বিশ্বাস, রাবণের এই অন্যায়ের কারণেই আজ লঙ্কাপুরী ধ্বংস হতে বসেছে।

গ 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার সঙ্গে উদ্দীপকের' প্রথম পার্থ' রচনাটি আধুনিক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করণের দৃষ্টিকোণ থেকে সাদৃশ্যপূর্ণ।

'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতাটিকে কবি পুরাণ থেকে স্বাতন্ত্র্য দান করেছেন। পুরাণের চরিত্রকে আধুনিক দৃষ্টিকোণে রূপদান করে মানবের সাথে একাত্ম করেছেন। উদ্দীপকের 'প্রথম পার্থ' নাটকটিও তেমনি আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে চিত্রায়ণ করা হয়েছে।

উদ্দীপকের 'প্রথম পার্থ' নাটকটি মহাভারতের চরিত্রগুলোকে সংস্কার করে রচিত হয়েছে। মহাভারতের চরিত্র কর্ণ, শ্রীকৃষ্ণ, দ্রৌপদী, কুন্তিকে বুদ্ধদেব বসু আধুনিক চরিত্রে নির্মাণ করেছেন। এ নাটকের সকল চরিত্র পৌরাণিক হলেও বুদ্ধদেব বসু সেগুলোকে আধুনিক মানুষের মতো করে পুনর্নির্মাণ করেন। এক্ষেত্রে নাট্যকার তাঁর আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় তুলে ধরেছেন। নাট্যকারের এ বৈশিষ্ট্য 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার কবির অনুরূপ ছিল। আলোচ্য কবিতাটি মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাল্মীকির রামায়ণ থেকে চরিত্র সংস্কার করে রূপায়ণ করেছেন। কবির 'মেঘনাদবধ কাব্যের ষষ্ঠ সর্গ থেকে কবিতাটি সংকলন করা হয়েছে। এ কাব্যটিতে কবি রামায়ণের পৌরাণিক চরিত্রগুলোকে বাস্তবিক মানব সত্তায় ফুটিয়ে তুলেছেন। আধুনিক মননের কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত রামায়ণের রাম-লক্ষণকে হীনরূপে এবং রাক্ষসরাজ রাবণ ও তার পুত্র মেঘনাদকে যাবতীয় গুণের অধিকারী হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। মানবকেন্দ্রিক রেনেসাঁস বা নবজাগরণের প্রেরণাতেই কবি চরিত্রগুলোকে আধুনিক রূপে তুলে ধরেছেন। কবির এ প্রবণতা উদ্দীপকের নাট্যকারের মাঝেও বর্তমান ছিল।

ঘ 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতা এবং 'প্রথম পার্থ' নাটক উভয়ই পৌরাণিকতা পরিহার করে আধুনিক শিল্পসৃষ্টির পরিচয়বাহী হয়েছে।

'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতাটি পৌরাণিকতার স্থলে আধুনিক বৈশিষ্ট্য ধারণ করে শিল্পসৃষ্টি করেছে। দেব-দেবী নির্ভরতার খোলস ছেড়ে প্রত্যক্ষ মানব-মানবীর পরিচয়ে কবিতাটি আধুনিকতা ও নতুনত্ব সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছে। উদ্দীপকের নাটকটিও তেমন আধুনিক শিল্পসমৃদ্ধ হয়েছে।

উদ্দীপকের নাট্যকার বুদ্ধদেব বসু তার 'প্রথম পার্থ' কাব্যনাট্যটি শিল্পসমৃদ্ধ আধুনিক করে গড়ে তুলেছেন। তিনি পৌরাণিক চরিত্রকে ঢেলে সাজিয়ে আধুনিক দৃষ্টিকোণে উপস্থাপন করেছেন। মহাভারতের চরিত্র কর্ণ, শ্রীকৃষ্ণ, দ্রৌপদী, কুন্তীকে আধুনিক মানব-মানবীতে চরিত্রায়ণ করেছেন। এতে নাট্যকারের আধুনিক শিল্পমানসের পরিচয় ফুটে উঠেছে। তিনি পুরাণে পড়ে না থেকে আধুনিক দৃষ্টিকোণ অনুসরণ করেছেন।

'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তকে উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান বলে অভিহিত করা হয়। তিনি এক অসম্ভব কাজকে সম্ভব করেছেন। অলৌকিকতা পরিহার করে সাহিত্যকে মানুষের কাছাকাছি নিয়ে এসে তিনি যে অভিনবত্ব দেখিয়েছেন তা সত্যিই অসাধারণ। কাল্পনিক দেব-দেবীর আশ্রয় থেকে

https://teachingbd24.com

মানব সমাজের পাত্র-পাত্রী সমন্বয়ে কাব্য রচনা করে যে রেনেসাঁস বা নবজাগরণ সৃষ্টি করেছেন তাতে তার আধুনিক মননের পরিচয় ফুটে ওঠে। বাল্মীকি-রামায়ণকে কবি নবরূপ দান করেছেন। রামায়ণের রাম-লক্ষ্মণকে হীনরূপে এবং রাক্ষসরাজ রাবণ ও তার পুত্র মেঘনাদকে যাবতীয় গুণের ধারক হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। তিনি দেবতাদের আনুকূল্যপ্রাপ্ত রাম-লক্ষ্মণের চেয়ে পুরাণের রাক্ষসরাজ রাবণ ও তার পুত্র মেঘনাদের প্রতি মমতা ও শ্রদ্ধা দেখিয়েছেন। রাবণ ও মেঘনাদকে স্বদেশপ্রেম ও স্বজাতির প্রতি ভালোবাসার প্রতীকরূপে তুলে ধরেছেন। অন্যদিকে পুরাণের ইতিবাচক চরিত্র রাম-লক্ষ্মণকে দুর্মতি, শোষক ও কাপুরুষ হিসেবে রূপায়ণ করেছেন। মাইকেল মধুসূদন এর মধ্য দিয়ে তার আধুনিক শিল্প মানসের প্রমাণ দিয়েছেন। উদ্দীপকের নাট্যকারও একই গুণে আধুনিক শিল্পসৃষ্টির পরিচয়বাহী।

প্রশ্ন ▶২৫ মুক্তিযোদ্ধা তারেক কয়েকটি সফল অপারেশন শেষ করে ছুটিতে মামার কাছে আসে। তারেকের দূর-সম্পর্কের মামাতো ভাই বশির তাকে দেখে ফেলে এবং সঙ্গে সঙ্গে পাকবাহিনীকে খবর দেয়। সেই রাতেই মিলিটারিরা তারেককে হত্যা করে।

[সফিউদ্দিন সরকার একাডেমী এন্ড কলেজ। প্রশ্ন নম্বর-৫]

ক. ইন্দ্রের অপর নাম কী? ১

খ. 'প্রফুল্ল কমলে কীটবাস' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২

গ. উদ্দীপকের বশির 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কাব্যাংশের কার প্রতিনিধিত্ব করে? আলোচনা করো। ৩

ঘ. নিরস্ত্র মানুষকে হত্যা করা কাপুরুষের আচরণ— উদ্দীপক ও 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

২৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক ইন্দ্রের অপর নাম বাসব।

খ সৃজনশীল প্রশ্নের ৭(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ উদ্দীপকের বশির 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কাব্যাংশের বিভীষণের প্রতিনিধিত্ব করে।

নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে মেঘনাদ যজ্ঞ করতে গেলে বিভীষণ তাঁকে হত্যার জন্য শত্রুসেনা লক্ষ্মণকে সহযোগিতা করেন। বিভীষণের এ বিশ্বাসঘাতকতা শুধু মেঘনাদকে মৃত্যুর মুখেই ঠেলে দেয়নি, লঙ্কার পরাজয়কেও ঘনীভূত করেছে।

উদ্দীপকের মুক্তিযোদ্ধা তারেক সফল অপারেশন শেষে বাড়িতে আসে। তার বাড়িতে আসার খবর পেয়ে তার দূরসম্পর্কের মামাতো ভাই বশির পাকবাহিনীকে খবর দেয়। ফলে মিলিটারিদের হাতে প্রাণ দিতে হয় তারেককে। এক্ষেত্রে বশিরের বিশ্বাসঘাতকতা তারেকের এমন পরিণতির কারণ। আলোচ্য কবিতার মেঘনাদকেও প্রিয়জনের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে অতর্কিত আক্রমণের শিকার হতে হয়। উদ্দীপকের বশির এবং আলোচ্য কবিতার বিভীষণ বিশ্বাসঘাতকতার দিক থেকে এভাবে সাদৃশ্য নির্মাণ করে।

ঘ নিরস্ত্র মানুষের ওপর হামলা চালানো কাপুরুষোচিত— উদ্দীপক ও 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার আলোকে এ উক্তিটির যথার্থতা বিদ্যমান।

নিরস্ত্র মানুষের ওপর হামলা চালালে ওই নিরস্ত্র মানুষটির মৃত্যু অবধারিত। যুদ্ধক্ষেত্রে দুই পক্ষকেই সমান হতে হয়। একপক্ষ যদি অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত হয় এবং অপরপক্ষ যদি অস্ত্রহীন হয় তাহলে সেখানে যুদ্ধ হয় না। হয় অন্যায়। আর অস্ত্রহীন মানুষের ওপর হামলা চালানো কোনো বীরোচিত কাজ নয়।

উদ্দীপকে মুক্তিযোদ্ধা তারেক অপারেশন শেষে বাড়িতে আসে পরিবারের সান্নিধ্য পেতে। তার আসার খবর পায় তার মামাতো ভাই বশির। বশির খবর দেয় পাকবাহিনীদের। পাকবাহিনীরা তারেককে পেয়ে হত্যা করে। এক্ষেত্রে পাকসেনাদের এ কাজ কোনো বীরের কাজ নয়, কাপুরুষেরা অন্যায় ভাবে অস্ত্রহীন অবস্থায় তারেককে হত্যা করে। আলোচ্য কবিতার মেঘনাদকেও ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে অতর্কিত আক্রমণে প্রাণ দিতে হয়েছিল।

মেঘনাদ রাক্ষসদের মধ্যে এক শ্রেষ্ঠ বীর। রাম এবং রাবণের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হলে যুদ্ধে জয়লাভের জন্য মেঘনাদ দেবতার আরাধনা করতে যজ্ঞালয়ে যান। তখন উপাসনারত মেঘনাদকে হত্যার উদ্দেশ্যে লক্ষ্মণ অস্ত্রসাজে সজ্জিত হয়ে এসে যুদ্ধের কথা বললে মেঘনাদ অস্বীকৃতি জানায়। লক্ষ্মণ বীরের আচরণ না করে যেকোনো প্রকারে মেঘনাদকে হত্যা করে তাঁর উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে চান যা আসলে কাপুরুষের মতো কাজ। উদ্দীপকেও যুদ্ধের নীতি না মেনে অস্ত্রহীন অবস্থায় তারেককে হত্যা করা হয়েছে যা আসলে কাপুরুষের কাজ। সুতরাং আলোচ্য উক্তিটি উদ্দীপক ও 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার আলোকে যথার্থ।

প্রশ্ন ▶২৬ ১৯৭১ সালে মহান স্বাধীনতার যুদ্ধে আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা দেশমাতৃকার জন্য যুদ্ধ করে এবং অনেকে শহিদ হয়। এই দেশে জন্মগ্রহণ করেও রাজাকার-আলবদররা মুক্তিযোদ্ধাদের বিপক্ষে কাজ করে। অথচ ভারতীয় কিছু সৈনিক মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানিদের বিপক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করে।

[আবদুল কাদির মোল্লা সিটি কলেজ, নরসিংদী। প্রশ্ন নম্বর-৬]

ক. 'রাক্ষসরাজানুজ' কে? ১

খ. "নিজ গৃহপথ, তাত দেখাও তস্করে"— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের কাদের সাথে 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার মেঘনাদের সাদৃশ্য রয়েছে? ৩

ঘ. 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার সাথে উদ্দীপকের সাদৃশ্য থাকলেও বৈসাদৃশ্য লক্ষ করা যায়— মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

২৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক রাক্ষসরাজানুজ হলেন বিভীষণ।

খ শত্রু লক্ষ্মণকে নিজ রাজ্যে লঙ্কাপুরীতে প্রবেশের পথ দেখানোয় আক্ষেপ করে মেঘনাদ বিভীষণের প্রতি আলোচ্য উক্তিটি করেছে।

মেঘনাদ নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে প্রতিপক্ষ লক্ষ্মণকে দেখে অবাক হয়। পরক্ষণেই বুঝতে পারে তার পিতৃব্য বিভীষণই লক্ষ্মণকে আসতে সহায়তা করেছে। পিতৃব্য হয়ে শত্রুকে নিজের ঘর দেখিয়ে দেওয়া যে অন্যায়, তা বোঝাতে মেঘনাদ তখন আলোচ্য কথাটি বলেছিল।

গ উদ্দীপকের দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার মেঘনাদের সাদৃশ্য রয়েছে।

দ্বীপরাজ্য লঙ্কা আক্রান্ত হলে রাজা রাবণ শত্রুর আক্রমণে অসহায় হয়ে পড়ে। এ পর্যায়ে রাবণ দেশ রক্ষার সেনাপতি হিসেবে মেঘনাদকে নিযুক্ত করে। মাতৃভূমিকে রক্ষা করার জন্য মেঘনাদ প্রস্তুত হতে থাকে। সে দেশপ্রেমিক যোদ্ধা।

উদ্দীপকের মুক্তিযোদ্ধারাও অনুরূপ দেশপ্রেমিক যোদ্ধা। পাক-হানাদার বাহিনী কর্তৃক মাতৃভূমি আক্রান্ত হয়েছে। দেশমাতৃকার জন্য তখন যুদ্ধ করেছে মুক্তিযোদ্ধারা। তাদের এ যুদ্ধ দেশকে স্বাধীন করার জন্য। এ যুদ্ধে তারা নিজের জীবন দিতেও প্রস্তুত। 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কাব্যাংশের মেঘনাদও উদ্দীপকের মুক্তিযোদ্ধাদের মতোই দেশপ্রেমিক সৈনিক। কেননা উভয়েই দেশের প্রতি ভালোবাসার টানে দেশকে রক্ষার জন্য জীবন দিয়েছে। সুতরাং উদ্দীপকে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে আলোচ্য কাব্যাংশের মেঘনাদের সাদৃশ্য রয়েছে।

https://teachingbd24.com

ঘ 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কাব্যাংশে বর্ণিত মেঘনাদের দেশাত্মবোধের সাদৃশ্য ফুটে উঠলেও প্রেক্ষাপটগত, বৈসাদৃশ্য প্রশ্নোক্ত উদ্দীপকে মন্তব্যটিকে যথার্থ করে তুলেছে।

'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় রাজ্য আক্রান্ত হলে তা রক্ষার জন্য প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করে মেঘনাদ। কিন্তু জ্ঞাতি পিতৃব্য বিভীষণ শত্রুর সাথে হাত মেলায়। এতে সহজেই শত্রুরা মেঘনাদের ওপর আক্রমণ করার সুযোগ পায়। এর পরিণতিতে মেঘনাদের পতন অনিবার্য হয়ে ওঠে।

উদ্দীপকে মুক্তিযোদ্ধারাও দেশের জন্য যুদ্ধ করেছে। এ যুদ্ধে কিছু মুক্তিযোদ্ধা শহিদ হলেও তারা দেশকে স্বাধীন করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এদেশীয় দোসররা এই যুদ্ধে পাকিস্তানিদের পক্ষাবলম্বন করলেও ভারতীয় কিছু সৈনিক মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষ নেয়। বিজাতীয় হয়েও তারা এদেশের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করে।

'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কাব্যাংশ এবং উদ্দীপকটিতে দেশপ্রেমের বিষয়টি অভিন্ন হয়ে উঠেছে। দেশপ্রেমের চেতনায় উদ্দীপকে মুক্তিযোদ্ধা ও আলোচ্য কবিতার মেঘনাদের কর্মকাণ্ড একই রকম হলেও পরিণতির দিক থেকে দুটি বিষয় ভিন্ন। কেননা উদ্দীপকে ভারতীয় সৈনিক বিজাতীয় হয়েও এদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করেছে। কিন্তু আলোচ্য কাব্যাংশে এই দিকটি অনুপস্থিত। সুতরাং আলোচ্য কাব্যাংশের সাথে উদ্দীপকের সাদৃশ্য যেমন রয়েছে, তেমনি কিছু ক্ষেত্রে বৈসাদৃশ্যও আছে।

প্রশ্ন ▶ ২৭ স্বাধীনতার অগ্রনায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে সাড়া দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে এদেশের আপামর জনতা। মুক্তিযুদ্ধের বীর সেনানীদের শৌর্য, বীর্য, সাহসিকতা, কর্তব্যনিষ্ঠা, দেশপ্রেম ও ত্যাগের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি স্বাধীনতা। মুক্তিযুদ্ধে শহীদ বীর যোদ্ধারা জীবনের বিনিময়ে আমাদের দিয়ে গেলেন লাল-সবুজের পতাকা।

[আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ান পাবলিক স্কুল ও কলেজ, বগুড়া। প্রশ্ন নম্বর-৫]

ক. 'বিধু' শব্দের অর্থ কী? ১

খ. 'প্রফুল্ল কমলে কীটবাস?'— বুঝিয়ে দাও। ২

গ. উদ্দীপকের মুক্তিযোদ্ধাদের কোন কোন বৈশিষ্ট্য 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় মেঘনাদের চরিত্রের সঙ্গে তুলনীয়? আলোচনা করো। ৩

ঘ. "দেশপ্রেম প্রকৃত বীরের ধর্ম"— উদ্দীপক ও 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতা অনুসরণে বিশ্লেষণ করো। ৪

২৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক 'বিধু' শব্দের অর্থ চাঁদ।

খ সৃজনশীল প্রশ্নের ৭(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ সৃজনশীল প্রশ্নের ৭(গ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

ঘ সৃজনশীল প্রশ্নের ৭(ঘ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন ▶ ২৮ মুক্তিযুদ্ধের মহান আদর্শকে সামনে রেখে যোদ্ধাদের প্রাণবন্ত করতে গান রচনা করে জুয়েল। বারান্দায় বসে সে গান লেখার সময় হঠাৎ করেই পিছন থেকে তাকে পাকড়াও করে দু'জন পাকসেনা। বুদ্ধিজীবী নিধনে তারা তার দুচোখ বেঁধে ফেলে। পাকসেনাদের পিছনেই তার মামা কামাল খানকে দেখে ক্রোধে জ্বলে ওঠে জুয়েল। সামান্য টাকার বিনিময়ে সে তার বাড়ির ঠিকানা বলে দিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

[হাবীবুল্লাহ বাহার কলেজ। প্রশ্ন নম্বর-৫]

ক. 'নিকষা' কে? ১

খ. 'আজ্ঞা কর দাসে, শাস্তি নরাধমে'— কথাটি বুঝিয়ে দাও। ২

গ. উদ্দীপকের কামাল খানের সঙ্গে 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় কার সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে যে দেশদ্রোহিতার স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে তা 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

২৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক 'নিকষা' রাবণের মা।

খ 'আজ্ঞা কর দাসে, শাস্তি নরাধমে' কথাটিতে মেঘনাদের বীরত্ব ও সাহসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়।

লঙ্কাপুরীতে মেঘনাদের যজ্ঞস্থান। এখানে যজ্ঞ করে মেঘনাদ যুদ্ধে যেত। যুদ্ধযাত্রার প্রাক্কালে একদিন মেঘনাদ নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে যজ্ঞ করতে গেলে লক্ষ্মণ কাপুরুষের মতো তাকে নিরস্ত্র অবস্থায় হত্যা করতে উদ্যত হয়। তাকে হত্যার পূর্ব মুহূর্তে দৃঢ়চিত্ত ও সাহসীবীর মেঘনাদ এ কথাটি বলেছিলেন যার মাধ্যমে মেঘনাদের বীরত্বকে প্রকাশ করা হয়েছে।

গ উদ্দীপকের কামাল খানের সঙ্গে 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় বিভীষণের সাদৃশ্য রয়েছে।

কবিতায় বিভীষণ চরিত্রটি বিশ্বাসঘাতকতার এক চরম উদাহরণ। জাতীয় সংকটে বৃহত্তর স্বার্থ ভুলে শত্রুর সঙ্গে আঁতাত করতে দ্বিধাবোধ করেনি সে। এমনকি আপন ভাই ও ভ্রাতুষ্পুত্রের সঙ্গেও সে বিশ্বাসঘাতকতা করতে কুণ্ঠিত হয়নি।

উদ্দীপকের কামাল খানও কবিতার বিভীষণের মতোই বিশ্বাসঘাতক। জুয়েল একজন শব্দ সৈনিক। মুক্তিযোদ্ধাদেরকে প্রাণবন্ত করে রাখতে যুদ্ধের অনিবার্যতা নিয়ে গান রচনা করে সে। গান লেখার সময় সে তার নিজ বাড়িতেই একদিন পাকসেনার হাতে ধরাশায়ী হয়। বুদ্ধিজীবী শব্দসৈনিক জুয়েলকে তারা বুদ্ধিজীবী নিধনে দুচোখ বেঁধে ফেলে। জুয়েলের এই হত্যাকাণ্ডের জন্য তার মামা কামাল খানই একমাত্র বিশ্বাসঘাতক। সামান্য টাকার বিনিময়ে সে তার বাড়ির ঠিকানা দিয়ে তাকে হত্যা করতে সাহায্য করেছে। বিভীষণও তেমনি নিজ ভূখণ্ড আক্রান্ত হলে শত্রুপক্ষকে সাহায্য করেছে। এমনকি ভ্রাতুষ্পুত্র মেঘনাদকে হত্যার জন্য শত্রু লক্ষ্মণের হাতে তুলে দেন। তাই উদ্দীপকের কামাল খানের সঙ্গে কবিতার বিভীষণের সার্থক সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে যে দেশদ্রোহিতার স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে তা 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায়ও যথার্থরূপে ফুটে উঠেছে।

'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার মূলভাব হলো বিশ্বাসঘাতকতা ও স্বদেশের প্রয়োজনে আত্মত্যাগ। মেঘনাদের বীরত্ব ও বিভীষণের কপটতার ছলে উক্ত ভাবগুলোই কবিতায় স্থান পেয়েছে। উদ্দীপকেও আমরা দেশপ্রেম ও দেশদ্রোহিতার দেখা পাই।

উদ্দীপকে দেখা যায় যে, জুয়েল একজন বুদ্ধিজীবী ও গীতিকার। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে গান রচনা করেন। কিন্তু তার মামা কামাল খান একজন দেশদ্রোহী ও লোভী মানুষ। কামাল খানের বিশ্বাসঘাতকতায় জুয়েল পাকসেনাদের হাতে বুদ্ধিজীবী হত্যার শিকার হন। তার বিশ্বাসঘাতকতা ও দেশদ্রোহিতার অবয়ব বিভীষণের চরিত্রেও বিদ্যমান।

'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় বিভীষণ যেমন দেশের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে সোনার লঙ্কা পুড়িয়ে ছারখার করেছিল, তেমনি ১৯৭১ সালে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধেও রাজাকার, আলবদর, আল শামসরা স্বজাতির কথা ভুলে হানাদার বাহিনীকে সাহায্য করেছিল। এমন একটি ঘটনাই উঠে এসেছে এই উদ্দীপকে। তাই উদ্দীপকে বুদ্ধিজীবী হত্যায় কামাল খানের দেশদ্রোহিতার মধ্যে যেন কবিতায় বর্ণিত দেশদ্রোহিতার স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ২৯ যে ফিরে আসবে আমি সে আমি হবো না, সে হবে বিশ্বাসঘাতক। সে হবে ইব্রাহিম কার্দির লাশ। তাকে দিয়ে তুমি কী করবে? তুমি কাঁদছো। ভারতে মুসলিম শক্তি জয়যুক্ত হোক, তার পূর্ব গৌরব ফিরে পাক-বিশ্বাস করো, এ কামনা আমার মনে অহরহ জ্বলছে। কিন্তু ভাগ্য আমাকে প্রতারিত করেছে। সে গৌরবে অংশগ্রহণের অধিকার থেকে আমাকে বঞ্চিত করেছে। আমার সংকটের দিনে যারা আমাকে আশ্রয় দিয়েছে, কর্মে নিযুক্ত করেছে, ঐশ্বর্য দান করেছে সে মারাঠাদের বিপদের দিনে আমি চুপ করে থাকবো? পদত্যাগ করবো, দলত্যাগ করবো? সে হয় না, জোহরা। আমি নিশ্চিত জানি, জয়-পরাজয় যাই আসুক, মৃত্যু ভিন্ন আমার মুক্তির কোনো পথ নেই।

[বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ। প্রশ্ন নম্বর-৬]

ক. সংশ্লিষ্ট কবিতায় যমালয়কে কী বলা হয়েছে? ১

খ. 'পড়ি কি ভূতলে শশী যান গড়াগড়ি ধুলায়?'— বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. উদ্দীপকটি সংশ্লিষ্ট কবিতার সঙ্গে কীভাবে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "ইব্রাহিম কার্দি এবং বিভীষণ পরস্পর বিপরীত মেরুর বাসিন্দা"— উক্তিটি বিশ্লেষণ করো। ৪

২৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক সংশ্লিষ্ট কবিতায় যমালয়কে শমন ভবন বলা হয়েছে।

খ সৃজনশীল প্রশ্নের ১৮(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ স্বজনের সাথে বিশ্বাসঘাতকতাও আপোসহীনতার দিক থেকে উদ্দীপকটি সংশ্লিষ্ট কবিতার সজ্গে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ।

'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় বিভীষণ লঙ্কার যুদ্ধে শত্রুপক্ষ অবলম্বন করে। তিনি তার ভ্রাতুষ্পুত্র মেঘনাদকে হত্যার জন্য শত্রুপক্ষের হাতে তুলে দেন। তিনি রামের আজ্ঞাবহ দাসে পরিণত হন। তিনি পথ দেখিয়ে লক্ষ্মণকে মেঘনাদের কাছে নিয়ে আসেন হত্যা করার জন্য।

উদ্দীপকে ইব্রাহিম কার্দি স্বজনের প্রতি একনিষ্ঠ হয়েও তার সহধর্মিনী প্রাণপ্রিয় জোহরার অনুরোধ উপেক্ষা করে স্বজনের বিপক্ষ অবলম্বন করেছিলেন। যারা তাকে আশ্রয়, কর্ম এবং ঐশ্বর্য দান করেছে তাদের বিপদের দিনে তিনি তাদের ছেড়ে যাননি। কিন্তু বিভীষণ তার দেশ, জাতি, গোত্র, পরিবার সবকিছু ভুলে রামের দাসে পরিণত হন। এমনকি তিনি নিজ ভ্রাতার পুত্রকে শত্রুর হাতে ধরিয়ে দেন। তাঁর সাহায্য ছাড়া হয়তোবা এত সহজে মেঘনাদকে হত্যা করা সম্ভব হতো না। উদ্দীপকের ইব্রাহিম কার্দি অনেক বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও তার জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব ত্যাগ করেননি অন্তর থেকে। কিন্তু বিভীষণ তার জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব ত্যাগ করে শত্রুপক্ষ অবলম্বন করেন। তাই বলা যায়, উদ্দীপকটি সংশ্লিষ্ট কবিতার এ দিকটার সজ্গে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ চারিত্রিক দিক বিবেচনায় ইব্রাহিম কার্দি এবং বিভীষণকে পরস্পর বিপরীত মেরুর বাসিন্দা বলা যায়।

'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় বিভীষণ মাতৃভূমি ও স্বজনের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার প্রতীক। বীরযোদ্ধা বিভীষণ যুদ্ধনীতি ভজ্গ করেন। যুদ্ধনীতি ভজ্গ করে তিনি নিজ পক্ষ ত্যাগ করে শত্রু পক্ষ অবলম্বন করেন। এমনকি নিজের ভাইয়ের ছেলেকে নিরস্ত্র অবস্থায় শত্রু সেনা লক্ষ্মণের হাতে তুলে দেন।

উদ্দীপকে ইব্রাহিম কার্দি স্বজনের প্রতি অনুরক্ত, কিন্তু তিনি বিপদে যারা তাঁকে সাহায্য করেছেন তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেননি। এমনকি তাঁর স্বজাতিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেও তিনি পিছপা হননি। তিনি যুদ্ধ নীতি ভজ্গ করেননি। স্বজনের প্রতি তার মমত্ববোধের রূপায়ণ ঘটেছে পরোক্ষভাবে।

কবিতায় বিভীষণ দেশের সাথে, স্বজনের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে সোনার লঙ্কা ধ্বংস করার ব্যবস্থা করেন। স্বজাতির কথা ভুলে গিয়ে তিনি শত্রুপক্ষকে সমর্থন করেন। দেশ ও জাতির সজ্গে এ ধরনের আচরণ অত্যন্ত দুঃখজনক। কিন্তু উদ্দীপকে ইব্রাহিম কার্দির চরিত্রে স্বাজাত্যবোধ, বীরত্ব, আপোসহীনতার বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। উদ্দীপকে ইব্রাহিম কার্দির চরিত্র ইতিবাচক, বিশ্বস্ত ও বীর। অন্যদিকে বিভীষণের চরিত্র নেতিবাচক, বিশ্বাসঘাতক ও কাপুরুষ। তাই ইব্রাহিম কার্দি এবং বিভীষণ পরস্পরকে বিপরীত মেরুর বাসিন্দা বলা যায়।

প্রশ্ন ▶ ৩০ একগ্রামে ছিল এক দরিদ্র কৃষক। তার ছিল দুইপুত্র- একজন আব্দুল গনি, অন্যজন আব্দুল মতিন। তারা দুজনেই সৎ ও আদর্শবান রূপে বড় হয়। কিন্তু একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় বড় ভাই আব্দুল গনি পাক হানাদার বাহিনীর পক্ষ অবলম্বন করে, বুদ্ধিজীবী নিধনেও অংশ নেয়। অন্যদিকে ছোট ভাই আব্দুল মতিন দেশকে স্বাধীন করার জন্য মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়। পাক হানাদার বাহিনীর সজ্গে সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে সে শহিদ হয়। *[রংপুর সরকারি কলেজ। প্রশ্ন নম্বর-৫]*

ক. কাকে 'রক্ষোরথি' বলে সম্বোধন করা হয়েছে? ১

খ. 'নির্গুণ স্বজন শ্রেয়, পরঃ পরঃ সদা।'— উক্তিটি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার কোন চরিত্রের সাথে উদ্দীপকের আব্দুল গনি চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে? আলোচনা করো। ৩

ঘ. "বিশ্বাসঘাতক চরিত্রগুলোর কথা ইতিহাসে ঘৃণার সাথে উচ্চারিত হয়"— উদ্দীপক ও 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার আলোকে মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৩০ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক বিভীষণকে 'রক্ষোরথি' বলে সম্বোধন করা হয়েছে।

খ সৃজনশীল প্রশ্নের ৫(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার বিভীষণ চরিত্রের সাথে উদ্দীপকের আব্দুল গনি চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে।

দেশপ্রেম মানুষের এক অন্যতম নৈতিক গুণ। মানুষ যত জ্ঞানী, বিদ্বান বা বীর যোদ্ধাই হোক না কেন তার হৃদয়ে যদি স্বদেশের প্রতি ভালোবাসা না থাকে তবে সে নরাধম হিসেবে বিবেচিত হয়। আলোচ্য কবিতায় বিভীষণ আর উদ্দীপকের আব্দুল গনি উভয়েই দেশের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

উদ্দীপকের কৃষকের পুত্র আব্দুল গনি ও আব্দুল মতিন উভয়েই সৎ ও আদর্শরূপে বড় হয়। কিন্তু একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধে আব্দুল মতিন মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিলেও আব্দুল গনি নীতি আদর্শ ও দেশপ্রেমকে বিসর্জন দিয়ে পাক বাহিনীর সাথে হাত মেলায়। এমন বিশ্বাসঘাতকতা ও দেশদ্রোহীতার চিত্র আমরা 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় পাই। বিভীষণ ধর্ম ও ন্যায়ের দোহাই দিয়ে স্বদেশ ও স্বজাতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে। এমনকি ভ্রাতুষ্পুত্র মেঘনাদকে পরাজিত ও হত্যা করার জন্য তিনি শত্রু লক্ষ্মণকে পথ দেখিয়ে যজ্ঞাগারে নিয়ে আসেন। স্বদেশ ও স্বজাতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করার জন্য উদ্দীপকের গনি মিয়ার সাথে বিভীষণকে মেলানো যায়।

ঘ বিশ্বাসঘাতক মানুষ সকলের ঘৃণার পাত্র।

বিশ্বাসভাজন হয়েও অবিশ্বাসের কাজ করা হলে তা বিশ্বাসঘাতকতা হিসেবে পরিগণিত হয়। বিভীষণ চরিত্রটি বিশ্বাসঘাতকতার এক জ্বলন্ত উদাহরণ। উদ্দীপকের আব্দুল গণি চরিত্রেও আমরা অনুরূপ বিশ্বাসঘাতকতা লক্ষ করি।

উদ্দীপকের আব্দুল গণি ও আব্দুল মতিন দুভাই সৎ ও আদর্শরূপে বেড়ে ওঠে। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের সময় আব্দুল মতিন ও আব্দুল গণির মধ্যে আদর্শিক দ্বন্দ্ব শুরু হয়। আব্দুল মতিন মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিলেও আব্দুল গনি আদর্শকে

Teachingbd24.com

বিসর্জন দিয়ে পাক বাহিনীর সাথে হাত মেলায়। পাকবাহিনীর সাথে বুদ্ধিজীবী নিধনেও সে অংশ নেয়। দেশের সাথে এই বিশ্বাসঘাতকতা করার জন্য জাতি চিরদিন তাকে ঘৃণাভরে স্মরণ করবে। অন্যদিকে মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হওয়া আব্দুল মতিনকে জাতি চিরদিন শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে।

'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় বিভীষণ তার স্বদেশ ও স্বজাতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে রাম-রাবণ যুদ্ধে বিরুদ্ধ পক্ষ রামের সাথে আঁতাত করেছিল। এমনকি ভ্রাতুষ্পুত্র মেঘনাদকে হত্যা করার জন্য সে লক্ষ্মণকে সহায়তা করে। উদ্দীপকের আব্দুল গনিও একজন রাজাকার ও দেশদ্রোহী। সে দেশের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সাথে হাত মেলায়। তাই বাঙালি জাতি চিরদিন এই রাজাকার, বিশ্বাসঘাতকদেরকে ঘৃণার সাথে স্মরণ করবে। বিভীষণকেও তার স্বজাতি ঘৃণার চোখে দেখে। তাই বলা যায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ৩১ ইমাম হাসান (রা) তাঁর স্ত্রী জাএদাকে খুব ভালোবাসতেন। কিন্তু জাএদা স্বামীর এ ভালোবাসার প্রতিদান দিতে জানেন নি। শত্রু ইয়াজিদের কু পরামর্শে তিনি স্বামীকে বিষ প্রয়োগ করেন। ইমাম হাসান (রা) সব জেনে শুনেও স্ত্রীকে ক্ষমা করে দেন।

[বি এ এফ শাহীন কলেজ, যশোর । প্রশ্ন নম্বর-৫]

ক. 'এবে' শব্দের অর্থ কী? ১

খ. 'প্রফুল্ল কমলে কীটবাস' উক্তিটি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপক ও 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার সাদৃশ্যপূর্ণ দিক কোনটি? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার মেঘনাদ 'উদ্দীপকের হাসান (রা) ছাড়িয়ে যেতে পারেনি'— বিশ্লেষণ করো। ৪

৩১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক 'এবে' শব্দের অর্থ এখন বা এই সময়।

খ সৃজনশীল প্রশ্নের ৭(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ বিভীষণ ও জাএদার বিশ্বাসঘাতকতা বিচারে উদ্দীপক ও 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।

'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতাংশে দেখা যায় কপট লক্ষ্মণ বিশ্বাসঘাতক বিভীষণের সহায়তায় শত শত প্রহরীর চোখ ফাঁকি দিয়ে নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে অনুপ্রবেশ করে। লক্ষ্মণের সঙ্গে বিভীষণের উপস্থিতি দেখে দেশপ্রেমিক মেঘনাদ বিভীষণের সঙ্গে কথোপকথনে লিপ্ত হয়। সে যুক্তি দিয়ে পররাজ্য আক্রমণকারী রাম-লক্ষ্মণদের প্রকৃত মুখোশ উন্মোচন করে এবং বিভীষণকে তীব্র বাক্যবাণে জর্জরিত করে। তার বক্তব্যে মাতৃভূমির প্রতি অগাধ ভালোবাসা এবং বিদেশি শক্তি ও বিশ্বাসঘতকতার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ঘৃণা প্রকাশিত হয়েছে। জ্ঞাতিত্ব, জাতিত্ব ভুলে বিভীষণের বিশ্বাসঘাতকার ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া তাকে বিস্মিত ও পীড়িত করে।

কবিতার মতো উদ্দীপকেও বিশ্বাসঘাতকতার চিত্র ফুটে উঠেছে। কবিতায় যেখানে বিভীষণ বিশ্বাসঘাতকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে, সেখানে উদ্দীপকে জাএদাও বিশ্বাসঘাতকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। কবিতায় বিভীষণ জাতিত্ব, জ্ঞাতিত্ব জলাঞ্জলি দিয়ে শত্রু শিবির রাম-লক্ষ্মণের পক্ষে যোগ দিয়েছে। পররাজ্য আক্রমণকারী লক্ষ্মণকে সুরক্ষিত নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারের পথ দেখিয়েছে। উদ্দীপকে ইমাম হাসন (রা.)-এর স্ত্রী শত্রু ইয়াজিদের কু-পরার্শে নিজ স্বামীকে বিষাপানে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে। উদ্দীপক ও কবিতায় যথাক্রমে জাএদা ও বিভীষণ চরিত্রের মধ্য দিয়ে স্বজাতি ও স্বজাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার চিত্র ফুটে উঠেছে। তাই উদ্দীপকের জাএদা এবং কবিতার বিভীষণ- এই চরিত্রদ্বয়ের বিশ্বাসঘাতকার দিকটি সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় মেঘনাদ উদ্দীপকের হাসান (রা.) কে ছাড়িয়ে যেতে পারেনি তাই শত্রুকে ক্ষমা করার দিক থেকে উক্তিটি যৌক্তিক বলে প্রতীয়মান হয়।

'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় মেঘনাদ মানবীয় গুণের অপূর্ব আধার। জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতিসত্তার সংহতির প্রতি অনুরাগ লক্ষ করা যায় তার চরিত্রে। ধর্মবোধও তার মাঝে স্পষ্ট। তবে সে দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ও দেশদ্রোহিতার বিরুদ্ধে যে ঘৃণা প্রকাশ করেছে, তার বিপরীত অবস্থান লক্ষ করা যায় ইমাম (রা.)-এর চরিত্রে।

ইমাম হাসান (রা.)-এর স্ত্রী জাএদা। স্ত্রীকে তিনি বিশ্বাসের আসনে সযত্নে রেখেছিলেন। কিন্তু এর পরিণাম ছিল বেদনাদায়ক। জাএদা স্বামীর ভালোবাসা ও বিশ্বাসের অমর্যাদা করে শত্রুপক্ষ ইয়াজিদের কুপরামর্শে স্বামীকে বিষ প্রয়োগ করে। ইমাম হাসান সবকিছু জেনেশুনে স্ত্রীকে দ্বিধাহীন চিত্তে ক্ষমা করে দিয়ে ক্ষমাশীলতার মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় মেঘনাদ রামচন্দ্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার পূর্বে নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে ইষ্টদেবতা অগ্নিদেবতার পূজা সম্পন্ন করতে মনস্থির করে। এমতাবস্থায় মায়াদেবীর আনুকূল্যে এবং রাবণানুজ বিভীষণের সহায়তায় শত শত প্রহরীর চোখ ফাঁকি দিয়ে রামানুজ লক্ষ্মণ সে যজ্ঞাগারে প্রবেশ করে। মেঘনাদ তখন অস্ত্রাগারে প্রবেশ করে যুদ্ধসাজ গ্রহণ করতে চাইলে বিভীষণের প্রতিরোধে তা পারে না। এ অবস্থায় মেঘনাদ বিভীষণের নিচু মানসিকতা ও লক্ষ্মণের অন্যায় আক্রমণের প্রতি ক্ষোভ ও দুঃখ প্রকাশ করে। কিন্তু ইমাম হাসান মৃত্যুর দরজায় দাঁড়িয়ে হাসতে হাসতে বিষপ্রয়োগকারী প্রাণপ্রিয় স্ত্রীকে ক্ষমা করে দেন। ক্ষোভ ও দুঃখ প্রকাশের বিপরীতে ইমাম হাসানের ক্ষমাশীলতা তাঁর চরিত্রকে উজ্জ্বল করে তুলেছে। তাই প্রশ্নোক্ত উক্তিটি যৌক্তিক ও যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ৩২ ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সাথে হাত মিলিয়েছিল এদেশের রাজাকার, আলবদররা। তারা মেতে উঠেছিল নারকীয় হত্যাযজ্ঞে। অথচ তারা ছিল এদেশেরই সন্তান।

[সরকারি হরগঙ্গা কলেজ, মুন্সিগঞ্জ । প্রশ্ন নম্বর-৫]

ক. 'অরিন্দম' কে? ১

খ. "জানিনু কেমনে আসি লক্ষ্মণ পশিল রক্ষঃপুরে।"— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের সাথে তোমার পঠিত কবিতার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য নিরূপণ করো। ৩

ঘ. 'বিভীষণরা এখনও বর্তমান'— উদ্দীপকের আলোকে মন্তব্যটির যথার্থতা নিরূপণ করো। ৪

৩২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক অরিন্দম বলতে মেঘনাদকে বোঝানো হয়েছে।

খ বিভীষণের সাহায্যেই যে লক্ষ্মণ নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে প্রবেশ করেছেন এ বিষয়টি বুঝতে পেরেই মেঘনাদ আলোচ্য উক্তিটি করে।

ভ্রাতা কুম্ভকর্ণ ও পুত্র বীরবাহুর মৃত্যুর পর মেঘনাদকে পিতা রাবণ পরবর্তী দিবসে অনুষ্ঠেয় মহাযুদ্ধের সেনাপতি হিসেবে বরণ করেন। আর যুদ্ধ জয় নিশ্চিত করতে মেঘনাদ নিকুম্ভিলা যজ্ঞগারে অগ্নিদেবের পূজা সম্পন্ন করতে যান। হঠাৎ সেখানে মেঘনাদ লক্ষ্মণকে অস্ত্রসহ দেখতে পান। বিভীষণকে দেখেই তিনি বুঝতে পারেন যজ্ঞাগারে লক্ষ্মণের প্রবেশ তার ষড়যন্ত্রেরই অংশ। আর এ বিষয়টি বুঝতে পেরেই মেঘনাদ আলোচ্য উক্তিটি করেন।

গ উদ্দীপকের সাথে 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য উভয়ই লক্ষ্য করা যায়।

'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় বিভীষণ লঙ্কার যুদ্ধে শত্রুর পক্ষ নিয়ে ভ্রাতুষ্পুত্র মেঘনাদকে হত্যার জন্য শত্রুসেনার হাতে তুলে দেয়। বিভীষণ তার ভাই রাবণের অপকর্ম মেনে নিতে পারেনি বলে রামের সাথে হাত মিলিয়ে ঘৃণ্য কাজে লিপ্ত হয়।

Teachingbd24.com

উদ্দীপকের রাজাকার আলবদরদের আচরণ জাগতিক স্বার্থকেন্দ্রিক। তারা ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে পাক সেনাদেরকে সাহায্য করেছে। তারা এদেশের সন্তান হয়েও পাকবাহিনীর দোসর হিসেবে স্বজাতি নিধনে নারকীয় হত্যাযজ্ঞ চালায়। স্বজনের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার দিকটির সাথে উদ্দীপক ও কবিতার খানিকটা সাদৃশ্য রয়েছে বটে কিন্তু কবিতায় বর্ণিত বিভীষণের আচরণ সবক্ষেত্রেই রাজাকার আলবদর আলশামসদের মতো নয়। বিভীষণের আচরণ পারমার্থিক স্বার্থকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠেছে। তাই বলা যায় উদ্দেশ্য প্রণোদিত আচরণের দিক থেকে উদ্দীপক ও কবিতায় উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ 'বিভীষণরা এখনো বর্তমান' উদ্দীপকের আলোকে আলোচ্য মন্তব্যটির যথার্থতা রয়েছে।

'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় বিভীষণ তার দেশ, জাতি, গোত্র সবকিছু ভুলে রামের আজ্ঞাবহ দাসে পরিণত হন। রামের দলে অন্তর্ভুক্ত হয়ে তিনি পথ দেখিয়ে লক্ষ্মণকে লঙ্কাতে নিয়ে আসেন মেঘনাদকে হত্যা করার জন্য। যদি তার সাহায্য না পেতেন তবে হয়তো এত সহজে রাক্ষসপুরীতে ঢুকতে সক্ষম হতেন না লক্ষ্মণ।

উদ্দীপকে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর নারকীয় হত্যাকাণ্ডে এ দেশের অনেকেই সাহায্য করেছে। তাদের সাহায্য না পেলে হয়তো পাকসেনারা বাংলাদেশের এত ক্ষয়ক্ষতি সাধন করতে পারতো না। তাদের সহযোগিতা পেয়েই পাকিস্তানিরা বাঙালির উপর অবর্ণনীয় অত্যাচার করতে সক্ষম হয়।

'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় বিভীষণ যেমন দেশের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে সোনার লঙ্কা পুড়িয়ে ছারখার করার ব্যবস্থা করেন, তেমনি উদ্দীপকেও রাজাকার, আলবদর, আল শামসরা দেশপ্রেম ভুলে গিয়ে পাক সেনাদের সমর্থন জানিয়ে দেশের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করেন। দেশ ও জাতির সাথে এই আচরণ অত্যন্ত ঘৃণ্য। এইসব বিশ্বাসঘাতকরা তাদের অপকর্মের জন্য ইতিহাসের পাতায় যুগে যুগে কালে কালে ঘৃণিত হয়ে থাকেন। তাই উদ্দীপকের বিচারে আলোচ্য মন্তব্যটির যথার্থতা রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৩৩ উত্তরিলা বিভীষণ "বৃথা এ সাধনা,
ধীমান। রাঘবদাস আমি; কী প্রকারে
তাহার বিপক্ষ কাজ কবির, রক্ষিতে
অনুরোধ? উত্তরিলা কাতরে রাবণি;
"হে পিতৃব্য, তব বাক্যে ইচ্ছি মরিবারে।"

[সিলেট সরকারি মহিলা কলেজ, সিলেট। প্রশ্ন নম্বর-৬]

ক. 'মহামন্ত্র বলে যথা নম্রশিরঃ ফণী' কে? ১

খ. 'তব বাক্য ইচ্ছি মরিবারে' কে, কেন এ কথা বলেছে? ২

গ. উদ্দীপকে 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার ভাবার্থের প্রতিফলন আলোচনা করো। ৩

ঘ. 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় উদ্দীপকের আলোকে মেঘনাদের দেশপ্রেম বিশ্লেষণ করো। ৪

৩৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক 'মহামন্ত্র বলে যথা নম্রশিরঃ ফণী' হলো বিভীষণ।

খ মেঘনাদ আলোচ্য কথাটি বলেছেন বিভীষণের প্রতি ঘৃণা প্রকাশের জন্য।

মেঘনাদ বিভীষণকে যজ্ঞাগারের দ্বার ছেড়ে দিয়ে যুদ্ধে তাকে সহায়তা করার আহ্বান জানায়। এর উত্তরে বিভীষণ নিজেকে রামচন্দ্রের দাস উল্লেখ করে মেঘনাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। পিতৃব্য হয়েও বিভীষণ এমন আচরণ করলে মেঘনাদের মনে এতটা ঘৃণার উদ্রেক হয় যে তার মরে যেতে ইচ্ছা করে। এ অনুভূতি থেকেই মেঘনাদ আলোচ্য উক্তিটি করেছে।

গ উদ্দীপকে 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কাব্যাংশের বিভীষণের ষড়যন্ত্র ও মেঘনাদের দেশপ্রেম প্রকাশ পেয়েছে।

যুদ্ধের আগে মেঘনাদ নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে দেবতার পূজার জন্য গেলে লক্ষ্মণ ও বিভীষণ তাকে হত্যার উদ্দেশ্যে ঘিরে ধরে। এ সময় লক্ষ্মণের সহায়তাকারী বিভীষণকে পথ ছেড়ে দিতে বলে মেঘনাদ। কারণ সে দেশের জন্য যুদ্ধ করবে। কিন্তু বিভীষণ মেঘনাদের অনুরোধ অগ্রাহ্য করে। এতে বিভীষণের চরম দেশদ্রোহিতার পরিচয় ফুটে ওঠে।

উদ্দীপকে মেঘনাদের দেশপ্রেম ও বিভীষণের ষড়যন্ত্রের কথাই বিধৃত হয়েছে। পঙ্‌ক্তিগুলোতে বিভীষণ নিজেকে রামচন্দ্রের দাস রূপে তুলে ধরেছে। তার কাছে দেশের চাইতে রামচন্দ্রের আদেশ যেন বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। একজন দেশদ্রোহী, ষড়যন্ত্রকারী যে কীভাবে অন্যের অন্ধ অনুসরণ করে দেশের ক্ষতি করতে পারে এবং দেশপ্রেমিক বীরকে হত্যা করতে পারে তা পরিপূর্ণভাবে দেখা যায় বিভীষণের চরিত্রে। এর বিপরীতে মেঘনাদের যে দেশপ্রেম ছিল তা ফুটে উঠেছে তার ঘৃণার অনুভূতিতে। কেননা পিতৃব্য বিভীষণের কাছে দেশদ্রোহিতার কথা শুনে মেঘনাদ ঘৃণায় প্রাণত্যাগ করতে চায়। উদ্দীপকে এভাবেই মেঘনাদের দেশপ্রেম ও বিভীষণের ষড়যন্ত্র ধরা পড়েছে। সুতরাং উদ্দীপকের ভাবার্থে আলোচ্য কাব্যাংশের বিশ্বাসঘাতকতা ও দেশপ্রেম প্রকাশ পেয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে পিতৃব্যের প্রতি ঘৃণার মাধ্যমে মেঘনাদের দেশপ্রেম প্রকাশ পেয়েছে।

যজ্ঞাগার ত্যাগ করে মেঘনাদ দেশের জন্য যুদ্ধে যেতে চায়। মেঘনাদের এ অভিপ্রায়কে বাস্তবে রূপ পেতে দেয় না বিভীষণ। বিভীষণের বিশ্বাসঘাতকতা মেঘনাদকে চরম মর্মপীড়া দেয়। সে পিতৃব্য বিভীষণের প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা প্রকাশ করে।

উদ্দীপকে দেশদ্রোহীকে ঘৃণার মাধ্যমে মেঘনাদ নিজেকে দেশপ্রেমিক রূপে তুলে ধরেছে। বিভীষণ লক্ষ্মণকে নিয়ে যেভাবে মেঘনাদকে আক্রমণে উদ্যত হয়েছে তা যে কারো জন্যই ভয়ঙ্কর। তবে মেঘনাদ সে ভয়কে উপেক্ষা করে বিভীষণের প্রতি ঘৃণার উদ্রেক ঘটিয়েছে। অর্থাৎ মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও মেঘনাদ একজন অকুতোভয় দেশপ্রেমিকের পরিচয় দিয়েছে।

সাহসী দেশপ্রেমিক কখনো মৃত্যুর ভয় করে না। মৃত্যুর মঞ্চে দাঁড়িয়েও তারা ষড়যন্ত্রকারীকে ভয় পায় না। তাদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করে। পিতৃব্যের কথা শুনে নিজের মৃত্যু কামনা করে মেঘনাদ মূলত সে ঘৃণাই প্রকাশ করেছে। আর এর মাধ্যমে ফুটে উঠেছে তার অকৃত্রিম দেশপ্রেমের কথা।

প্রশ্ন ▶ ৩৪ শপথ নিয়েও পলাশীর প্রান্তরে প্রধান সেনাপতি মিরজাফর যুদ্ধে অংশ নেননি। রায়দুর্লভ, উমিচাঁদ, জগৎশেঠ যুদ্ধে অসহযোগিতা করেছেন। মোহনলাল ও মিরমর্দান বিশ্বাসঘাতক হননি। নবাব সিরাজউদ্দৌলা পরাজিত হয়েছেন। মিরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়েছে।

[নিউ মডেল ডিগ্রি কলেজ। প্রশ্ন নম্বর-৫]

ক. বাংলা কাব্যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত কোন ছন্দের প্রবর্তন করেন? ১

খ. "শাস্ত্রে বলে, গুণবান যদি পরজন, গুণহীন স্বজন, তথাপি নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ পরঃ পরঃ সদা!" চরণগুচ্ছ দ্বারা কবি কী বুঝিয়েছেন? ২

গ. উদ্দীপকটি 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার সঙ্গে কোন দিক থেকে সাদৃশ্যপূর্ণ— ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "উদ্দীপকটি 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার আংশিক রূপায়ণ মাত্র"— মূল্যায়ন করো। ৪

Teachingbd24.com

৩৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলা কাব্যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন করেন।

খ সৃজনশীল প্রশ্নের ৫(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ উদ্দীপকটি 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় চিত্রিত স্বজনের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার দিক থেকে সাদৃশ্যপূর্ণ।

'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় স্বজনের বিশ্বাসঘাতকতার দৃষ্টান্ত মর্মস্পর্শীভাবে তুলে ধরা হয়েছে। নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে মেঘনাদ যজ্ঞ করতে গেলে বিভীষণ তাঁকে হত্যার জন্য শত্রুসেনা লক্ষ্মণকে সহযোগিতা করেন। আপনজন ছাড়া মেঘনাদের এই নিরস্ত্র অবস্থানের কথা শত্রুর পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না। বিভীষণের এ বিশ্বাসঘাতকতা শুধু মেঘনাদকে মৃত্যুর মুখেই ঠেলে দেয়নি; লঙ্কার পরাজয়কেও ঘনীভূত করেছে। একইভাবে উদ্দীপকেও স্বজনের বিশ্বাসভঙ্গের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে।

উদ্দীপকে নবাব সিরাজউদ্দৌলার সঙ্গে মিরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট উপস্থাপিত হয়েছে। পলাশির প্রান্তরে ইংরেজ বাহিনীর সঙ্গে নবাব বাহিনীর যুদ্ধ শুরু হলে প্রধান সেনাপতি মিরজাফর দেশরক্ষার শপথ নিয়েও শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে অংশ নেননি। এমনকি তার সহযোগী হিসেবে রায়দুর্লভ, উমিচাঁদ, জগৎশেঠও যুদ্ধে অসহযোগিতা করেছেন। আপনজনদের এরূপ বিশ্বাসঘাতকতার কারণেই পলাশির প্রান্তরে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয় নিশ্চিত হয়— অস্তমিত হয় বাংলার স্বাধীনতার সূর্য। 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার মেঘনাদকেও প্রিয়জনের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে অতর্কিত আক্রমণের শিকার হতে হয়। এভাবে উদ্দীপকের নবাব সিরাজউদ্দৌলা এবং আলোচ্য কবিতার মেঘনাদ উভয়কেই স্বজনের বিশ্বাসভঙ্গের কারণে বিপদে পড়তে হয়েছে। এদিক থেকে উদ্দীপকটি 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ স্বজনের বিশ্বাসঘাতকতার চিত্র উপস্থাপনের সূত্রে উদ্দীপকটি 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার আংশিক রূপায়ণ বলেই আমি মনে করি।

'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় বিশ্বাসঘাতক পিতৃব্য বিভীষণের প্রতি অসহায় মেঘনাদের বক্তব্য উপস্থাপিত হয়েছে। বিভীষণের সঙ্গে ভ্রাতুষ্পুত্র মেঘনাদের আদর্শের দ্বন্দ্বই কবিতাটির মূল বিষয়। তাঁদের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন দেশপ্রেমের অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে, অন্যদিকে প্রকাশ পেয়েছে ধর্মবোধ ও নৈতিকতা। উদ্দীপকের ঘটনাবর্তে এ বিষয়গুলো সম্পূর্ণ প্রকাশ পায়নি।

উদ্দীপকে পলাশির যুদ্ধে নবাবের নির্ভরযোগ্য সেনাপতিসহ দায়িত্বশীল সেনা-কর্মকর্তাদের অসহযোগিতার প্রসঙ্গটি বর্ণিত হয়েছে। এখানে প্রধান সেনাপতি মিরজাফর সিরাজউদ্দৌলার বিপক্ষে কাজ করেন। তাঁর বিশ্বাসঘাতকতার কারণে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার স্বাধীনতার সূর্যও অস্তমিত হয়। অন্যদিকে, 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় শুধু স্বজনের বিশ্বাসঘাতকতাই চিত্রিত হয়নি; মেঘনাদের বীরত্ব, সাহসিকতা, ব্যক্তিত্ব এবং স্বজাতির প্রতি মমত্ববোধের প্রসঙ্গও গুরুত্ব পেয়েছে।

'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার বিষয়বস্তুর সঙ্গে উদ্দীপকের ভাবগত মিল থাকলেও কবিতাটিতে উপস্থাপিত হয়েছে ব্যাপকতর বিষয়। এখানে মেঘনাদকে উপস্থাপন করা হয়েছে এক অকুতোভয় বীর যোদ্ধা হিসেবে। দেশপ্রেম, স্বাজাত্যবোধ, ধৈর্য্য ও সংযম তাঁর চরিত্রের বিশেষ দিক। পক্ষান্তরে, এ কবিতায় বিভীষণ দেশ ও জাতির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার দোষে দুষ্ট। তবে বিভীষণের আত্মপক্ষ সমর্থনে ধর্ম ও নৈতিকতার যুক্তিও তুলে ধরা হয়েছে এ কবিতায়। কেননা, রাবণের দুরাচারের কারণেই লঙ্কার যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। বিভীষণ ও মেঘনাদের আদর্শগত এ দ্বন্দ্ব উদ্দীপকে নেই। তাছাড়া গুরুজন বিভীষণের প্রতি মেঘনাদের বিনয় ও সংযমের দিকটিও সেখানে উপেক্ষিত রয়ে গেছে। এভাবে উদ্দীপকটিতে এ কবিতার মাত্র দুটি দিক— দেশাত্মবোধ ও বিশ্বাসঘাতকতার চিত্রই ফুটে উঠেছে, যা কবিতাটির আংশিক প্রতিনিধিত্ব করে। এদিক বিবেচনায় প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ৩৫ জামিল ও বাপিল খুবই ঘনিষ্ঠ দুই বন্ধু। জামিল অসাধারণ সুন্দরী এক মেয়েকে সদ্য বিয়ে করে সংসারী হয়েছে। খুবই সুখের দিন কাটছিল তাদের। কিন্তু হঠাতই দেশে যুদ্ধ নেমে আসে। দেশকে উদ্ধারের জন্য জামিল যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এক রাত্রে জামিল দেখতে পায় তারই বন্ধু বাপিলের সহায়তায় শত্রুপক্ষ তাকে ঘিরে ফেলেছে। বাপিলের বিশ্বাসঘাতকতায় জামিল শহিদ হয়।

[সরকারি কেসি কলেজ, ঝিনাইদহ | প্রশ্ন নম্বর-৫]

ক. 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় 'তাত' বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে? ১

খ. 'কোন ধর্ম মতে, কহ দাসে, শুনি/জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি, এ সকলে দিলা/জলাঞ্জলি?'— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের জামিল চরিত্রের সঙ্গে 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার যে চরিত্রের মিল পাওয়া যায়, তাদের উভয়ের চারিত্রিক সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য তুলে ধরো। ৩

ঘ. "বিষয় ও ভাবগত বিচারে উদ্দীপক এবং 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার ছবি একই ফ্রেমে আবদ্ধ"— প্রমাণ করো। ৪

৩৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় তাত বলতে বিভীষণকে বোঝানো হয়েছে।

খ চাচা বিভীষণ কোন চিন্তাধারায় প্রভাবিত হয়ে নিজেরই জাতির সাথে প্রতারণা করেছেন তা নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করে মেঘনাদ উক্তিটি করেছেন।

রাম-রাবণের লড়াইয়ে রাবণের ভ্রাতা বিভীষণ রাম-লক্ষ্মণের পক্ষ নেন। রামভক্ত বিভীষণ স্বজাতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে লক্ষ্মণকে নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে ঢুকতে সাহায্য করেন। মেঘনাদের জীবননাশেরই পথ করে দেন। বিভীষণ কীসের স্বার্থে, কোন নীতিতে এমনটা করতে পারলেন তা নিয়ে বিস্মিত ও ক্ষিপ্ত মেঘনাদ উক্তিটি করেছিলেন।

গ উদ্দীপকের জামিল 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার মেঘনাদের সাথে তুলনীয়।

আলোচ্য কবিতায় রামচন্দ্র কর্তৃক স্বর্ণলঙ্কা আক্রান্ত হলে শত্রুর উপর্যুপরি দৈব-কৌশলের কাছে অসহায় হয়ে পড়েন রাবণ। একপর্যায়ে পুত্র মেঘনাদের ওপর দায়িত্ব পড়ে পরবর্তী দিবসে অনুষ্ঠেয় মহাযুদ্ধের সেনাপতি হওয়ার। যুদ্ধে যাওয়ার প্রাক্কালে পিতৃব্য বিভীষণের বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হন তিনি।

উদ্দীপকের জামিল ও বাপিল ঘনিষ্ঠ বন্ধু। জামিল বিয়ে করে সংসারী হয়েছে। এমন সময় দেশে যুদ্ধ নেমে আসে। জামিল যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু একদিন বাপিলের বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হয়ে জামিল শত্রুপক্ষের হাতে ধরা পড়ে ও শহিদ হয়। আলোচ্য কবিতার মেঘনাদ নিজ দেশ লঙ্কা

Teachingbd24.com

বাঁচাতে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনিও আপন মানুষের দ্বারা প্রতারিত হয়ে শত্রুপক্ষের আক্রমণে মৃত্যুর মুখোমুখি হন। উদ্দীপকের জামিল ও কবিতার মেঘনাদ দুইজনই বীর সাহসী দেশপ্রেমিক ছিলেন। পার্থক্য হলো জামিল যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর হাতে নিহত হয়। আর মেঘনাদ যুদ্ধ-প্রস্তুতি কালেই নিরস্ত্র অবস্থায় নিজ আবাসস্থলে শত্রুর আঘাতে নিহত হয়।

ঘ বিষয় ও ভাবগত বিচারে উদ্দীপক ও 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতা একই ফ্রেমে আবদ্ধ। তা হলো দেশপ্রেম ও বিশ্বাসঘাতকতা।

আলোচ্য কবিতায় দেশপ্রেমের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রতিফলিত হয়েছে। একই সাথে চিত্রিত হয়েছে দেশদ্রোহিতা ও বিশ্বাসঘাতকতারও ঘৃণ্য চিত্র, যা উদ্দীপকেও প্রতিফলিত।

উদ্দীপকের জামিল ও বাপিল খুব ঘনিষ্ঠ দুই বন্ধু। জামিল বিয়ে করে মাত্র সংসার শুরু করেছে এমন সময়ে দেশে যুদ্ধ শুরু হয়। জামিল সেই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। বন্ধু বাপিল শত্রুপক্ষের সাথে হাত মিলিয়ে জামিলকে ধরিয়ে দিলে সে শহিদ হয়। এদিকে আলোচ্য কবিতার মেঘনাদও দেশের জন্য লড়াই করতে গিয়ে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। বিষয়বস্তুর বিবেচনায় উদ্দীপক ও আলোচ্য কবিতাটি অভিন্ন বলা যায়। উদ্দীপকে এক তরুণের দেশপ্রেম, ঘনিষ্ঠ বন্ধুর দেশদ্রোহিতা ও বিশ্বাসঘাতকতার রূপ চিত্রিত হয়েছে। একই চিত্র ফুটে উঠেছে 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায়ও। মেঘনাদ অসমসাহসী দেশপ্রেমিক তরুণ। নিজ দেশ লঙ্কাকে বাঁচাতে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হচ্ছিলেন তিনি। কিন্তু পিতৃব্য বিভীষণ শত্রুপক্ষ লক্ষ্মণকে লঙ্কাপুরীতে প্রবেশের সুযোগ করে দিলে অন্যায় যুদ্ধে প্রাণ হারাতে হয় মেঘনাদকে। এভাবেই কবিতায় ও উদ্দীপকে মাতৃভূমির প্রতি ভালোবাসা, স্বজনের দেশদ্রোহিতা ও বিশ্বাসঘাতকতার মতো ঘৃণ্য দিক রূপায়িত হয়েছে। বিষয় ও ভাবগত বিচারে তাই উদ্দীপক ও আলোচ্য কবিতার ছবি একই ফ্রেমে আবদ্ধ হয়েছে।

প্রশ্ন ▶৩৬ 'স্বজাতির সেবা যেবা করেনি কিঞ্চিত
জানাও সে নরাধমে জানাও সত্বর
অতীব ঘৃণিত সে পাষণ্ড বর্বর।'

[চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজ, চট্টগ্রাম । প্রশ্ন নম্বর-৫]

ক. 'বিখ্যাত জগতে তুমি' কে? ১

খ. মহারথীপ্রথা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের 'নরাধম' শব্দের সাথে 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার কোন চরিত্র সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকটি 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার সারসংক্ষেপ, যুক্তিসহ তোমার বক্তব্য উপস্থাপন করো। ৪

৩৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক 'বিখ্যাত জগতে তুমি' হচ্ছে রাক্ষসরাজানুজ বিভীষণ।

খ সৃজনশীল প্রশ্নের ২০(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ উদ্দীপকের 'নরাধম' শব্দের সাথে 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার বিভীষণ চরিত্রটি সাদৃশ্যপূর্ণ। কারণ সে স্বজাতি স্বজনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে আপন ভ্রাতুষ্পুত্রকে শত্রু দ্বারা হত্যা করিয়ে স্বদেশের স্বাধীনতাকে বিকিয়ে দেয়।

দেশপ্রেম মানুষের মৌলিক মানবীয় গুণ। একজন মানুষ যতই গুণবান, নীতিবান হোক না কেন তার মনে যদি দেশপ্রেম ও স্বাজাত্যবোধ না থাকে, তাহলে সে নরাধম হিসেবেই বিবেচিত। উদ্দীপক ও 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায় এমন নির্জলা সত্যটিই প্রকাশ পেয়েছে।

উদ্দীপকে স্বজাতি ও স্বদেশের প্রতি প্রেমহীন নিষ্ঠুর প্রকৃতির মানুষের প্রতি তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করা হয়েছে। যে ব্যক্তি স্বজাতি ও স্বদেশ রক্ষায় কোনো ভূমিকা রাখেনি বরং স্বার্থান্ধতায় স্বজাতি-স্বদেশের বিরুদ্ধে ভূমিকা পালন করেছে সে অতি নরাধম, অতীব ঘৃণিত, পাষণ্ড, বর্বর। এমনই নরাধম চরিত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায়ও। এখানে বিভীষণ ধর্ম ও ন্যায়ের দোহাই দিয়ে স্বদেশ ও স্বজাতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে। সে দেশপ্রেম, ভ্রাতৃত্ব, জ্ঞাতিত্বকে জলাঞ্জলি দিয়ে নিজ ভ্রাতুষ্পুত্র মেঘনাদকে পরাজিত ও হত্যা করার জন্য শত্রু লক্ষ্মণকে পথ দেখিয়ে লঙ্কাপুরীতে নিয়ে আসে। পরিণতিতে দেশপ্রেমিক মেঘনাদকে হত্যার মধ্য দিয়ে রাবণ-বিভীষণের স্বদেশ লঙ্কাপরাজ্যের স্বাধীনতা বিধ্বংস হয়। উদ্দীপকের কবিতাংশটিও মূলত, বিভীষণের মতো দেশদ্রোহী, নরাধম ব্যক্তিদের প্রতি ইঙ্গিত করেই রচিত হয় এ প্রেক্ষিত বিবেচনায় উদ্দীপকের নরাধম শব্দের সাথে 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার বিভীষণ চরিত্রটি পুরোপুরি সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি অবহেলা ও বিশ্বাসঘাতকতার মতো ঘৃণ্য বিষয় উপস্থাপনার দিক থেকে উদ্দীপকটি 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার সারসংক্ষেপ।

সংবেদনশীল মানুষ মাত্রই দেশপ্রেমিক। যারা স্বদেশ ও স্বজাতির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য জীবন দিতেও কুণ্ঠিত হয় না। বিপরীতপক্ষে স্বার্থান্বেষী, দেশদ্রোহী ব্যক্তিরা স্বদেশের শত্রুর সঙ্গে হাত মিলিয়ে নিজেদের স্বাধীনতা বিপন্ন করতেও দ্বিধাবোধ করে না। এরা চরম ঘৃণার পাত্র। এমন অবৈধ, অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে উদ্দীপক ও আলোচ্য কবিতায়।

উদ্দীপকে অতীব ঘৃণিত, পাষণ্ড ও বর্বরোচিত ব্যক্তির হীন কর্মকাণ্ডের কথা বলা হয়েছে। যারা স্বজাতির কিছুমাত্রও সেবা করেনি, স্বজাতি, স্বদেশকে ভালোবাসেনি, স্বদেশ স্বজাতির মুক্তির জন্য লড়াই করেনি। বরং নিজের হীনস্বার্থ উদ্ধারের জন্য স্বজাতি ও স্বদেশের বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়েছে, স্বজাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তারা নরাধম, পাষণ্ড। তাদের কর্মকাণ্ডে স্বজাতি ও স্বদেশের স্বাধীনতা বিপন্ন হয়েছে। এমন বক্তব্য বিষয় 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতায়ও ধারণ করা হয়েছে। বিভীষণ লঙ্কার সন্তান হয়েও বিদেশি আগ্রাসী শক্তি তস্কর লক্ষ্মণ কর্তৃক মেঘনাদকে হত্যা করার সুযোগ করে দিয়েছে।

উদ্দীপক ও 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার সারসংক্ষেপ হলো স্বজাতি কর্তৃক স্বজাতি ও স্বদেশের স্বাধীনতা ধ্বংস করা। আলোচ্য কবিতার বীর চরিত্র মেঘনাদ হঠাৎ যজ্ঞাগারের প্রবেশ দ্বারে চাচা বিভীষণকে দেখতে পেয়ে বুঝে যায়, বিভীষণের বিশ্বাসঘাতকতা ও সহায়তায় লক্ষ্মণ যজ্ঞাগারে তাকে হত্যা করতে এসেছে। এ কবিতায় নাটকীয়ভাবে মেঘনাদের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে মাতৃভূমি লঙ্কার প্রতি গভীর ভালোবাসা এবং বিশ্বাসঘাতক, দেশদ্রোহী বিভীষণের প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা। যা উদ্দীপকের বক্তব্য বিষয়ের সাথে সজাতিপূর্ণ। এমন বিষয় সাদৃশ্য বিচারে যৌক্তিকভাবে বলা যায়, উদ্দীপকটি 'বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ' কবিতার সারসংক্ষেপ।

Teachingbd24.com